শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী বি, এ,
প্রণীত।

মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

পিতৃপ্রতিম

পরমভক্তিভাজন

শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার সেন বি. এ।

(১)

দেব,

সুদূর বিজন বনে যথা প্রস্ফুটিত
একাকী কুসুম লোক-চক্ষু-অন্তরালে
বিশ্ববিমোহনরূপে করি আলোকিত
বনভূমি, সুরভিত স্নিগ্ধ পরিমলে
করিয়া কানন শূন্য, নীরবে ফুটিয়া
পড়ে যথা পুনর্ব্বার নীরবে ঝরিয়া —

(২)

তুমিও সেরূপ, দেব, আছ লুক্কায়িত
একপ্রান্তে জগতের নীরব মহান্,
অজ্ঞাত, অপরিচিত, লোকনেত্রাতীত,
আপন কর্ত্তব্যে করি নিয়োজিত প্রাণ,
তুমি ও তোমার কার্য্য — উভয় সমান
লোক-চক্ষু-অন্তরালে অজ্ঞাত মহান্।

(৩)

অনন্ত আকাশ নিভ হৃদয় তোমার
উদার, প্রশস্ত, শান্ত, কালিমাবর্জ্জিত,
পবিত্র জীবন, প্রাণ স্নেহ-পারাবার,
কি গরীমা, কি গৌরব মহিমামণ্ডিত।
স্নিগ্ধ দয়া-প্রস্রবণ, করুণা-নির্ঝর,
জগতে অতুলনীয় তোমার অন্তর।

(৪)

জীবনের ব্রত তব — মঙ্গল-সাধন,
স্বহস্তে রোপিয়া বৃক্ষ ফলপুষ্পভারে
করিতেছ সুশোভিত, মানসমোহন,
ইহাপেক্ষা উচ্চ কার্য্য কি আছে সংসারে ?
বিমল জ্ঞানের রশ্মি করিয়া অর্পণ
করিতেছ কত শত জীবন গঠন।

(৫)

আপনার স্বাস্থ্য-সুখ-জীবন-প্রদানে
করিতেছ দিবানিশি কর্ত্তব্য সাধন,
নীরবে অক্লান্ত দেহে করি একমনে
জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রত উদ্‌যাপন।
করিতে জীবন সৃষ্টি আপন জীবন
করিতেছ হাসিমুখে অক্লেশে অর্পণ।

(৬)

কোমল অন্তর তব পূর্ণ করুণায়,
হেরিয়া পরের দুঃখ বিগলিত প্রাণ,
কর শান্ত দুঃখী আর্ত্তে করুণা-ধারায়,
করিয়া বিপন্ন জনে স্নেহবারিদান,
ব্যথিতের ব্যথা, দেব, করি দূরীভূত
করিতেছ শুষ্ক প্রাণে অমিয় সিঞ্চিত।

(৭)

মাতৃহীণ, নিরাশ্রয়, এ দীন বালকে
দয়ার্দ্র হৃদয়ে করি আশ্রয় প্রদান,
সহস্র অভাব হ'তে যদ্যপি তাহাকে
না রক্ষিতে অসময়ে করি স্নেহ দান,
না জানি তা হলে, হায়, হইত কখন
এ সংসার-মরুভূমে শুষ্ক এ জীবন।

(৮)

পুত্রের অধিক করি স্নেহ দয়া দান
অকৃত্রিম, করিয়াছ সযত্নে পালন,
ক্ষুদ্র আমি শক্তিহীণ, তার প্রতিদান
অসম্ভব পক্ষে মম, যদ্যপি জীবন
করি দান, তবু এই স্নেহঋণভার
পারিব না এ জীবনে শোধিতে আমার।

(৯)

দরিদ্রতা-দাবানল হ'তে যে কানন
রাখিয়াছ করুণার সলিল-সেচনে,
স্বহস্তে যে বৃক্ষ তব করিয়া রোপন
করেছ বৰ্দ্ধিত জ্ঞান-আলোক-প্রদানে,
সে কানন, সেই বৃক্ষজাত এ কুসুম
ক্ষুদ্র, শুষ্ক, সৌন্দর্য্য ও সৌরভবিহীন।

(১০)

তোমার কুসুম তব চরণে অর্পণ
করিতেছি অশ্রুসিক্ত, কিবা আছে আর?
এ প্রার্থনা — ভগবান, সুদীর্ঘ জীবন
সুখময়, শান্তিময়, করুন তোমার
তোমার আদর্শ প্রাণে করিয়া ধারণ
কর আশীর্ব্বাদ — যেন যায় এ জীবন।

প্রণত

চট্টগ্রাম, ১লা শ্রাবণ, ১৩২৫ সন।

আপনার স্নেহের
সুরেশ

নিবেদন

'পাণিপথ' ঐতিহাসিক কাব্য। কিন্তু, ইহাতে ইতিহাসের মর্য্যাদা সর্ব্বাংশে রক্ষিত হয় নাই। ঘটনাবৈচিত্র্যবিধান ও কাব্যের উৎকর্ষসাধনার্থ দু-একটি স্থানে ইতিহাসকে বিশেষভাবে অতিক্রম করা হইয়াছে। সময়াভাবে মুদ্রাদোষও সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত হয় নাই। আশা করি, সহৃদয় পাঠকবর্গ, অনুগ্রহপূর্ব্বক নবীন গ্রন্থকারের এই দ্বিবিধ ত্রুটি — বিরক্তিজনক হইলেও — মার্জ্জনা করিবেন।

পাণিপথ

প্রথম সর্গ

দিল্লী — ইব্রাহিমের বিলাসভবন।

(১)

শারদ-পূর্ণিমা-শশী স্নিগ্ধ নিরমল
তাপিত ধরণীবক্ষে করি বরিষণ
শান্তির পীযূষধারা মধুর শীতল
ধীরে ধীরে নভোপ্রান্তে মুদিল নয়ন।
রজতচন্দ্রিকারাশি করি নির্ব্বাপিত
অভ্র-অন্তরালে শশী হ'লো অস্তমিত।

(২)

নির্ম্মলকিরণরশ্মিকরসঞ্চালনে
অন্ধকারযবনিকা করি উন্মোচন, —

সূক্ষ্মকুহেলিকা-অবগুণ্ঠনান্তরালে
নবপরিনীতা মুগ্ধা কামিনী যেমন—
ফুটিল উষার লজ্জারঞ্জিত-আনন,
অধরে মধুর হাসি বিশ্ববিমোহন।

(৩)

পাষাণনির্ম্মিতউচ্চপ্রাচীরবেষ্টিত
ওই দূরে শোভিতেছে দিল্লী — রাজধানী
ভারতের, কৌরবের স্বপ্নে পরিণত
লীলাক্ষেত্র, ধরি বক্ষে গৌরবকাহিনী
কত শত অতীতের, নীরব স্তম্ভিত,
কত রাজবংশপদচিহ্নকলঙ্কিত।

(৪)

ভারতের রঙ্গালয় পাঠানভবনে
কল্পনে, বারেক চল, পশি ধীরে ধীরে,
দেখি আজি জীবনের কি অঙ্ক সেথানে
হইতেছে অভিনীত, যবনের করে—
পাঠানের তুলিকায় কি ছবি অদ্ভুত
ভারত-অদৃষ্টপটে হতেছে অঙ্কিত!

(৫)

একি দৃশ্য হেরি আজি পাঠানভবনে?
কি উৎসবে উচ্ছ্বসিত সম্রাট-আলয়?

সুমধুর বাদ্যধ্বনি পশিছে শ্রবণে
কি অজ্ঞাত ভাবে করি আকুল হৃদয়,
নারীকণ্ঠবিনিঃসৃত মধুর সঙ্গীত
থাকিয়া থাকিয়া সেথা হতেছে উত্থিত।

(৬)

স্বর্ণসিংহাসনে বসি দিল্লী-অধীশ্বর
ইব্রাহিম, চারিদিকে করিয়া বেষ্টন
উপবিষ্ট সভাসদ, বেষ্টি হিমকর
ক্ষীণরশ্মি তারাদল শোভিত যেমন,
রাজার কামনাযজ্ঞে আহুতিপ্রদান
করিতে আসীন যত হোত্রী মতিমান।

(৭)

নিন্দি রূপে সুরবালা ত্রিদিববাসিনী
শোভিছে সম্রাটে বেষ্টি নর্ত্তকীনিচয়,
শোভে যথা বেষ্টি তরু মৃদুমৃদুহাসিনী
ফুল্ল ফুলরাশি সুধাপূরিতহৃদয়,
পূর্ণ-আলোকিত গৃহ ক্ষণপ্রভাপ্রায়
উচ্ছ্বসিত যৌবনের উজ্জ্বল প্রভায়।

(৮)

প্রফুল্লকুসুমদামখচিত কবরী
বেষ্টি শিরে শোভে দীপ্ত মণিময় হার

কাহার, কাহার পুনঃ শীর্ষ পরিহরি
লুণ্ঠিত চরণতলে দীর্ঘকেশভার,
শোভে — যথা অলিস্পৃষ্ট প্রফুল্ল কমল,
আগুল্‌ফলম্বিত বেণী চুম্বি পদতল।

(৯)

ললিত কোমল গৌর অঙ্গ সুকুমার
বেষ্টি শোভে বহুমূল্য হেম-আভরণ,
সুবর্ণ কুণ্ডল কর্ণে, কণ্ঠে স্বর্ণহার,
সীমন্তে কনকতারা, প্রকোষ্ঠে কঙ্কন,
ক্ষীণকটি বেষ্টি শোভে মেখলা মোহন,
শোভিছে নূপুর যুগ্ম বেষ্টিয়া চরণ।

(১০)

চপলা চমকে অঙ্গে ধাঁধিয়া নয়ন,
বর্ষাবিপ্লাবিতকূলকল্লোলিনীপ্রায়
পূর্ণপ্রস্ফুটিত মত্ত মধুর যৌবন
তরঙ্গে তরঙ্গে খেলে বেষ্টি সর্ব্বকায়,
স্বর্ণসিংহাসনে বসি দিল্লী-অধীশ্বর
স্বপ্ন-অভিভূত, মুগ্ধ, আকুল-অন্তর।

(১১)

মৃতসঞ্জীবনীসুধা তীব্র মদিরায়
ধীরে ধীরে স্বর্ণপাত্র করিয়া পুরিত,

পার্শ্ব-অনুচর এক আজ্ঞা-প্রতীক্ষায়
সম্রাটের পুরোভাগে করিল স্থাপিত।
মোহনিমীলিতনেত্র করি উন্মীলন
সম্রাট মদিরাপাত্র করিলা গ্রহণ।

(১২)

রাজপ্রদর্শিত উচ্চ আদর্শ মোহন
রাজভক্ত সভ্য, নারী রাজগতপ্রাণ,
নিমেষে করিয়া সবে পূর্ণানুকরণ
করিলেন রাজভক্তিপরিচয় দান;
উজ্জ্বলমদিরাপূর্ণ পাত্র হেমময়
করিল নিমেষে মত্ত আকুল হৃদয়।

(১৩)

সহসা উঠিল গৃহ করিয়া প্লাবিত
সুমধুর বাদ্যধ্বনি মোহিয়া শ্রবণ,
সুরা-অভিভূতপ্রাণ করি বিমোহিত
উঠিল মুরজযন্ত্রে মধুর নিস্বন,
মিশি বাদ্যধ্বনিসনে নূপুরশিঞ্জন
করিল কি সম্রাটের আকুলিত মন?

(১৪)

রূপসী নর্ত্তকীবৃন্দ যৌবনের ভারে
নিপীড়িতদেহলতা করি সঞ্চালিত,

করিতেছে সুরামুগ্ধ সম্রাট-অন্তরে
উদ্দামলালসাপূর্ণ কাম উদ্দীপিত,
সম্মিলিতবাদ্যধ্বনি করি নিমজ্জিত
উঠিল রমনীকণ্ঠে মধুর সঙ্গীত।

(১৫)

কি মধুর কণ্ঠধ্বনি নিস্তব্ধ ভবন
করি নিনাদিত শূন্যে যেতেছে ভাসিয়া,
কি মধুর তালে তালে পদসঞ্চালন
করিতেছে সম্রাটের আকুলিত হিয়া ;
কি সঙ্গীত, কি নর্ত্তন, কিবা বাদ্যধ্বনি,
রমনীযৌবনসুরা বিশ্ববিজয়িনী !

(১৬)

প্রতি পদক্ষেপে, প্রতি অঙ্গসঞ্চালনে,
উঠিছে কি যৌবনের উন্মত্ত উচ্ছ্বাস,
কি তীব্র আবেগপূর্ণ কটাক্ষ নয়নে
করিতেছে মাঝে মাঝে বিজলীপ্রকাশ,
কি মধুর হাসি সুরারঞ্জিত-অধরে,
কি উজ্জ্বল সুরাপাত্র শোভিতেছে করে !

(১৭)

মদিরাক্ত নেত্রে তীক্ষ্ণ কটাক্ষ বিলোল
উন্মত্তকামনাময় সম্রাট-হৃদয়ে

প্রথম সর্গ

ছানি, করে স্বর্ণপাত্রে অমৃত তরল
করি পান প্রাণমনউত্তেজনাশয়ে,
শ্রেষ্ঠ নর্ত্তকীর কণ্ঠে উঠিল সঙ্গীত
মধুর পঞ্চমে, গৃহ করি উচ্ছ্বসিত।

গীত

(১)

কোথা যাও বৃথা সুখ-অন্বেষণে?
এ জগতে কোথা সুখের আলয়
পাবে, ভ্রান্ত নর, অন্ধ পথশ্রান্ত,
বিনে প্রেমপূর্ণ নারী-হৃদয়?
রমনীর প্রেমবারি সুশীতল,
আকণ্ঠ পূরিয়া করিলে পান,
প্রাণের আকুল তৃষ্ণা হুতাশন
চিরতরে তব হবে নির্ব্বাণ।

(২)

কোথা যাও, পান্থ, দাঁড়াও বারেক
রমনীর প্রেমতরুছায়াতলে,
দূরে যাবে ক্লান্তি, দীর্ঘপথশ্রম,
নারীপ্রেমস্নিগ্ধমলয়ানিলে;
রমনীর স্নিগ্ধ প্রেমপারাবারে
বারেক, পথিক, করিলে স্নান,

শতবর্ষব্যাপীপর্য্যটনক্লিষ্ট
জুড়াইবে দেহ, জুড়াবে প্রাণ।

(৩)

রমনীর প্রেম—অমৃত মধুর,
পান কর যদি এক বিন্দু তার,
শত বৎসরের তৃষ্ণা, ক্ষুধা, সাধ,
ঘুচিবে নিমেষে, পান্থ, তোমার।
কোথা যাও বৃথা সুখ-অন্বেষণে?
এ জগৎ মরু বালুকাময়,
রমনীর প্রেম বিশ্বমরুভূমে
একমাত্র সুখ-শান্তি-আলয়।

(৪)

এহেন সুখের, শান্তির আলয়,
হা ধিক! তোমরা করি বিসর্জ্জন,
কি ফল লভিবে তপ্তবালিপূর্ণ
মরুভূমে নীর করি অন্বেষণ?
হৃদয়-অনল দ্বিগুণ বর্দ্ধিত
হবে, হেরি তপ্ত বালুকারাশি,
হৃদয়ের তৃষ্ণা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত
হবে, হেরি দূরে মরীচিকা-হাসি।

(৫)

কোথা যাও বৃথা সুখ-অন্বেষণে ?
উন্মাদের ন্যায় সারা ভুবন
অন্ধ তুমি, হায়, করি পর্য্যটন
এতটুকু সুখ পাবে কখন ?
বৃথা শ্রম তব, বৃথা পর্য্যটন,
বৃথা তব সুখ-শান্তি-অন্বেষণ,
যাহা চাও তুমি, নহে তাহা দূরে,
দেখ একবার মেলি নয়ন।

(৬)

মূর্খ তুমি, তাই তৃষ্ণায় আকুল,
ওই হের দূরে মধুপগণ
কি এক আনন্দে, কি এক উল্লাসে,
পুষ্পে পুষ্পে মধু করে আহরণ !
সদ্য-প্রস্ফুটিত কুসুমকোরক
মধুর স্নিগ্ধ অমিয়-ভরা,
কর নিপীড়িত, পাবে তীব্র সুধা,
চিত্ততৃপ্তিকর পীযুষধারা।

(৭)

সংসার দুর্গম গহন কানন
তীক্ষ্ণ জ্বালাপূর্ণ কণ্টকময়,

হেথা যদি, পান্থ, কর বিচরণ
কণ্টকবিক্ষত হবে পদদ্বয়।
আশা যদি তব কুসুমচয়নে
ফুল্ল সুরভিত, পূর্ণবিকশিত,
পূরিবে না আশা, বিনিময়ে তব
হবে কর শুধু কণ্টকক্ষত।

(৮)

রমনীর বক্ষ কুসুমশয়ন,
কোমল, পেলব, উন্নত, মধুর,
সুধাপূর্ণ যুগ্ম কুসুমস্তবকে
মন্মথের শয্যা রচিত সুন্দর,
হেথা, পান্থ, তৃষ্ণা-পথশ্রমক্লান্ত,
বারেক যদ্যপি কর শয়ন,
শতবর্ষব্যাপীপর্য্যটনক্লেশ
ভুলিবে, হেরিবে সুখ-স্বপন!

(১৮)

থামিল সঙ্গীত, স্তব্ধ নীরব গায়ক,
থামিল মুরজ, বীণা, বাঁশরী, সেতার,
খুলিয়া অঙ্গুলি হ'তে স্বর্ণাঙ্গুরীয়ক
সম্রাট আপন হস্তে দিল উপহার।

পরিপূর্ণ পাত্রে তীব্র মদিরা উজ্জ্বল
জ্বালিল হৃদয়ে পুনঃ বাসনা-অনল।

(১৯)

রমনীর রূপসুরা তীব্র সুরাসনে
প্রদীপ্ত অনলে যথা ঘৃতের আহুতি —
জ্বালিল আকাঙ্ক্ষানল সম্রাটের প্রাণে,
সুরা-অভিভূতচিত্ত দিল্লী-অধিপতি,
রাজার ইঙ্গিতে মুগ্ধ গায়ক অপর
ধরিল সঙ্গীত, সুরাশ্লথ কণ্ঠস্বর।

গীত।

(১)

ঢাল সুরা, ঢাল, ঢাল পুনর্ব্বার,
আকণ্ঠ পুরিয়া করিব পান,
রমনীর রূপ-সুধা সুশীতল
জুড়াবে হৃদয়, জুড়াবে প্রাণ;
ঢাল সুরা, ঢাল অমৃত তরল,
পূর্ণ করি পাত্র ঢাল আরবার,
উঠুক উচ্ছ্বাসি তীব্র ফেণপুঞ্জ
তরঙ্গিত মত্ত যৌবন বাহার!

(২)

কোথা যাও, প্রিয়ে, দাঁড়াও বারেক,
তীব্র রূপসুধা করিয়া পান
হৃদয়ের মম দৈন্য অবসাদ
চিরতরে আজি হোক অবসান;
প্রিয়ে, তব তীক্ষ্ণ কটাক্ষ বিলোল
হৃদয়ের মম গূঢ়তম স্তরে
করিয়াছে কিবা তরঙ্গসৃজন —
জ্বালিয়াছে কিবা তীব্র অনল!

(৩)

ঢাল সুরা, ঢাল পূর্ণ করি পাত্র,
হৃদয়-অনল হোক নির্ব্বাপিত,
করি উচ্ছ্বসিত রূপসুধাপান
হৃদয়ের জ্বালা হোক বিদূরিত;
ঘুচুক আলস্য, দৈন্য, অবসাদ,
মৃতদেহে প্রাণ করিতে সঞ্চার
রমনীর রূপ বিনে এ জগতে
সঞ্জীবনীসুধা আছে কি আর?

(৪)

রমনীর রূপযৌবনতরঙ্গ —
কে বলে জগতে তীব্র হলাহল,

যে বলে সে মুর্খ, অসভ্য বর্ব্বর,
রমনীর রূপ অমৃত তরল।
মৃতদেহে প্রাণ হইবে সঞ্চার
বারেক এ সুধা করিলে পান,
শিরায় শিরায় বহিবে শোণিত
আকুল করিয়া সারাটি প্রাণ !

(৫)

ঢাল সুরা, প্রিয়ে, ঢাল পুনর্ব্বার,
নিপীড়িতনারীযৌবনরসে
কর পূর্ণ পাত্র, করিয়া পান,
হৃদয়ের ক্লান্তি যাক্ দূরে ভেসে ;
হান বক্ষে, প্রিয়ে, কটাক্ষ বিলোল,
হৃদয়পাষাণ হউক চূর্ণিত,
তীব্র প্রেমবারি করি বরিষণ
হৃদয়ের অগ্নি কর নির্ব্বাপিত।

(৬)

জান না কি, প্রিয়ে, কি তৃষ্ণা, কি ক্ষুধা,
হৃদয়ের স্তরে জ্বলিছে ভীষণ,
কি এক অতৃপ্ত অজ্ঞাত আকাঙ্ক্ষা
করিয়াছে প্রাণে মরু-সৃজন,

প্রেমামৃতবিন্দু না করিলে দান
পুড়িবে হৃদয়, পুড়িবে প্রাণ,
এ জীবন হবে চিরদগ্ধীভূত
এ জীবন হবে মহাশ্মশান!

(৭)

চাহিনা সম্পদ, চাহিনা বিভব,
রাজ্য ধন জন যাক্ রসাতল,
রমনীহৃদয় — বিশাল সাম্রাজ্য,
রমনীর প্রেম — ঐশ্বর্য্য অটল,
রমনীর অঙ্ক — স্বর্ণ সিংহাসন,
রমনীর বাহু — বিজয়হার,
রমনীর বক্ষ — অক্ষয় ত্রিদিব,
নন্দন-কানন — হাসি অবলার!

(৮)

ঢাল সুরা, ঢাল পূর্ণ করি পাত্র
মধুর রমনীরূপহলাহল,
ঢাল সুরা, ঢাল উত্তপ্ত মদিরা
নারীরূপ তীব্র অমৃত তরল,
রমনীর উগ্র সৌন্দর্য্য-অনলে
পতঙ্গের ন্যায় দিয়ে ঝম্পদান

হৃদয়ের তীব্র অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা
জনমের মত করি নির্ব্বান!

(১৯)

আর এক পাত্র, প্রেয়সি আমার,
মিটে নাই তৃষ্ণা, মিটেনি সাধ,
আর এক পাত্রপূর্ণ হলাহল —
ঘুচে যাক্ চিরতরে অবসাদ।
মদিরাক্ত নেত্রে কটাক্ষ বিলোল
হান বুকে, প্রিয়ে, আর একবার,
আর এক পাত্রপূর্ণ কালকূট
দেও, প্রিয়ে, হেরি স্বপ্ন অমরার!

(২০)

থামিল সঙ্গীত পুনঃ বেণুবীণারব,
নিশীথসুষুপ্তিমগ্ন শান্ত পল্লীমত
বিলাসভবন শান্ত নিস্তব্ধ নীরব,
সঙ্গীতউচ্ছ্বাসে প্রাণ মুগ্ধ অভিভূত।
ছিল যাহা বাদ্যগীতিরবমুখরিত,
একটি শব্দও সেথা হয় না উত্থিত।

(২১)

সুরা-অভিভূতচিত্ত দিল্লী-অধীশ্বর,
মদিরা-আবেশে অর্দ্ধমুদিতনয়ন,

কি এক অতৃপ্তসুখ-অবশ-অন্তর,
কি এক অজ্ঞাতশক্তি-অবসন্নমন,
দেহপ্রাণউন্মাদিনী তীব্র মদিরায়
খেলিতেছে কি তরঙ্গ শিরায় শিরায়!

(২২)

অর্দ্ধনিমীলিতনেত্রে সম্রাট যখন
দেখে স্বপ্ন অমরায়, সুরবালাগণ
নন্দন-কুসুমে রচি মাল্য সুশোভন
পরাইছে কণ্ঠে ফুল্ল প্রেমনিদর্শন,
"জাঁহাপনা"— সম্বোধন শ্রবণে তখন
পশিল ভাঙ্গিয়া সুখত্রিদিবস্বপন!

(২৩)

মদিরাবিহ্বল আঁখি মেলি ধীরে ধীরে
সম্রাট সম্মুখে তাঁর করে দরশন,
বৃদ্ধ অনুচর এক কৃতাঞ্জলি করে
আছে দাঁড়াইয়া স্তব্ধ আনতবদন।
"কি সংবাদ, মোবারক,"— জিজ্ঞাসে তখন
সম্রাট মদিরাদীপ্তউজ্জ্বলনয়ন।

(২৪)

"জাঁহাপনা"—আরম্ভিলা ধীরে অনুচর —
"কি বলিব, শক্তিহীণ বলিব কেমনে?

ঘুরিয়াছি দ্বারে দ্বারে, কিন্তু রিক্তকর
ফিরিয়াছি অবশেষে অবসন্ন প্রাণে।
সহস্র সুবর্ণমুদ্রা পেয়েছি যেখানে
নাই আজি কপর্দ্দক একটি সেখানে।

(২৫)

বৃথা অর্থ-অন্বেষণ, বৃথা উৎপীড়ন,
দৈন্যক্লিষ্ট প্রজা, দেশ দুর্ভিক্ষজর্জ্জর,
গৃহে গৃহে হাহাকার উঠিছে ভীষণ,
অর্থহীন কোষাগার, নিরন্ন উদর,
গৃহে গৃহে, গ্রামে গ্রামে, দৈন্য অনশন,
করিয়াছে কি ভীষণ অশান্তি সৃজন!

(২৬)

অনাবৃষ্টি — অগ্নিবৃষ্টি দুই সহোদর
জ্বালিয়াছে বিশ্বগ্রাসী যেই দাবানল,
ভস্মে পরিণত দেশ, জলন্ত কঙ্কর
শোভে শস্যবিনিময়ে উজ্জ্বল শ্যামল,
স্বর্ণপ্রসবিনী ভূমি ছিল যেই দেশ,
আজি সেথা মরুভূমি বালিমাত্রশেষ।

(২৭)

অর্থাভাব, অন্নাভাব, নৈরাশ্য ভীষণ,
করিয়াছে দগ্ধীভূত প্রজাবৃন্দপ্রাণ,

মহামারী, অনশন, দুর্ভিক্ষপীড়ন,
সৃজিয়াছে দেশব্যাপী ভীষণ শ্মশান,
মরুভূমে নীর তবু সম্ভব এখন,
অসম্ভব কিন্তু দেশে অর্থ-অন্বেষণ।"

(২৮)

থামিলা সভয়ে ভৃত্য, চেয়ে ধরাপানে
নীরব আনতমুখ, কম্পিতশরীর,
রোষকষায়িত সুরা-আরক্তনয়নে
বজ্রকণ্ঠে চেয়ে ভৃত্যপানে নতশির
কহিলা সম্রাট—"একি করিনু শ্রবণ
অসম্ভব প্রজাগৃহে অর্থ-অন্বেষণ!

(২৯)

দিল্লীশ্বর ইব্রাহিম যেদিন যখন
করিয়াছে যেই কার্য্য করিতে মনন,
হন নাই এ জীবনে বিফল কখন,
হলে কি সে সব কথা আজি বিস্মরণ?
শত অসম্ভব পূর্ব্বে করি সম্ভাবিত
আজি সম্ভবের হস্তে হব পরাজিত!

(৩০)

ভাবিওনা ইব্রাহিম নির্ব্বোধ বালক,
পারিবে কথার ছলে ভুলাইতে তারে,

লক্ষ লক্ষ প্রজাবৃন্দ উপরে শাসক
যেজন, শেখাবে তারে ক্ষুদ্র অনুচরে?
অকৃতকার্য্যতা নিজ করিতে গোপন
করিতেছ দেশব্যাপী দারিদ্র্যঘোষণ।"

(৩১)

কহিয়া এতেক ক্রুদ্ধ দিল্লী-অধীশ্বর
সুবর্ণ মদিরাপাত্র করিলা গ্রহণ,
মৃদুবিকম্পিত করে ভীত অনুচর
ঢালিলা মদিরা তীব্র উজ্জ্বল মোহন,
শূন্য সুরাপাত্র ভৃত্যে করিয়া অর্পন
আরম্ভিলা পুনঃ নৃপ আরক্ত-নয়ন —

(৩২)

"শুন, মোবারক, মম অর্থপ্রয়োজন
সবিশেষ, ছলে বলে, অথবা কৌশলে,
সহস্র সুবর্ণমুদ্রা — নহে তার ন্যূন —
সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে, কিম্বা সন্ধ্যার প্রাক্কালে
না পাই যদ্যপি, তবে জানিবে — অটল
ইব্রাহিমক্রোধ — তব হবে অমঙ্গল।

(৩৩)

আরো শুন, অর্থদানে হবে যেইজন
অস্বীকৃত, করিবে যে তোমা প্রত্যাখ্যান,

আজ্ঞা মম — হতভাগ্যে করিয়া বন্ধন
কারাগারে রক্ষীকরে করিবে প্রদান।
আমি তার সমুচিত করিব বিচার,
ইব্রাহিমকরে তার হবে প্রতিকার।"

(৩৪)

"জাঁহাপনা" — আরম্ভিলা ধীরে অনুচর
চাহিয়া আনত মুখে ধরাতলপানে,
ভয়বিকাম্পিত মৃদু ক্ষীণকণ্ঠস্বর,
ভাবী নৈরাশ্যের ছায়াআকুলিতপ্রাণে —
"জাঁহাপনা, — গোলামের এই নিবেদন —
শত অপরাধ তার করিবে মার্জ্জন।

(৩৫)

এ অধম ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অনুচর,
দিল্লীশ্বরক্রোধযোগ্য নহে এইজন,
দয়া যাঁর ভৃত্যোপরি খ্যাত চরাচর —
আজি তাঁর ক্রোধ, প্রভু, সম্ভব কখন?
মার্জ্জনীয় অপরাধ সহস্র আমার
দিল্লীশ্বরপদে ক্ষমাদয়াপারাবার।

(৩৬)

শিরোধার্য্য আজ্ঞা তব, জীবনপ্রদানে
এ দাস আদেশ তব করিবে পালন,

নতুবা — ক্ষমিও দাসে — অম্লান বদনে
ওই পদতলে শির দিব বিসর্জ্জন।
প্রভু-আজ্ঞাসম্পাদনে এ দাস কখন
হবে না শিথিলযত্ন থাকিতে জীবন।

(৩৭)

হতে পারি — স্পর্দ্ধা, প্রভু, ক্ষমিও দাসের —
অন্য শত অপরাধে অপরাধী আমি,
'নিমকহারাম' এই ছায়া কলঙ্কের
না স্পর্শিতে দেহ, শির আলিঙ্গিবে ভূমি।
'নিমকহারাম' এই কলঙ্ক ভীষণ
জীবন থাকিতে নাহি স্পর্শিবে জীবন।

(৩৮)

ষষ্টিবর্ষব্যাপী দাস রত এই কাজে,
এই কার্য্যে পক্ক কেশ, স্খলিত দশন,
তব পিতাপিতামহে তব রাজসাজে
দেখেছি শোভিতে এই হেম সিংহাসন,
যখন যে কার্য্য দাসে হয়েছে অর্পিত,
হইয়াছি চিরদিন পূর্ণমনোরথ।

(৩৯)

আজি জীবনের এই অন্তিম সময়ে
কার্য্যাক্ষম-অপবাদ ঘটে যদি, হায়,

কি ফল রাখিয়া প্রাণ? কলঙ্কআশয়ে
রাখিব কি কলঙ্কিত জীবন ধরায়?
কলঙ্ক সহিত, প্রভু, কলঙ্কিত প্রাণ
দিব অই সিংহাসনতলে বলিদান।

(৪০)

হয় নাই বিন্দুমাত্র অবহেলা ত্রুটি,
অর্থ-অন্বেষণে, প্রভু, আছে বিদ্যমান —
অর্থ-আশে ঘুরেছি যে সাম্রাজ্য সারাটি
দেশ-দেশান্তরে — তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ;
অর্থদান-অনিচ্ছুক বন্দী প্রজাগণ,
জিজ্ঞাসিলে সবিশেষ জানিবে এখন।"

(৪১)

কহি এত অনুচর থামিলা যখন
মিথ্যাঅপবাদঘৃণাকুঞ্চিতআনন,
অবরুদ্ধ-রোষভরে গর্জ্জিয়া তখন
উঠিলা নৃপতি ক্রোধপ্রদীপ্তনয়ন —
"দিল্লীশ্বর-আজ্ঞা লঙ্ঘে সাহস এমন
আছে যার, ইচ্ছা তারে করি দরশন।"

(৪২)

ইঙ্গিতে প্রহরীগণ ছুটিয়া তখন
কারারুদ্ধ বন্দীগণে আনিল তথায়,

নৈরাশ্যপীড়িত ভয়বিশুষ্ক-আনন,
রুক্ষকেশ, অনাহারক্লিষ্ট শীর্ণকায়,
কঙ্কালশরীর, ম্লাননিষ্প্রভনয়ন,
দারিদ্র্য — মানবমূর্ত্তি করিয়া ধারণ !

(৪৩)

হেরি বন্দিগণে নৃপ উঠিল গর্জ্জিয়া —
"দিল্লীশ্বর-আজ্ঞা লঙ্ঘি এখনো জীবিত
যেইজন, নাহি উঠে কাঁপি যার হিয়া,
বুঝিতেছি আজি তার মৃত্যু আকাঙ্ক্ষিত,
স্বহস্তে চরণে করি কুঠারপ্রহার
যেজন যাচিবে মৃত্যু, রক্ষা নাই তার ।"

(৪৪)

প্রথমবন্দী — জাঁহাপনা, ইচ্ছাকৃত নহে অপরাধ,
দিল্লীশ্বরসনে করি স্বেচ্ছায় বিরোধ
ঘটাইতে সাধ যার আপন প্রমাদ,
নিশ্চয় সেজন হবে উন্মত্ত নির্ব্বোধ,
খাল কেটে কুম্ভীরের করি আনয়ন
কে চাহে আপন ধ্বংশ করিতে সাধন ?

(৪৫)

দেশে দেশে প্রজ্বলিত দুর্ভিক্ষ-অনল
যে ভীষণ, সে অনলে দগ্ধ প্রজাপ্রাণ,

শত পরিশ্রমে ক্ষেত্রে জন্মেনা ফসল,
পারিনা উদরে অন্ন করিতে প্রদান,
পুত্র-পরিবার সহ সহি যে যন্ত্রণা
বর্ণিতে সে সব শক্তি নাই, জাঁহাপনা।

(৪৬)

ইব্রাহিম — বিশ্বগ্রাসী দাবানল জ্বলিয়া ভীষণ
সমগ্র জগত যদি করে ভস্মীভূত,
কি দুঃখ তাহাতে ? তবু দিল্লীসিংহাসন
সগর্ব্বে ধরণীবক্ষে রবে বিরাজিত,
প্রজাদের অনাহারে রাজার কখন
একটি কণ্টকবিদ্ধ হয় কি চরণ ?

(৪৭)

বুঝিয়াছি সবিশেষ, ভাবিয়াছ মনে
ইব্রাহিম জ্ঞানহীন নির্ব্বোধ বালক,
ভুলাইবে তারে শুধু মুখের বচনে,
এত অর্ব্বাচীণ নহে দিল্লীর শাসক,
চাহি শত স্বর্ণমুদ্রা — নতুবা নিশ্চয়
শত বেত্রাঘাত পাবে তার বিনিময়।

(৪৮)

কি সংবাদ তব ?

দ্বিতীয়বন্দী — প্রভু, কি বলিব, হায় ?

অনাহারে ক্লিষ্ট আজি দুইটি দিবস,
অন্নাভাবে একমাত্র শিশু মৃতপ্রায়,
যা কিছু সম্বল ছিল করিয়াছি শেষ,
কি আছে, কি দিব, প্রভু, দিলে ক্ষীণ প্রাণ
হয় যদি কার্য্যসিদ্ধি করিব প্রদান।

(৪৯)

ইব্রাহিম — ইব্রাহিম ভুলিবার নয় এ কথায়,
শতবর্ষ অনাহারে থাকিলেও তবু
রাজার রাজস্ব যদি না কর আদায়,
মনে রেখো, পরিত্রাণ পাইবে না কভু ;
সপ্তশত রৌপ্যমুদ্রা — সপ্তাহ সময়,
উদ্বন্ধনে মৃত্যু কিম্বা জানিবে নিশ্চয়।

(৫০)

কি সংবাদ তব, শুনি ?

তৃতীয়বন্দী — কি বলিব, প্রভু ?
বর্ণিবারে নাই শক্তি অসহ্য যন্ত্রণা,
গৃহে গৃহে, দ্বারে দ্বারে, ভিক্ষা করি তবু
না পাইনু মুষ্টিমেয়, হায়, শস্যকণা,
অর্থাভাব — অন্নাভাব — সঙ্গে মহামারী
সৃজিয়াছে কি অশান্তি, হায়, তদুপরি !

(৫১)

অন্নক্লিষ্ট — রোগক্লিষ্ট পুত্র পরিবার
একে একে মৃত্যুমুখে হইল পতিত,
বেঁচে আছি একমাত্র আমি, অভাগার
কঠিন জীবন, প্রাণ পাষাণে সৃজিত,
পত্রপুষ্পহীন বৃক্ষ আছি দাঁড়াইয়া
বিধাতার রোষবহ্নি মস্তকে ধরিয়া ?

(৫২)

ইব্রাহিম — বিধাতার রোষাপেক্ষা উগ্র ভয়ঙ্কর
সম্রাটের রোষ, তাহা হ'লে বিস্মরণ ?
বিধাতা রাখেন যাহা দয়ার্দ্র-অন্তর
সম্রাট করিবে তাহা নিমেষে হরণ,
শত স্বর্ণমুদ্রা চয় কর আনয়ন,
নতুবা জানিবে ধ্রুব — শূলে আরোপণ।

(৫৩)

কি সংবাদ তব শুনি কাফের পামর ?
চতুর্থবন্দী — কাফের যদিও মোরা তবু ধর্ম্মভয়
প্রতিরক্তবিন্দুমাঝে জাগে নিরন্তর,
অত্যাচারক্লিষ্ট তবু মোদের হৃদয়
নহে দয়ালেশহীন, শত নির্য্যাতন
পারে নাই দয়াবৃত্তি করিতে শোষণ।

(৫৪)

অর্থক্লেশ, অন্নক্লেশ, তাহার উপর
করভারপ্রপীড়িত, হিন্দু মুসলমান
দুইজাতি, দুইধর্ম্ম, দ্বন্দ্ব নিরন্তর,
তথাপি অভাগাদের নাই পরিত্রাণ,
আছে কি সম্বল, প্রভু, করিব প্রদান,
বিনে শেষ রক্তবিন্দু শুষ্ক শূন্য প্রাণ?

(৫৫)

ইব্রাহিম — যতদিন রবে সেই রক্তবিন্দু শেষ,
যতদিন রবে সেই শুষ্ক শূন্য প্রাণ,
ততদিন এই ক্লেশ বিধাতৃ-আদেশ,
ততদিন রাজাদেশ — এ শুল্ক প্রদান,
শত স্বর্ণমুদ্রা — অস্ত রজনী সময়,
নতুবা যবন-ধর্ম্মে দীক্ষা সুনিশ্চয়।

(৫৬)

কি সংবাদ তব?

পঞ্চমবন্দী — প্রভু, কি বলিব আর?
যেই দশা সজীদের, দালেরো তেমতি।

ইব্রাহিম — বটে, তবে অস্ত্র তার হবে প্রতিকার,
সজীদের যেই গতি, তোমারো সে গতি।

চাহি অর্থ শত মুদ্রা সূর্য্যাস্ত সময়,
নতুবা জ্বলিবে গৃহে অনল নিশ্চয়।

(৫৭)

তোমার সংবাদ কিবা?

ষষ্ঠ বন্দী — সংবাদ আমার
একরূপ, পতিপত্নী পুত্রকন্যা সনে
গতকল্য হ'তে সবে আছি অনাহার,
এতাধিক বলিবার কি আছে, কেমনে
বর্ণিব অশেষ দুঃখ, ক্লেশ অগণন,
হয় কি হৃদয়ব্যথা ভাষায় জ্ঞাপন?

(৫৮)

ইব্রাহিম — এক কথা সকলের, মনে হয় যেন
এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত সকল পামর,
ইব্রাহিম জ্ঞানহীন মূর্খ নহে হেন
ভুলিবে কথার ছলে আপাতমধুর;
শত স্বর্ণমুদ্রা — এক দিবস সময়,
দাসত্ব সপরিবারে নতুবা নিশ্চয়।

(৫৯)

কি সংবাদ তব, বৃদ্ধ?

সপ্তম বন্দী — কি বলিব, প্রভু?
এ বালক, এই শিশু, দাস এই আর,

করিয়া সলিল পান বেঁচে আছি তবু,
দিনান্তেও এক মুষ্টি জুটেনা আহার,
চেয়ে এই শিশুপানে কৃপাবারিদান
কর, প্রভু, কিম্বা নেও এ ঘৃণিত প্রাণ।

(৬০)

ইব্রাহিম — সাবধান, নহে এই দয়ার সময়,
রাজার অন্তরে যদি করুণার স্রোতঃ
ভাসায়ে কর্ত্তব্যজ্ঞান, ন্যায়ধর্ম্মভয়,
বহে, তবে রাজকার্য্য হবে না সাধিত,
চাহি স্বর্ণ শতমুদ্রা সূর্য্যাস্তের কালে,
নতুবা শিশুর প্রাণ হস্তীপদতলে।

(৬১)

কি সংবাদ —" হেন কালে করিলা প্রবেশ
সেনাপতি দিলীরখাঁ, কার্য্য গুরুতর
বুঝি সভাভঙ্গ তরে করিয়া আদেশ
সেনাপতি সনে ত্বরা জষ্ট দিল্লীশ্বর
প্রবেশ করিয়া গুপ্তমন্ত্রনাভবনে
"কি সংবাদ?" — জিজ্ঞাসিলা উৎসুক নয়নে।

(৬২)

সেনাপতি — জাঁহাপনা, এই মাত্র পঞ্জাব হইতে
আসিয়াছে ফিরি দূত, কিন্তু কুসংবাদ

আশাঅনুরূপ তব পারেনি আনিতে,
যদিও চেষ্টায় ত্রুটি হয়নি নিশ্চিত।

সম্রাট — সেনাপতি, সবিশেষ কহ বিস্তারিত
পঞ্জাব হইতে দূত কেন প্রত্যাখ্যাত?

(৬৩)

সেনাপতি— জাঁহাপনা, দূতসনে রাজনামাঙ্কিত
দৌলৎখাঁ সমীপে পত্র করিনু প্রেরণ,
রাজ-অভিপ্রায় তথা ছিল উল্লিখিত
স্পষ্টরূপে, অসম্ভব অন্যথা মনন,—
'লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা যদি না হয় প্রেরিত
জানিবে সমরানল হবে প্রজ্বলিত।'

(৬৪)

অর্থ সংগ্রহের ভাণে রাখি সপ্ত দিন
অষ্টম দিবসে দূতে করিলা বিদায়
কহি—'রাজকোষাগার কপর্দ্দকহীন,
আদেশপালনে তাঁর না দেখি উপায়,
সপ্তদিনব্যাপী চেষ্টা করি অবিরত
পারি নাই সপ্ত মুদ্রা করিতে সঞ্চিত।'

(৬৫)

দিল্লীশ্বরে এ সংবাদ করিও জ্ঞাপন—
অর্থাভাবক্লিষ্ট পঞ্চনদ-অধীশ্বর

সাতিশয়, লক্ষমুদ্রা করিলে প্রেরণ
উপকৃত হইবেন পঞ্জাব-ঈশ্বর।"
স্তম্ভিত শুনিয়া বার্ত্তা দিল্লী-অধীশ্বর,
বসিয়া মূরতি যেন নিশ্চল প্রস্তর!

(৬৬)

সহসা উঠিলা গর্জ্জি জ্বলন্ত নয়ন—
"কি সাহস, কি আস্পর্দ্ধা, কিবা অহঙ্কার,
গজেন্দ্রের তুলনায় মক্ষিকা যেমন,
নহে কি পঞ্জাব দিল্লীতুলনায় ছার?
কিসে তবে এ আস্পর্দ্ধা, এই অভিমান?
পঞ্জাবেশ, সমুচিত পাবে প্রতিদান।

(৬৭)

ফণিশিরে পদক্ষেপ মৃত্যুর কারণ—
এ কথা কি দৌলৎখাঁ হলেন বিস্মৃত,
অথবা কি হইলেন আজি বিস্মরণ
দিল্লীশ্বর ইব্রাহিম এখনো জীবিত?
দেশব্যাপী যে অনল হবে প্রজ্বলিত
পঞ্চনদনীরে নাহি হবে নির্ব্বাপিত।

(৬৮)

সেনাপতি, মুহূর্ত্তের বিলম্ব না সয়,
কর ত্বরা ভয়াবহ যুদ্ধআয়োজন,

যতদিন অপমানকালিমা দুর্জ্জয়
দৌলৎখাঁর উষ্ণরক্তে না করি ক্ষালন,
ততদিন ইব্রাহিম — জানিও নিশ্চয় —
মর্ম্মান্তিক দুঃখক্লেশে কাটাবে সময়।"

(৬৯)

সেনাপতি— জাঁহাপনা, দূতমুখে যে সব সংবাদ
পাইয়াছি, সমুদয় করিনি জ্ঞাপন,
সহসা করিলে কার্য্য ঘটিবে প্রমাদ,
ভবিষ্যৎ চিন্তা করি কার্য্য নির্দ্ধারণ
করিলে, হবে না শেষে বিপদের ভয়,
নতুবা জানিবে পরাজয় সুনিশ্চয়।

(৭০)

মিবারাধিপতি রাণা সংগ্রাম সহিত
পঞ্জাবের অধীশ্বর বদ্ধ একতায়,
মিবার পঞ্জাব যদি হয় সম্মিলিত,
দিতে হবে জলাঞ্জলি বিজয়আশায়,
হইবে কুফল করি সমরঘোষণ,
বরং উচিত অন্য পন্থানিরূপণ।

(৭১)

শুনিয়াছি দূতমুখে — না হবে অন্যথা —
অসামান্যা রূপবতী, সুরাঙ্গনা জিনি

মনোহরা, পঞ্জাবের শাসকদুহিতা,
ত্রিদিববাঞ্ছিত রূপে যেন বিশ্বরাণী,
ছলে, বলে, জাঁহাপনা, অথবা কৌশলে,
উৎসর্গিব নারীরত্ন রাজপদতলে।”

(৭২)

নবীন আশায় পুনঃ সম্রাট-আনন
হইল উজ্জ্বল দুঃখ করি বিদূরিত,
ফুটিল মানসনেত্রে যে ছবি মোহন,
হৃদয়ের সর্ব্বজ্বালা হলো নির্ব্বাপিত,
অপমান-প্রতিহিংসা-কৃষ্ণমেঘদ্বয়
করি বিদূরিত জ্যোৎস্নাপ্রদীপ্ত হৃদয়।

(৭৩)

“সেনাপতি” — আরম্ভিলা দিল্লী-অধিপতি —
“ধন্য তব বুদ্ধিবলে, পন্থা-নিরূপন,
অৰ্দ্ধ-অপমান-দুঃখ-বিমুক্ত-অন্তর,
বিগত অর্দ্ধেক তীব্র হৃদয়-বেদন,
একদিকে নারীরত্ন লভিব যেমন,
অন্যদিকে প্রতিহিংসা-সাধন তেমন।”

দ্বিতীয় সর্গ

পঞ্জাব — দৌলৎখাঁর প্রমোদবন।

নবপরিনীতা কুলবধূকণ্ঠে
শোভে বক্ষাবিলম্বিত
যথা চারু পঞ্চ নীলমণিহার
শান্তজ্যোতির্বিমণ্ডিত,
শোভে তথা পঞ্চ নদ নিরমল
চুম্বি পদ হিমাদ্রির,
প্লাবি সুধাস্রোতেঃ পঞ্চনদভূমি
বহে পঞ্চনদনীর।
হিমানীরচিত হিমাদ্রিমুকুট
অমলধবলকায়,
করি সমুজ্জ্বলহীরকখচিত,
দীপ্ত কোঁহিনুর প্রায়,

দ্বিতীয় সর্গ

ধীরে ধীরে ধীরে হিমাচলশিরে
উদিত কনক রবি—
স্বপ্নমুগ্ধ বিশ্বনয়নসম্মুখে
বিশ্ববিমোহন ছবি!
ফুটিল পূরব নির্মেঘ অম্বরে
প্রভাতের অরুণিমা
সৃজি জলে স্থলে গগনমণ্ডলে
সুধাময়ী মধুরিমা!
ছড়াইয়া শৈলশৃঙ্গে তরঙ্গিত
কনক কিরণরাশি,
পঞ্চনদনীরে ক্ষুদ্র ঊর্মিশিরে
সৃজি সুমধুর হাসি!
বহে পঞ্চ নদ 'কুলুকুলু' স্বরে
চুম্বি হিমাচলপদ
সুদূর অনন্ত সাগরসঙ্গমে
দিবানিশি অবিরত,
গেয়ে প্রেমগীতি, ধরি গলে গলে,
ঢাকি নীলাঞ্চলে মুখ,
যেন পঞ্চ সখী বিরহবিধুরা,
প্রেমউচ্ছ্বসিত বুক!

পাণিপথ

মিশি পঞ্চনদকলধ্বনি সনে
উঠে উৎসবের ধ্বনি
দৌলৎখাঁর রম্য প্রমোদকানন
প্লাবি, বাদ্যরব জিনি।
পঞ্চাবাধিপতি দৌলৎখাঁর
আজি শুভ জন্মদিন,
বহিতেছে তাই উৎসবের স্রোতঃ
করি নিরানন্দ লীন;
ভাসে পুরবাসী আনন্দসাগরে,
আনন্দের কলরব
উঠে গৃহে গৃহে, যেখানে সেখানে,
সুখপূর্ণ অভিনব।
দেশব্যাপী মত্ত আনন্দপ্রবাহে
নিরানন্দদুঃখরাশি
বারিধির নীরে তৃণগুচ্ছ মত
গিয়াছে কোথায় ভাসি!
সুসজ্জিত চিত্রে, পল্লবে, কুসুমে,
নানাবর্ণ পতাকায়,
শোভে রাজধানী যেন সুচিত্রিত
মোহন আলেখ্য প্রায়!

দ্বিতীয় সর্গ

বহে জনস্রোতঃ করি হর্ষধ্বনি,
রাজপথে অবিরত,
কেহ অশ্বে, কেহ গজে সুবিশাল,
দিব্যবস্ত্রসুশোভিত,
পদব্রজে কেহ, কেহ শিবিকায়,
গরীমায় স্মিতমুখ,
সমুন্নত শিরে ধীরপদক্ষেপে
গর্ব্ববীর্য্যস্ফীত বুক!
বিটপীর শাখে পত্র-অন্তরালে
কুসুমস্তবক মত
শোভে বাতায়নে ফুল্ল নারীমুখ
করি গৃহ আলোকিত;
বহিতেছে যেই আমোদের স্রোতঃ
নৃত্যগীতিমদিরায়
পঞ্চাবাধীশ্বর দৌলৎখাঁ স্বয়ং
পূর্ণভাসমান তায়,
উঠে কোন স্থানে সঙ্গীতের ধ্বনি,
কোথা বেণুবীণারব,
বহে সুরাস্রোতঃ কোথা অবিরল
সৃজি সুখস্মৃতি নব।

আজি শুভ জন্মউৎসবের দিনে
কারামুক্ত বন্দিগণ
যাচে যুক্ত করে সম্রাটের তরে
নীরোগ দীর্ঘজীবন।
কোথা রঙ্গালয়ে নাট্য অভিনব
হইতেছে অভিনীত,
স্তব্ধ মুগ্ধচিত্ত দর্শক মণ্ডলী
যেন মূর্ত্তি চিত্রার্পিত!
কোথায় আবার সমরকুশল
বীরগণ সমবেত,
মল্লক্রীড়া, দ্বন্দযুদ্ধ, লক্ষ্যভেদ,
হইতেছে পরীক্ষিত,
অশ্বপৃষ্ঠে, গজপৃষ্ঠে, ভূমিতলে,
রণোন্মত্ত যুযুধান
অসিবর্ষা-সঞ্চালন-নৈপুণ্যের
করে পরিচয় দান,
করধৃত বর্ষা, উষ্ণীষে, কৃপাণে
মধ্যাহ্নের রবিকর
চমকিছে তীব্র বিজলীর প্রায়
কি উজ্জ্বল খরতর!

দ্বিতীয় সর্গ

বিস্ময়ে, পুলকে দর্শকমণ্ডলী
স্তব্ধ রোমাঞ্চিতকায়,
নিষ্পলকনেত্রে আছে দাঁড়াইয়া
পাষাণমূরতিপ্রায়!
স্তব্ধ রঙ্গভূমি শব্দমাত্রহীন,
হয় কদাচিৎ শ্রুত.
হ্রেষাধ্বনি তীব্র, অসির ঝনন,
অশ্বপদধ্বনি দ্রুত;
এইরূপে প্লাবি পঞ্চনদভূমি
পঞ্চনদনীর মত,
একপ্রান্ত হ'তে অন্য প্রান্তব্যাপী
বহে উৎসবের স্রোতঃ।
দৌলৎখাঁর রম্য প্রমোদকাননে
সখিগণপরিবৃতা
ফুলসম রাজকুমারী রূপসী
সখিসনে ক্রীড়ারতা,
সুকোমল চারু পর্য্যঙ্ক উপরি
চারুশয্যা বিরচিত,
তদুপরি নবপুষ্পভারানত
দেহলতা প্রসারিত।

পাণিপথ

ন্যস্ত করভার চারু উপাধানে,
ক্লান্ত শির করতলে,
অবনত দৃষ্টি, ক্রীড়ামগ্ন মন,
শোভে ঘর্ম্মবিন্দু ভালে।
বিলুণ্ঠিত অংসে, পৃষ্ঠে, উপাধানে,
শয্যাতলে প্রসারিত
অলিবিনিন্দিত দীর্ঘকেশভার
তরঙ্গিত সুরভিত।
বিচূর্ণিতকৃষ্ণকুন্তলবেষ্টিত
শোভে ক্ষুদ্রাননখানি
পল্লবান্তরালে প্রফুল্ল গোলাপ
নিভৃত কাননরাণী!
নব বরষার প্লাবনপীড়িতা
ক্ষীণা স্রোতঃস্বিনী মত,
উচ্ছ্বসিত নবযৌবনসুষমা
অঙ্গে অঙ্গে উদ্বেলিত।
চতুষ্কোণ কাষ্ঠফলকে চিত্রিত
পুরোভাগে প্রসারিত
নীল, কৃষ্ণ, পীত, শ্বেত, রক্তবর্ণ,
পঞ্চভাগে সুসজ্জিত

দ্বিতীয় সর্গ

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রীড়াকন্দুক বিংশতি
প্রতিভাগে চতুষ্টয়,
চারি কোণে চারি পুঞ্জ, অন্যবিধ
কেন্দ্রস্থানে শোভাময়,
গাঢ়চিন্তামগ্ন নীরব নিস্পন্দ
কুলসম, সখিদ্বয়,
রত একমনে কন্দুকচালনে ;
শোভে স্নিগ্ধদীপ্তিময়
হীরকখচিত স্বর্ণাঙ্গুরীয়ক
অঙ্গুলিতে মনোহর,
ফণীশিরে মণি যথা সমুজ্জ্বল
কিন্তু তীব্র ভয়ঙ্কর।
করি লক্ষ্য প্রতিদ্বন্দী সখিগণে
কহিলা রাজকুমারী —
যেন বীণাধ্বনি, অথবা ত্রিতন্ত্রী
উঠিল মৃদু ঝঙ্কারি —
"হের, প্রিয়সখি, হের এইবার
ধ্রুব তব পরাজয়।"
"অসম্ভব, রাজকুমারী'—সগর্ব্বে
উত্তরিলা সখিদ্বয়।

আবার নীরবে ক্রীড়া-মগ্নচিত্ত
বাহ্যজ্ঞানবিরহিত,
ইতস্ততঃ স্থিত কন্দুকের প্রতি
দৃষ্টিবদ্ধ অবনত।
ক্ষিপ্রহস্তে ক্ষুদ্র ক্রীড়ণক এক
করি পার্শ্বে সঞ্চালিত
হাসিমুখে সখি কহে — "এইবার
কার জয় সুনিশ্চিত ?"
অবশেষে রাজকুমারী সহাস্যে
মানিলেন পরাজয়,
মুছিলেন নীল অঞ্চলের কোণে
ধীরে ঘর্ম্মবিন্দুচয়,
নিয়ে পার্শ্বস্থিত পুষ্পগুচ্ছ হ'তে
প্রফুল্ল অমিয়াধার
গোলাপ একটি, কহিলেন হাসি—
"লও, সখি, উপহার।"
প্রসারিত ক্লান্ত দেহ শয্যাতলে,
ক্রীড়া-অবসন্ন শির
রাখি করতলে, শ্রান্ত ফুলসম
বাক্যহীন শান্ত স্থির।

দ্বিতীয় সর্গ

প্রমোদনিকুঞ্জ করি মুখরিত,
করি অবসাদ দূর,
উঠিল ললিত সঙ্গীতলহরী
সখিকণ্ঠে সুমধুর।

গীত

(১)

ওগো বিজনবনবাসিনি,
কুঞ্জকুসুমকলি,
কত ঘুমাবে, ওঠ সজনি,
দেখ নয়ন মেলি,
শোভে দিবাকর পূরব অম্বরে,
শোভে কুমুদিনী সরসীর নীরে,
গায় পিকবধু নিকুঞ্জের দ্বারে,
তোমারি বিষণ্ণমন!

(২)

স্বপ্নকুহকমুগ্ধ নয়ন
মেল বারেক, ধনি,
শ্যামপল্লবসূক্ষ্মগুণ্ঠন
খোল, কাননরানি,

হের, উপনীত তব কুঞ্জদ্বারে
কত সুখ-আশা-আকুল-অন্তরে,
নিয়ে শূণ্য প্রাণ, যাইব কি ফিরে
নৈরাশ্যপীড়িতমন !

(৩)

খুলিবে না কি, সখি, তোমার
রুদ্ধ ভবনদ্বার ?
খুলিবে না কি কভু আবার
অবগুণ্ঠনভার ?
কতবার এসে গিয়েছি ফিরিয়া
হৃদয়ের ব্যথা হৃদয়ে চাপিয়া,
গলিবেনা তব এ পাষাণ হিয়া,
তথাপি কি একবার !

(৪)

কত নীরব মনোবেদন
কত নয়নজল,
দীর্ঘনিশ্বাসে করি জ্ঞাপন,
সিক্ত ধরনীতল,
গিয়েছি ফিরিয়া এসে বারবার
নিরাশার কত নিয়ে অশ্রুভার,

তবু, হায়, তব অবরুদ্ধ দ্বার,
আনত গুণ্ঠনভার!

(৫)

বৃথারচিত আশামালিকা
ছিন্ন করিয়া আজ
পদলুণ্ঠিত ক্ষুদ্র কলিকা
ধূলিধূসর সাজ,
যাইব ফিরিয়া জনমের তরে,
আসিব না আর তব রুদ্ধ দ্বারে,
ভাসিব না ব্যর্থ প্রেম-অশ্রুনীরে
এ জীবনে, সখি, আর!
এত কাঁদিয়াছি, সাধিয়াছি এত,
তবু একবার হলেনা বিস্মৃত
কোন্ অতীতের বেদনা বিগত,
ঘুচিল না অভিমান,
অয়ি নিরমম পাষাণপ্রতিমে,
এত কি কঠিন প্রাণ!

থামিল সঙ্গীত, নীরব, নিস্তব্ধ,
কুলসম, সখিগণ,

মন্ত্রমুগ্ধপ্রায় বাক্‌শক্তিহীন,
উচ্ছ্বসিত প্রাণমন,
পশিতেছে যেন এখনো শ্রবনে
মধুর সঙ্গীততান,
কি এক অজ্ঞাত আকাঙ্ক্ষায় করি
আকুল সারাটি প্রাণ!
লুপ্তপ্রায় গত স্মৃতি সুখময়
ভাসিয়া উঠিল মনে,
কোন্ অতীতের অতৃপ্ত বাসনা
জাগিয়া উঠিল প্রাণে;
কি এক মধুর সুখ-অভিলাষ,
কি এক নবীন আশা,
উঠিল জাগিয়া নিভৃতে হৃদয়ে
কি অপূর্ব্ব ভালবাসা!
পুঞ্জীকৃত ফুল্ল কুসুম-সুরভি
মলয়-অনিল সনে
আসিতেছে ভেসে থাকিয়া থাকিয়া
জাগাইয়া আশা প্রাণে,
ভাঙ্গি নিস্তব্ধতা, প্রমোদনিকুঞ্জ
করি পুনঃ মুখরিত

দ্বিতীয় সর্গ

সখিকণ্ঠে অন্য উঠিল সঙ্গীত
করি প্রাণ উচ্ছ্সিত!

গীত

(১)

ছিঁড়িও না ক্ষুদ্র কুসুমের কলি
কর্কশ কঠিন হাতে,
পড়িবে ঝরিয়া ক্ষুদ্র দলগুলি,
মিশিবে ধূলির সাথে;
পল্লবান্তরালে একা সঙ্গোপনে
ঢাকি মুখখানি পত্রাবগুণ্ঠনে
আছে কুসুমিকা আপনার মনে
নিয়ে ক্ষীণ প্রাণটুকু!
নাহি জানে কেহ, নাহি দেখে কেহ,
না জানায় কেহ ভালবাসাস্নেহ,
আছে এককোণে সঙ্কুচিতদেহ,
নীরবে আনতমুখ!

(২)

ভাঙ্গিও না শাখা, ছিঁড়িও না ফুল,
খোল না গুণ্ঠনভার,

জনমের তরে করিও না ভুল,
রবে স্মৃতিটুকু তার,
পরশনে তব পড়িবে ঝরিয়া
অশ্রুধারা নেত্র আকুল করিয়া,
সুকোমল হিয়া উঠিবে কাঁপিয়া,
মরমে পাইবে ব্যথা!
এখনো ফোটেনি, জাগেনি এখন
সুখ-আশা প্রাণে, প্রণয়-স্বপন
এখনো করেনি প্রেমমুগ্ধ মন,
এখনো ফোটেনি কথা!

(৩)

ভাঙ্গিও না স্বপ্ন, দলিও না পায়,
দহিও না ক্ষীণ প্রাণ,
আপনার সুখে নিষ্ঠুরের প্রায়
করিও না মধু পান;
এখনো অমিয় হয়নি সঞ্চিত,
নবসুখ-আশে করি নিপীড়িত
করিবে হৃদয় শত বিচূর্ণিত
কিলাভ তাহাতে, হায়?

আপনার সুখে আপনি বিহ্বল,
অধরে মধুর হাসি নিরমল,
হৃদয়ের কোণে নব পরিমল
শিশিরের বিন্দুপ্রায়!

(৪)

না ফুটিতে হাসি অমিয় সৌরভ
কর যদি মধু পান,
মিটিবেনা সাধ, হবে শুধু তব
তৃষ্ণা-আকুল প্রাণ!
তবু যদি চাও খুলিতে গুণ্ঠন,
করিতে অকালে মধু আহরণ,
পিপাসিত বুকে করিতে ধারণ
ক্ষুদ্র কোমল মুখ,
দিবে শুধু ব্যথা, পূরিবেনা আশ,
মিটিবে না তব সুখ-অভিলাষ,
শুকাইবে প্রাণ, শুকাবে সুবাস,
শুকাইবে হাসিটুক!

ছুটিল মধুর সঙ্গীত-লহরী
করি কুঞ্জ মুখরিত,

রাজপুত্রী কুলসম সখীদের
করি প্রাণ উচ্ছ্বসিত।
কোন্ অজানিত বিরহ-ব্যথায়
মুগ্ধ আকুলিত প্রাণ,
উঠিছে উচ্ছ্বাসি নিভৃত হৃদয়ে
কি অজ্ঞাত অভিমান!
নীলোৎপলদলে শিশিরের বিন্দু
শোভে যথা নিরমল
শোভিতেছে কুলসম-নেত্রকোণে
অশ্রুবিন্দু সমুজ্জ্বল।
লক্ষ্যহীন নেত্রে চেয়ে শূন্যপ্রাণে
উদাস মুগ্ধ নয়ন,
খুঁজিতেছে যেন কোন্ দূর দেশে
কি এক হারাণ ধন!
মুছি অশ্রুবিন্দু অঞ্চলের কোণে
কহে কুলসম ধীরে —
"প্রিয়সখি, নারী-কুসুমের প্রাণ
একরূপ এ সংসারে,
উভয়ের প্রাণ কোমল মধুর,
হৃদয় অমিয়ভরা,

দ্বিতীয় সর্গ

উভয়ের হাসি, সুষমা, সৌরভ,
প্রাণমনমাতোয়ারা ;
উভয় সমান শান্তিপ্রীতিপ্রদ,
হৃদয়বিমুগ্ধকর,
ছিঁড়িলে অকালে পড়িবে ঝরিয়া
বিশুষ্ক ধরণীপর ;
কেন, সখি, প্রেমবিমুগ্ধ মানব,
রমণীকুসুম, হায়,
না ফুটিতে হাসি, থাকিতে মুকুল,
অকালে ছিঁড়িতে চায় ?
কেন চাহে সুধা না হ'তে সঞ্চিত
করিতে অমিয় পান,
পরি কণ্ঠে, বুকে করিয়া ধারণ
দহিতে কোমল প্রাণ ?"
উত্তরিলা সখী ঈষৎ হাসিয়া —
"আমরা রমণী জাতি
কি বুঝিব, প্রিয়সখি, পুরুষের
প্রেম-প্রণয়-রীতি ?
শুনিয়াছি, সখি, পুরুষের মুখে
অধিক বিমুগ্ধকর

বিকাশ হইতে মুকুল অবস্থা,
মোহন অধিকতর
যৌবন হইতে কৈশোর নারীর,
যথন কিশোরিগণ
নব যৌবনের ফুল্ল সুষমায়
শোভিত, প্রফুল্লানন ;
স্বীয় নাভিজাত কস্তূরী-সৌরভে
মুগ্ধা কুরঙ্গিনী প্রায়,
আপনার নবযৌবন-উচ্ছ্বাসে
মুগ্ধা রোমাঞ্চিতকায় ;
হৃদয়ে জাগ্রত নবীন আকাঙ্ক্ষা,
নব সুখ-অভিলাষ
আছে লুকায়িত হৃদয়ের কোণে,
গোপনে করিছে বাস !
যদিও নয়ন প্রেমপ্রীতিপূর্ণ
তবু ব্রীড়ান্নিমীলিত,
যদিও হৃদয়ে আকুল পিয়াসা
তবু মুখ নীরবিত ;
কত আশা, কত সাধ ও বাসনা,
যদিও জাগিছে মনে,

তবু মুখ ফুটি নাহি কহে কিছু,
আছে সঙ্কুচিত প্রাণে ;
নাহি দিবে বাধা যদিও কখন,
করিবে না নিবারণ,
তবু নিজ হ'তে করিবে না, হায়,
কভু আত্ম সমর্পণ !
তবু —" হেনকালে রাজকুমারীর
সহচরী একজন
কহিলা —"কুমারি, উপস্থিত দ্বারে
যাদুকর দুইজন,
আশা করে রাজকুমারী সমক্ষে
করিবারে প্রদর্শন
যাদুবিদ্যা নব ইন্দ্রজাল-ক্রীড়া
অদ্ভুত লোমহর্ষণ।"
পাইয়া আদেশ সহচরীদ্বয়
করিলেন উপস্থিত
যাদুকরদ্বয়ে কুমারী সমক্ষে
সখীদ্বয়পরিবৃত,
আভূমি মস্তক করি অবনত
সসঙ্কোচে যাদুকর,

অতি সসম্ভ্রমে করিয়া কুর্নিশ
কহে ধীরে যুক্তকর—
"সাহাজাদি, নিজগুণে ভৃত্যদের
ধৃষ্টতা করি মার্জ্জন,
ত্যজি দোষ, গুণ করিও গ্রহণ,
এই শুধু আকিঞ্চন।"
কহি এত আরম্ভিলা যাদুক্রীড়া
ইন্দ্রজাল-অভিনয়,
বিস্ময়ে, পুলকে, স্তব্ধ, রোমাঞ্চিত
কুলসম, সখীদ্বয়।
যাদুবিদ্যাবলে মৃত পক্ষী বাঁচে,
কাটামুণ্ড কথা কয়,
সদ্য অঙ্কুরিত বৃক্ষ ফলভারে
হয় নত শোভাময়;
যাদুবিদ্যাবলে হয় ধূলিমুষ্টি
শর্করায় পরিণত,
দুগ্ধ হয় জল, জল মদিরায়,
মদ্য হয় সরবৎ,
মৃত্তিকানির্ম্মিত ক্ষুদ্র পুত্তলিকা
করে কত অভিনয়

মানুষের মত, হাসিয়া আকুল
কুলসম, সখীদ্বয়।
এইরূপে কত ইন্দ্রজাল-ক্রীড়া
অদ্ভুত ও মনোহর
কুমারী সমক্ষে করে প্রদর্শন
একে একে যাদুকর।
অবশেষে কহি — "হের, সাহাজাদি,
এই শেষ অভিনয়" —
অনল-সংযোগে করিল জ্বালিত
স্তূপীকৃত পত্রচয়,
ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ডে ঢাকি ভস্মরাশি,
করি মন্ত্র উচ্চারণ
দিয়ে জলবিন্দু, করিলা যখন
বস্ত্রখণ্ড উত্তোলন,
দেখে ইন্দ্রজাল-মন্ত্রশক্তিবলে
কুলসম সবিস্ময়ে
প্রফুল্ল বৃহৎ গোলাপ নিচয়
শোভে ভস্মবিনিময়ে;
বৃহত্তম যেটি করি নির্ব্বাচন
দিল কুলসম-করে

দুষ্ট যাদুকর রাজকুমারীর
অনুগ্রহলাভ তরে।
অবশিষ্ট পুষ্প পঞ্চ স্বর্ণপাত্রে
করি পূর্ণ সমভাবে,
ঢাকি বস্ত্রে পুনঃ, ইন্দ্রজালবলে,
ভৌতিক শক্তি-প্রভাবে,
করিয়া প্রস্তুত গোলাপী সরবৎ
সুমধুর সুবাসিত
দিল কুলসমে, সখীদ্বয়-করে,
সহচরীদ্বয়ে প্রীত ;
পুলকিত মনে করে পঞ্চজন
মধুর সরবৎ পান,
কি এক আনন্দে, কি এক উচ্ছ্বাসে
উচ্ছ্বসিত সারা প্রাণ ;
একি ! ধীরে ধীরে কি এক আবেশে
অভিভূত প্রাণ মন,
পড়ে ভূমিতলে পঞ্চদেহ লুটি
সংজ্ঞাহীন অচেতন।
মুহূর্ত্তে উন্মত্ত যাদুকরদ্বয়
করিয়া স্কন্ধে গ্রহণ

দ্বিতীয় সর্গ

রাজকুমারীর সংজ্ঞাহীন দেহ
করে দ্রুত পলায়ন।
গুপ্ত দ্বারদেশে স্থিত শিবিকায়
রাখি দেহ অচেতন,
শিবিকার দ্বার করি অবরুদ্ধ
করিলা স্কন্ধে গ্রহণ।
ছদ্মবেশী দুই বাহক অপর
আসি তাহাদের সাথে
হইল একত্র, বহি চারি জনে
চলিল নগর-পথে।
ছাড়ি রাজধানী নগরের প্রান্তে
অরণ্যে মানবহীন
হলো উপনীত, দিলীরখাঁ তথা
ছদ্মবেশে সমাসীন।
মুহূর্ত্তে খুলিয়া শিবিকার দ্বার,
নারীদেহ অচেতন
বাঁধি দৃঢ়ভাবে পৃষ্ঠে আপনার,
করি অশ্বে আরোহণ
ছুটিলা নিমেষে বিদ্যুৎ গতিতে
জনহীন বনপথে,

দিলীরখাঁ ইব্রাহিম-সেনাপতি,
সৈন্য চতুষ্টয় সাথে।

হেথা সৈন্যসহ বিজন পর্ব্বতে
ছিল মৃগয়ায় রত
মিবারের রাজকুমার উদয়
বীরশ্রেষ্ঠ পরিচিত।
গিরিশৃঙ্গ হ'তে হেরে যুবরাজ
অশ্বারোহী পঞ্চজন
আসিতেছে ধীরে, অগ্রে দিলীরখাঁ
পশ্চাতে সৈনিকগণ।
হেরি নারীদেহ সংজ্ঞাহীন বদ্ধ
মুহুর্ত্তে রাজকুমার
বুঝিলেন সব, বিদ্যুৎ গতিতে
ছুটিলা পশ্চাতে তার।
হেরি শত্রুসৈন্য আসিছে পশ্চাতে
দিলীরখাঁ ক্ষিপ্রগতি
সৈন্য-চতুষ্টয়ে রচি ক্ষুদ্র বূ্যহ
স্থাপিলা অনন্যমতি,

দ্বিতীয় সর্গ

রোধি গিরিপথ শত্রুসৈন্যগণে
করিতে বাধা প্রদান,
ইতিমধ্যে তিনি অশ্বপৃষ্ঠে ত্বরা
করিবে দূরে প্রস্থান।
নিমেষে উদয় বুঝিলেন তাঁর
লুক্কায়িত অভিপ্রায়,
রাখি সৈন্যগণে নিয়োজিত রণে
পর্ব্বত-অধিত্যকায়
ছুটিলেন একা অন্য গিরিপথে
অশ্বপৃষ্ঠে তীর প্রায় ;
দিলীরখাঁ হেরি পশ্চাতে উদয়
হইয়া অনন্যোপায়,
রাখি ভূমিতলে রাজকুমারীর
দেহলতা মৃতপ্রায়
ছুটিলেন উর্দ্ধশ্বাসে প্রাণভয়ে
কক্ষচ্যুত উল্কা প্রায়!
নব যৌবনের সুষমা-ভূষিত
হেরি দেহ রমনীর
বিলুণ্ঠিত সংজ্ঞাহীন, আলিঙ্গিয়া
শৈলবক্ষ ধরণীর,

অশ্ব-বল্গা ধীরে করিলা সংযত,
অবতরি ভূমিতলে
দেখে পরীক্ষিয়া নহে গত প্রাণ
বহে শ্বাস, শিরা চলে।
পার্শ্ব-প্রবাহিতা স্রোতঃস্বিনী হ'তে
অঞ্জলি পূরিয়া নীর
আনি রাজপুত্র করিলা বর্ষণ
চোখে মুখে রমনীর।
ক্ষণকাল পরে ফুলসম ধীরে
করি নেত্র উন্মীলিত
জিজ্ঞাসিলা —"কোথা আমি, প্রিয়সখি ?"
যেন স্বপ্ন-অভিভূত,
হইলেন পুনর্ব্বার সংজ্ঞাহীন,
পুনরায় অচেতন,
আনি যুবরাজ বারি সুশীতল
করে নেত্রে বরিষণ,
করিতে লাগিলা অঞ্চলাগ্রভাগে
শীতল ব্যজন ধীরে,
কিন্তু মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল না আর,
আসিল না সংজ্ঞা ফিরে।

দ্বিতীয় সর্গ

হেনকালে উপনীত সৈন্যগণ
যুবরাজ উদয়ের,
"যুবরাজ" — কহে সৈন্য একজন —
"হের দশা যবনের,
মৃত দুইজন অসি-বর্শাঘাতে,
অপর সৈনিকদ্বয়
বন্দী, হস্ত পদ শৃঙ্খল-আবদ্ধ,
করি রণে পরাজয়
আনিয়াছি তব আজ্ঞা-প্রতীক্ষায়
সৈন্যদ্বয়ে পরাজিত
সমীপে তোমার, কর দণ্ডাদেশ
মুহূর্ত্তে হবে পালিত।"
উত্তরিলা রাজকুমার উদয় —
"এ নহে বিচারস্থান,
নেও রাজ্যে বন্দীদ্বয়ে সাবধান,
হবে তথা দণ্ডদান।"
বনজাত বংশখণ্ডে সৈন্যগণ
করি শয্যা বিরচিত,
কোমল পল্লবে, উত্তরীয় বাসে,
করিলেন সুশোভিত;

স্থাপি তদুপরি রাজকুমারীর
সংজ্ঞাহীন দেহভার,
চলিলা বহিয়া সৈন্য চতুষ্টয়
নিয়ে স্কন্ধে আপনার।
সেথা কুমারের প্রমোদ-আগারে
কুলসম পঞ্চদিন
কভু সচেতন শান্ত নির্ব্বিকার,
কভু পুনঃ সংজ্ঞাহীন ;
ছিল পঞ্চ পরিচারিকা সতত
সেবা শুশ্রূষায় রত,
আপনি স্বয়ং কুমার উদয়
নিয়েছিল সেবাব্রত।
পঞ্চদিন অনাহারে অনিদ্রায়
রুগ্ন শয্যাপাশে বসি
ছিল যুবরাজ শুশ্রূষায় রত
ছিল রত পঞ্চ দাসী ;
পঞ্চদিনব্যাপী যন্ত্রণার পর
কুলসম ষষ্ঠদিন
লভিলা চেতনা, শান্ত, স্থিরচিত্ত,
নির্ব্বিকার রোগহীন ;

দ্বিতীয় সর্গ

পার্শ্বে উপবিষ্টা দাসীদের প্রতি
    করি লক্ষ্য কুলসম
কহে ক্ষীণকণ্ঠে — "কোথা আমি, কোথা
    প্রিয় সখিগণ মম ?"
বর্ণে দাসিগণ একে একে সব
    বিগত ঘটনা যত —
"কুমার উদয় সৈন্যসণে যবে
    ছিল মৃগয়ায় রত,
রাজকুমারীর সংজ্ঞাহীন দেহ
    হেরে দস্যু পঞ্চজন
নিয়ে অশ্বপৃষ্ঠে দ্রুত গিরিপথে
    করিতেছে পলায়ন ;
পরাজয়ি রণে দস্যু পঞ্চজনে
    কুমার অবহেলায়
করিলেন তব উদ্ধার সাধন,
    দেহ তব মৃতপ্রায়
আনিলেন হেথা, আজি পঞ্চদিন
    অনাহারে অনিদ্রায়
কুমার স্বয়ং, মোরা পঞ্চজন,
    রত তব শুশ্রূষায়।

এইমাত্র তিনি নিদ্রাভঙ্গ তব
করি মনে অনুমান
ত্যজি কক্ষ তব, করিলেন ধীরে
বিষয়ান্তরে প্রস্থান।"
বাক্যহীন শান্ত নির্ব্বিকার চিত্তে
বিগত ঘটনা যত
শুনিলেন কুলসম একে একে
বিস্মিত, স্তম্ভিত, ভীত।
কুমারের দয়া, সৌজন্য, বীরত্ব
করিয়া স্মরণ, তাঁর
ভরিল হৃদয় কৃতজ্ঞতা-ভাবে
বহে নেত্রে অশ্রুধার।
সেইদিন হ'তে ছিল রোগহীন
কুলসম সুস্থকায়,
রাজপুত্র আর নাহি আসিতেন
শুশ্রূষা তরে তথায়।
অষ্টম দিবসে শুনি দাসীমুখে
ডেকেছেন কুলসম,
উপনীত ধীরে কুমার উদয়
প্রদীপ্ত ভাস্কর সম।

দ্বিতীয় সর্গ

হেরি যুবরাজে উঠিতে কুমারী
কহিলেন যুবরাজ —
"উঠিও না, আমি ভ্রাতৃসম তব,
করিও না কোন লাজ।"
নীরবে আনত থাকি কিছুক্ষণ
কহে কুলসম ধীরে —
"শুনিয়াছি যত সয়েছেন ক্লেশ
এই ক্ষুদ্রা নারী তরে,
আপন জীবন করিয়া বিপন্ন
করেছেন অভাগীর
প্রাণ রক্ষা — প্রাণ তুচ্ছ অবলার —
শ্রেষ্ঠধন রমণীর।
অতঃপর এই পঞ্চদিনব্যাপী
অনাহারে অনিদ্রায়
আপনি স্বয়ং পঞ্চদাসী সনে
রত মম শুশ্রূষায়,
দিয়ে এ জীবন তথাপি জীবনে
পারিব না এই ঋণ
শোধিতে কখন, যুবরাজ, তব
আমি নারী শক্তিহীন।"

রহিলেন পুনঃ নীরবে আনত
চেয়ে শয্যাতল পানে,
অশ্রুবিন্দু এক — শুভ্র মুক্তা প্রায় —
শোভে নয়নের কোণে!
কহিলেন ধীরে কুমার উদয়
মৃদুহাসিমাখা মুখ —
"করিয়াছি কিবা অসাধ্য সাধন,
সহিয়াছি কিবা দুঃখ?
'দুষ্টের শাসন শিষ্টের পালন'
নহে ধর্ম্ম মানবের?
'দুর্ব্বলের রক্ষা, প্রবলের দণ্ড'
শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের।
অবলার প্রতি হয় অত্যাচার,
দাঁড়াইয়া দূরে তার
হেরে যে ক্ষত্রিয় নীরবে সে দৃশ্য,
সে যে ক্ষত্র-কুলাঙ্গার।
ক্ষত্রিয়ের দেহে শেষ রক্তবিন্দু
রবে যত'দন, তার
নয়ন-সম্মুখে না হইবে কভু
অসম্মান অবলার।"

দ্বিতীয় সর্গ

তেজোদীপ্ত মুখ, প্রদীপ্ত নয়ন,
গরীমায় স্ফীত বুক
কহিলা কুমার — "এতাধিক প্রিয়
আছে কি জগতে সুখ ?
আমরা পুরুষ, সেবা শুশ্রূষায়
আমরা কি জানি, হায়,
তোমরা রমনী — বিশ্ব-রক্ষয়িত্রী —
তোমাদের তুলনায় ?"
নীরবিলা রাজকুমার উদয়।
কুলসম কহে ধীরে —
"এ মহান্ উচ্চ আদর্শ নরের
থাকে যেন এ সংসারে।
আমি ক্ষুদ্রা নারী, অবোধ বালিকা,
আমি কি কহিব আর,
এ আদর্শ-স্মৃতি নিয়ে যদি প্রাণ
যায়, তবু জন্ম সার।"
থাকি কিছুক্ষণ নীরবে আনত
কুলসম পুনর্ব্বার
কহে — "যুবরাজ, ক্ষুদ্র নিবেদন
আছে এক অবলার।

না জানি এ হতভাগিনীর তরে
স্নেহময় পিতা তার
আছে কিবা শোকে, বহিতেছে সেথা
কিবা শোক-পারাবার !
ইচ্ছা করে, যাই পাখী হ'য়ে উড়ে
শূন্যপথে এইক্ষণ,
করি তাঁহাদিগে সান্ত্বনা প্রদান
দিয়ে মম দরশন।"
কহিলা কুমার — "পেয়েছি যে দিন
বন্দী দস্যুদ্বয়-মুখে
পরিচয় তব, সে দিন প্রেরিত
পঞ্চনদ-অভিমুখে
দূত এক জন, আজি প্রত্যাগত,
তব পিতৃ-অভিপ্রায় —
লভিলে আরোগ্য পাঠাইতে তোমা
অবিলম্বে শিবিকায়।
ইচ্ছা ছিল মম, আরো কিছুদিন
রাখিব তোমায় হেথা,
হলে পূর্ণরূপে নীরোগ সবল
প্রেরিব তোমায় সেথা।

বুঝিলাম যবে জনকের তরে
শোকাকুল তব মন,
তাঁহারাও তব বিরহে কাতর,
শোকার্ত্ত বিষন্নানন,
অবিলম্বে তব প্রেরণের তরে
করিতেছি আয়োজন”
কহি এত ধীরে গেলেন চলিয়া
কুমার বিষন্নানন।
রহিল চাহিয়া নীরবে বিষন্না
একদৃষ্টে ফুলসম
দ্বারপানে, গণ্ড বহিয়া পড়িল
অশ্রুবিন্দু মুক্তাসম!

তৃতীয় সর্গ।

মিবার — সংগ্রামসিংহের মন্ত্রনাকক্ষ।

মধ্যাহ্ন অতীতপ্রায়, মধ্যনীলাম্বরে
শোভে মধ্যাহ্নের রবি পূর্ণদীপ্তিমান।
নীলিমারঞ্জিত নভঃ অনন্ত নির্ম্মল,
নীল দর্পণের মত; শুধু স্থানে স্থানে
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড, শ্যামল প্রান্তরে
ক্ষুদ্র মেষশিশু নিত করিছে বিশ্রাম;
অথবা অনন্ত নীল বারিধির নীরে
ভাসিছে তুষারখণ্ড অমল ধবল।
নীরব মন্ত্রনাকক্ষ, বসি সিংহাসনে
মিবারাধিপতি রাণা ক্ষত্রবীরাগ্রনী
বীরেন্দ্র সংগ্রামসিংহ প্রদীপ্তআনন,
প্রদীপ্ত ভাস্কর সম পূর্ণ তেজোময়।

তৃতীয় সর্গ

কুমার উদয় পার্শ্বে বসি স্মিতানন,
সিংহপার্শ্বে সিংহশিশু উজ্জ্বলনয়ন।
সম্মুখে বসিয়া স্তব্ধ ক্ষত্রবীরগণ —
মালবের অধিপতি, আজমীর-স্বামী,
মিবারের অধীনস্থ সামন্ত নৃপতি।
বসিয়া পশ্চাতে তার পঞ্চ দলপতি —
পঞ্চ দীপ্ত সূর্য্য যথা — দুর্ধর্ষ সমরে।
নীরব নিস্তব্ধ কক্ষ শব্দমাত্রহীন।
উন্মুক্ত কৃপাণকরে দৌবারিকদ্বয়
করিতেছে দ্বার রক্ষা, শুধু মাঝে মাঝে
হইতেছে তাহাদের পদশব্দ শ্রুত।
পুরোভাগে উপবিষ্ট ক্ষত্রবীরগণে
করি সম্বোধন ধীরে কহিলেন রাণা
জলদগম্ভীরস্বরে — "মালব-ঈশ্বর,
আজমীর-অধিপতি, দলপতিগণ,
উপস্থিত ভারতের সমস্যার দিন।
কান্যকুব্জ-অধিপতি ভীরু জয়চন্দ্র
প্রদীপ্ত চৌহানরবি পৃথ্বীরাজ সনে
করিয়া বিবাদ, বৈরনির্য্যাতন তরে
করিলেন যেই দিন আহ্বান ভারতে

গজনীর অধীশ্বরে ধূর্ত্ত প্রবঞ্চক,
সে দিন ভারতব্যাপী যে মহাবিপ্লব
উঠিয়াছে, বীরগণ, হইতেছে ভয়
আবার হইবে তার পূর্ণ অভিনয়।
দিল্লীর সিংহাসন করি কলঙ্কিত
আছে উপবিষ্ট এক নরকুলাঙ্গার
ধর্ম্মদ্বেষী, জাতিদ্বেষী, প্রজাউৎপীড়ক,
অহঙ্কারী, দিবানিশি সুরায় বিভোর,
রাজকার্য্য পরিহরি মত্ত নৃত্য-গীতে।
জুটিয়াছে তার সনে চাটুকারগণ
স্বার্থান্বেষী, হীনমতি; করিতেছে তারা
রাজার কামনাযজ্ঞে আহুতি প্রদান।
যোগাইছে শুষ্ক কাষ্ঠ প্রদীপ্ত অনলে।
দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশ, অর্থহীন প্রজা,
অসমর্থ মুখে অন্ন করিতে প্রদান,
অনাহারে, অর্দ্ধাহারে কঙ্কালশরীর,
তদুপরি মহামারী রাক্ষসী ভীষণ
জ্বালিয়াছে বিশ্বগ্রাসী যেই দাবানল,
পড়িতেছে মৃত্যুমুখে প্রজা অগণণ
শৃগাল কুক্কুর মত দিবস যামিনী।

তবু কিন্তু নাই ক্ষমা, দণ্ড বিধাতার
পরাভবি উগ্রতায়, আছে বিদ্যমান
রাজার শাসনদণ্ড স্থির অবিচল।
নয়নসম্মুখে হেরি প্রজাদের ক্লেশ
দুর্ব্বিষহ, গৃহে গৃহে মৃত্যু-অভিনয়,
পাষাণ হৃদয় তবু নহে দ্রবীভূত
সম্রাটের, কোথা নিজ কোষাগার হ'তে
বিতরিবে অর্থ, অন্ন করিবে প্রদান
অনশনক্লিষ্ট মুখে, রুগ্নে পথ্যদান,
কিন্তু তার বিপরীত করি দরশন —
মরার উপরে খাঁড়া — রাজস্বপীড়ন!
হিন্দু ও মুসলমান, আর্য্য ও অনার্য্য,
সর্ব্বজাতি নিপীড়িত ইব্রাহিম-করে
সমভাবে, পরিত্রাণ নাই কারো কভু,
রাজার স্বজাতি বন্ধু যে মুসলমান,
স্বজাতি বলিয়া তবু নাই পরিত্রাণ।
মানবশোণিতলিপ্সু শার্দ্দুলের প্রায়
করিতেছে প্রজাদের শোণিত শোষণ,
প্রজাদের অর্থে নিজ বিলাস-সাধন।
অসমর্থ যেই জন রাজস্ব-প্রদানে

রাজদণ্ড হ'তে কভু রক্ষা নাই তার।
বেত্রাঘাত, কারাবাস, গৃহে অগ্নিদান,
ধর্ম্মনাশ, বিনিময়ে দাসত্বজীবন,
উদ্বন্ধনে মৃত্যু, কিম্বা শূলে আরোপণ,
হস্তীপদতলে ক্ষুদ্র শিশুর নিক্ষেপ।"
থামিলেন রাণা, ঘৃণাকুঞ্চিতঅধর।
কুঞ্চিতঅধর উপস্থিত বীরগণ!
আরম্ভিলা পুনঃ ধীরে—"নাই শক্তি মম
বর্ণিতে প্রজার ক্লেশ, রাজ-অত্যাচার,
বিধাতার রোষাপেক্ষা উগ্র রাজরোষ।
অশান্তি ও অসন্তোষে ব্যাপ্ত সারাদেশ,
ধীরে ধীরে অলক্ষিতে প্রজার হৃদয়ে
হইতেছে প্রজ্বলিত বিদ্রোহ-অনল,
হইতেছে অঙ্কুরিত বিপ্লবের বীজ।
সময় থাকিতে যদি এ বিপ্লব-বহ্নি
নাহি হয় নির্ব্বাপিত, বিনষ্ট অঙ্কুরে,
জ্বলিবে যে দাবানল সময়ে ভীষণ,
ভস্মীভূত হবে স্বর্ণ দিল্লীসিংহাসন।"
থামিলেন পুনঃ রাণা, নীরব প্রকোষ্ঠ,
নীরবে আসীন যত ক্ষত্রবীরগণ,

তৃতীয় সর্গ

অঙ্কিত ললাটে ঘৃণাভ্রূকুটি ভীষণ।
ভাঙ্গি কক্ষ-নিস্তব্ধতা আজমীর-পতি
কহিলেন ধীরে — "মহারাণা, শুনিলাম
যে সব কাহিনী, শুনি নাই কোনদিন
এ জীবনে আর, জানি — মানব-হৃদয়
স্বভাবতঃ দয়াশীল, মানব-হৃদয়ে
বহে যে করুণা-স্রোতঃ মধুর শীতল
আর্দ্র তাতে ধরাবক্ষ শুষ্ক তাপদগ্ধ,
যদি না বহিত এই দয়া-প্রস্রবণ
মানব-হৃদয়ে, তবে এ বিশাল ধরা
মরুভূমে পরিণত হইত কখন।
মহারাণা, দিল্লীশ্বর-হৃদয়ে যখন
ত্রিদিবনিঃসৃত এই করুণা-নির্ঝর
নাহি হয় প্রবাহিত হেরি প্রজা-ক্লেশ,
বুঝিনু তখন ধ্রুব দিল্লীর পতন,
পতন তাহার সনে দিল্লী সম্রাটের।
শুনিয়াছি, মহারাণা, সংবাদ অপর
জনমুখে, নাহি জানি সত্য কতদূর,
পঞ্জাবশাসনকর্ত্তা দৌলৎখাঁর সনে
ঘটিয়াছে সম্রাটের বিবাদ সম্প্রতি।

সবিশেষ তবমুখে শুনিতে বাসনা।"
আরম্ভিলা পুনঃ রাণা — "আজমীর-পতি,
শুনিলে সে বিবাদের কাহিনী আমূল
হবে চমৎকৃত, হবে বিস্মিত, স্তম্ভিত।
দিল্লীশ্বর ইব্রাহিম দৌলৎখাঁ সমীপে
চেয়েছিল লক্ষমুদ্রা, বিনিময়ে তার
সমর ঘোষিত হবে জানায় নিশ্চয়।
দৌলৎখাঁ সম্রাটদূতে করে প্রত্যাখ্যান
রিক্তহস্তে, ক্রুদ্ধ তাতে দিল্লী-অধীশ্বর।
দৌলৎখাঁর হস্তে এই অবমাননার
নিতে প্রতিশোধ, করে দিলীরখাঁ সনে
গোপনে মন্ত্রণা, তাতে হয় স্থিরীকৃত —
দৌলৎখাঁর একমাত্র দুহিতা সুন্দরী
কুলসমে, দৌলৎখাঁর জন্মোৎসব-দিনে
করিবে হরণ, হয় নিয়োজিত তাতে
দিলীরখাঁ, কিন্তু যবে নিয়ে কুলসমে
অশ্বপৃষ্ঠে গিরিপথে করে পলায়ন,
কুমার উদয় সনে — মৃগয়ায় রত —
হয় দরশন, অন্য না হেরি উপায়,
ত্যজি কুলসমে পথে করে পলায়ন

প্রাণভয়ে দিলীরখাঁ, দৌলৎখাঁ সনে
তদবধি সম্রাটের চলিছে বিবাদ।"
বিস্মিত মালবপতি কহিলেন উঠি —
"মহারাণা, দিল্লীশ্বর-কলঙ্ককাহিনী
শুনিয়া স্তম্ভিত চিত্ত, অবলার প্রতি
অসহায়া, করে যেবা হেন অত্যাচার,
সে নহে মানব কভু, পশুর অধম।
যদি এ জগতে ধর্ম্ম থাকে, দিল্লীশ্বর
এ পাপের প্রতিফল পাইবে নিশ্চয়।
কি হইল অতঃপর শুনিতে বাসনা।"

রাণা — রাখি সপ্তদিন হেথা কুমার স্বয়ং
করিল শুশ্রূষা তার, অষ্টম দিবসে
হেরি সুস্থা কুলসমে, জনকের তরে
চিন্তাকুলা খিবাদিতা, পাঠাইলা তারে
পিতৃ-সন্নিধানে।

আজ — যোগ্য কাজ ক্ষত্রিয়ের।
কিন্তু এই ঘটনার পরে দৌলৎখাঁ
করিল কি পন্থা নির্দ্ধারণ?

রাণা — দূতমুখে
পেয়েছি সংবাদ, কাবুলের অধিপতি

বাবর সমীপে দূত হয়েছে প্রেরিত,
করেছেন বাবরের সাহায্য প্রার্থনা।
করিতে বাবর সনে — শুনিয়াছি আর —
সখ্যতা স্থাপন দৃঢ়, ইচ্ছুক দৌলৎখাঁ।
বাবরের জ্যেষ্ঠপুত্র হুমায়ুন-করে
রাজপুত্রী কুলসমে করিতে অর্পন।

মাল — কি উত্তর দৌলৎখাঁয় দিলেন বাবর?

রাণা -- শুনিতেছি, দৌলৎখাঁর প্রস্তাবে সম্মত
কাবুলের অধিপতি, নিয়ে সৈন্যদল,
হুমায়ুন, কামরাণ, পুত্রদ্বয় সঙ্গে
আসিছে বাবর।

দল — শুনিয়াছি পরস্পর
তৈমুরের বংশধর বাবর সমরে
দুর্জ্জয়, অমিততেজা, অসমসাহসী,
রণবিচক্ষণবীর, সমর-কৌশলে
পারদর্শী, পুত্রদ্বয় পিতৃতুল্য বীর,
গৃহদ্বন্দ্বে পিতৃরাজ্য করি পরিত্যাগ
বাবর, কাবুল দেশ করিয়া বিজয়
করেছেন নবরাজ্য সেথা প্রতিষ্ঠিত।
কাবুলের সৈন্যদল দুর্ধর্ষ, ভীষণ,

তৃতীয় সর্গ

সময়ে অপরাজেয়, হেন সৈন্যদল
নিয়ে যদি আসে হেথা বাবর দুর্জ্জয়
আশঙ্কার কথা বটে।

রাণা — আশঙ্কার, কিম্বা
আশার সূচনা এই। মোগলে পাঠানে
বাধিবে যে মহারণ, উভয় তাহাতে
হইবে নির্ম্মূল, হবে নিস্তেজ দুর্ব্বল।
তখন ক্ষত্রিয় যদি হয় একত্রিত,
হয় একতায় বদ্ধ, নহে অসম্ভব
থানেশ্বর-যুদ্ধক্ষেত্রে যেই আর্য্যরবি
হইয়াছে অস্তমিত, হবে পুনরায়
উদিত সে আর্য্যরবি, নবীন আলোকে
ভারত-আকাশ করি দীপ্ত উদ্ভাসিত।
অথবা পশ্চিম হ'তে যেই করিবর
আসে ভারতাভিমুখে, চরণে তাহার
হবে বিদলিত হিন্দু মুসলমান পুনঃ,
উভয়ের স্বাধীনতা হইবে বিলীন।
একদিকে যথা আশা, আশঙ্কা আবার
অন্যদিকে, বাবরের পূর্ব্ববর্ত্তীগণ —
সেকন্দর, দারায়ুস্, সুলতানমামুদ,

তাতার তৈমুরলঙ্গ, মহম্মদঘোরী,
ভারতে আসিয়া যেই পন্থাবলম্বন
করেছিল, বাবর ও নহে অসম্ভব
করিবে ভারতে সেই পন্থানুসরণ।
যেইরূপে বাবরের পূর্ব্ববর্ত্তিগণ
এসেছিল একমাত্র লুণ্ঠনের আশে,
ভারতের রত্নরাজি করিতে হরণ;
সে উদ্দেশ্য তাহাদের করিয়া সাধন,
ঐশ্বর্য্য অপরিমেয় করিয়া হরণ,
করেছিল যেইরূপ স্বদেশে প্রস্থান;
নাহি ছিল কোন আশা যেরূপ তাদের
করিতে ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য স্থাপন,
করিতে ভারতে বাস ত্যজি নিজ দেশ,
কে জানে, ক্ষত্রিয়গণ, বাবরের সেই
নহে অভিপ্রায়? শুধু লুণ্ঠনের আশে,
ভারতের রত্নরাজি করিতে হরণ,
আসিছে না পুনর্ব্বার ভারতে মোগল?
ইব্রাহিমে শাস্তিদান — উপলক্ষমাত্র।
যখন সে অভিপ্রায় হইবে সাধন
করিবে বাবর পুনঃ কাবুলে প্রস্থান।
তখন ক্ষত্রিয়দের হবে কি সৌভাগ্য!

তৃতীয় সর্গ

মোগলের নিষ্পেষণে দুর্ব্বল পাঠান
ক্ষত্রিয়ের আক্রমণ পারিবে না কভু
সহিতে নিমেষতরে, বিষদন্তহীন
পারিবে না কৃষ্ণসর্প করিতে দংশন।
অনায়াসসাধ্য হবে ক্ষত্রিয়ের জয়,
পাঠানের পরাভব হইবে নিশ্চয়।
পক্ষান্তরে, ক্ষত্রগণ, ইহাও সম্ভব —
বাবরের পূর্ব্ববর্ত্তিগণের হৃদয়ে
ছিল না যে আশা, যেই অভিপ্রায় কভু,
বাবর-হৃদয়ে সেই আশা-অভিপ্রায়
কে জানে প্রচ্ছন্ন ভাবে নহে লুক্কায়িত,
নহে জাগরূক সেই আকাঙ্ক্ষা গোপনে ?
দৌলৎখাঁর সহায়তা, শাস্তিদান এই
ইব্রাহিমে, ভারতের ঐশ্বর্য্য-হরণ,
কে জানে সকলি নহে ছলনা কেবল!
মুখ্য অভিপ্রায় — ত্যজি পার্ব্বত্য প্রদেশ
কাবুল, ভারতে করি সাম্রাজ্য স্থাপন,
করিতে ভারতে বাস পাঠানের ন্যায়
কে জানে উদ্দেশ্য নহে এই বাবরের!
ভারতের সমাগত এ বিপদ দিনে
কি কর্ত্তব্য আমাদের ?

মাল — কঠিন সমস্যা।

বাবর ভারতে যদি করে পদার্পন
দিল্লীতে পঞ্জাবে আশু যুদ্ধ অনিবার্য্য।
সংগ্রামের ফলাফল, জয় পরাজয়,
অনিশ্চিত, একদিকে বাবর যেমতি
রণনীতিবিশারদ, সৈন্যদল তাঁর
সমরকুশল, অন্যদিকে সেইরূপ
কখন উপেক্ষণীয় নহে ইব্রাহিম।
তিনশতবর্ষব্যাপী পাঠান ভারতে
প্রতিষ্ঠিত, রাজদণ্ড করিছে ধারণ।
হতে পারে ইব্রাহিম অলস, মদ্যপ,
বিলাসিতাপরায়ণ, প্রজা-উৎপীড়ক,
কিন্তু সেনাপতি তার প্রভুগতপ্রাণ,
বিশ্বাসী, প্রভুর কার্য্যে যদ্যপি জীবন
দিতে হয়, তবু নহে পরাঙ্মুখ কভু,
দিলীরখাঁ বিচক্ষণ সমরনিপুণ।
অনুচিত অনিশ্চিত ফলাফল মাঝে
যোগদান, মহারাণা, আমার এ মত।

রাণা — আজমীর-পতির কি মত?

আজ — মহারাণা,

দিল্লীতে, পঞ্জাবে, আছে বিজ্ঞমান দুই

তৃতীয় সর্গ

ক্ষত্রিয়ের মহাশত্রু, তদুপরি পুনঃ
তৃতীয় অরাতি যদি হয় সমাগত,
অমঙ্গল আমাদের হইবে নিশ্চয়।
দিল্লীতে পঞ্জাবে যেই বিবাদ-অনল
হইয়াছে প্রজ্বলিত, না হবে সহসা
নির্ব্বাপিত সে অনল, কর্ত্তব্য মোদের —
বাবর ভারতে যেন না করে প্রবেশ,
পঞ্জাবের শক্তি যেন না হয় বর্দ্ধিত।
দৌলৎখাঁ সাহায্য হ'তে হইলে বঞ্চিত
বাবরের, মিবারের সাহায্য প্রার্থনা
করিবেন সুনিশ্চিত, হইবে তখন
পঞ্জাবের পক্ষে থাকি অনায়াসসাধ্য
পাঠানের পরাজয়। পক্ষান্তরে পুনঃ
বাবর ভারতে যদি আসি একবার
বিজয়গৌরব কভু করে আস্বাদন
হবে বলদৃপ্ত হেন — শোণিত-আস্বাদে
ভীষণ শার্দ্দূল যথা — সম্মুখে তাহার
মিবারের সৈন্যদল হবে বিতাড়িত
প্রবল ঝটিকাঅগ্রে শুষ্কপত্র যথা।

রাণা — দলপতিগণের কি মত ?

দল —   মহারাণা,

সত্য যদি দৌলৎখাঁর সাহায্য-প্রার্থনা,
সত্য যদি বাবরের প্রতিশ্রুতি-দান,
সত্য যদি হয় পুনঃ হুমায়ুন সনে
কুলসুম-পরিণয়-প্রস্তাবকাহিনী,
তাহলে সম্ভবপর নহে কদাচন
ভারত-প্রবেশে বাধা পাইবে বাবর,
অসম্ভব বাবরের দৌলৎখাঁর সনে
সম্মিলনে বাধাদান, হবে সেইক্ষেত্রে
সমুচিত দিল্লীশ্বর-পক্ষে যোগদান —
আমাদের এই মত।

কুমার উদয়

মহারাণা পার্শ্বে বসি নীরব নিশ্চল।
রাণার উৎসুক দৃষ্টি পড়িল তথায়।
কহিলেন যুবরাজ ধীরে — "মহারাণা,
আজমীর-অধিপতি, মালব-ঈশ্বর,
দলপতিক্ষত্রগণ, করিও মার্জ্জনা
বালকের অপরাধ, ধৃষ্টতা অপার।
চিরশত্রু ক্ষত্রিয়ের মুসলমানগণ
সুদূর অতীত হ'তে, প্রমাণ তাহার

তৃতীয় সর্গ

আছে সংখ্যাতীত কত, যবনের সনে
একটি বিষয় নিয়ে, এক দিবসের,
নহে এ বিরোধ, জাতিগত, ধর্ম্মগত,
বিদ্বেষ সাম্রাজ্যগত বহুকালাবধি
পরস্পরে, এ বিবাদ অস্থিমজ্জাগত
উভয়ের, সঞ্চারিত পুত্রপৌত্রক্রমে
উত্তরাধিকারিগণে, সম্ভব কি কভু
পঞ্চশত বৎসরের এ বিদ্বেষ-স্মৃতি
হবে লুপ্ত উভয়ের হৃদয় হইতে?
ভুলিয়া অতীত দ্বন্দ্ব, এই দুই জাতি
হেরিবে প্রীতির চক্ষে পরস্পরে পুনঃ
মিত্রভাবে পরস্পরে করি আলিঙ্গণ?
সম্ভব হইবে লুপ্ত রবি, শশী, তারা,
গ্রহ, উপগ্রহ, সহ সৌরাষ্ট্রমণ্ডল,
প্রলয়পয়োধিনীরে হবে এ জগৎ
পুনঃ নিমজ্জিত লীন, কিন্তু অসম্ভব
হবে তিরোহিত এই জাতীয় বিদ্বেষ।
বহু দিবসের যেই সঞ্চিত তিমির
রয়েছে আবৃত করি দুইটি হৃদয়,
আজি তাহা — সম্ভব কি? — হবে বিদূরিত,

নিরমল জ্যোৎস্নারাশি উঠিবে হাসিয়া ?
মহারাণা, আজমীর-মালবাধিপতি,
দলপতিগণ, যতদিন ভারতের
ক্ষত্রিয় নৃপতিগণ হবে না মিলিত,
বদ্ধ একতার সূত্রে, ততদিন ধ্রুব
ভারতের নির্য্যাতন যবনের হস্তে।
সেকেন্দর, দারায়ুস, সুলতানমামুদ,
তাতার তৈমুরলঙ্গ, মহম্মদঘোরী,
প্রবল বন্যার ন্যায় আসি ততদিন
করিবে লুণ্ঠন এই ভারত প্রদেশ।
ভারতের সুখ, শান্তি, ধন ও জীবন,
পরাক্রান্ত যবনের দয়ার উপর
করিবে নির্ভর সদা, পক্ষে আমাদের
দিল্লীশ্বর, পঞ্জাবেশ, উভয় সমান।
উভয় সুযোগ পেলে করিবে না দ্বিধা
মিবারের সিংহাসন করিতে হরণ।
কি বিশ্বাস এ জাতিকে ? ভুলিলে কি, হায়,
কিরূপে যবনগণ দিল্লী-সিংহাসন
করিয়াছে হস্তগত ? বিশ্বাসঘাতক
মহম্মদঘোরী জয়চন্দ্রের সাহায্যে

তৃতীয় সর্গ

পৃথ্বীরাজে পরাজয়ি, করিল তাড়িত
জয়চন্দ্রে রাজ্য হ'তে, স্বভাব যাদের
এইরূপ, কি বিশ্বাস তাহাদের প্রতি?
অন্তরে বিদ্বেষবিষ, মুখে সখ্যভাব,
বন্ধুত্ব এদের সনে? বন্ধুত্ব হইতে
বিরোধ সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ বাঞ্ছনীয়।
দলপতিক্ষত্রগণ, দিল্লীশ্বর সনে
সম্ভব কি ক্ষত্রিয়ের বন্ধুত্ব-স্থাপন?
আলাউদ্দিনের কথা ভুলিলে কি, হায়?
ভুলিলে কি পদ্মিনীর বীরত্বকাহিনী?
ক্ষত্রিয়শোণিতবিন্দু যতদিন দেহে
হবে প্রবাহিত, বল, ভুলিবে কি কভু
ক্ষত্রিয়-সন্তান এই কলঙ্কের স্মৃতি?
ভুলিবে কি ভীমসিংহে করিতে উদ্ধার
ক্ষত্রিয় বীরের সেই আত্ম-বলিদান,
দ্বাদশবর্ষীয় শিশু বাদলের কথা?
ভুলিবে কি পদ্মিনীর, বীরাঙ্গনাদের,
ভীষণ জহরব্রত, অনলে প্রবেশ
স্বেচ্ছায় অম্লান মুখে? রাজপুতনায়
একটি শিশুও, হায়, রবে যতদিন

জীবিত, রহিবে এই অত্যাচার-স্মৃতি
জাগ্রত হৃদয়ে তার।" থামিল কুমার
রোষকষায়িতনেত্র, প্রদীপ্তআনন।
প্রদীপ্তআনন ক্ষত্রবীর অষ্টজন।
কহিলা কুমার পুনঃ—"আমার এ মত—
কোন পক্ষে যোগদান না করি এখন
উচিত অপেক্ষা, হেরি যুদ্ধ-ফলাফল
করিতে হইবে কর্ত্তব্যের নির্দ্ধারণ"
"আমাদেরো এই মত"—কহিল উঠিয়া
সমস্বরে আজমীর-মালব-ঈশ্বর,
দলপতিগণ। কহিলেন মহারাণা—
"সকলের যেই মত, আমারো সে মত।
কুমার কহিল যাহা সত্য বটে সব।
কি বিশ্বাস মিত্রতায় ইব্রাহিম সনে,
ধর্ম্মভয় একবিন্দু নাই প্রাণে যার?
মুখে এক কথা, কার্য্যে কিন্তু অন্যরূপ,
অবিশ্বাস, কপটতা, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা,
ছলে, বলে, কৌশলে বা যে কোন প্রকারে,
স্বার্থসিদ্ধি যার, হায়, একমাত্র সার,
কি বিশ্বাস সে ধূর্ত্তকে? যে করে বিশ্বাস

মূঢ় সে, নির্ব্বোধ অতি হবে অনুচিত;
যোগদান কোনপক্ষে, উচিত অপেক্ষা।
মদোন্মত্ত করিদ্বয় পরস্পরাঘাতে
হবে যবে হীনবল, ঘটিবে সুযোগ
তখন উভয় শত্রু করিতে বিনাশ,
করিতে ভারতে পুনঃ সাম্রাজ্য স্থাপিত
হিন্দুদের, আর্য্যদের প্রণষ্ট গৌরব
করিতে পুনরুদ্ধার —

"প্রতিহারী এক
হেনকালে ধীরে ধীরে করিলা প্রবেশ।
কহিলা বিনীতভাবে ধীরে — "মহারাণা,
উপস্থিত দূত এক দিল্লীশ্বর হ'তে।"
রাণার আদেশে দূতে মন্ত্রণাভবনে
করি উপস্থিত ধীরে করিলা প্রস্থান।
আভূমি মস্তক নত করিয়া রাণায়
কহে দূত — "মহারাণা, তব সন্নিধানে
দিল্লীশ্বর এ অধমে করিলা প্রেরণ
জানাইতে সম্রাটের প্রীতিসম্ভাষণ।
পঞ্জাবশাসনকর্ত্তা দৌলৎখাঁ পামর
বিদ্রোহ ঘোষণা করি দিল্লীর বিরুদ্ধে,

কাবুলের অধিপতি বাবর সমীপে
হইয়াছে কৃপাপ্রার্থী, বাবর দুর্ম্মতি
হইয়া সাম্রাজ্য-আশে আশান্বিত প্রাণ
হইয়াছে প্রতিশ্রুত সাহায্য-প্রদানে,
নিয়ে সৈন্যদল আসে ভারতাভিমুখে
হুমায়ুন, কামরাণ, পুত্রদ্বয় সাথে।
দিল্লীশ্বর করে আশা, — মিবারাধিপতি
দিল্লীশ্বরে করিবেন সাহায্য প্রদান,
করিবেন রাজ্যলোভী দুর্ম্মতি বাবরে
উপযুক্ত দণ্ডদান, দুরাকাঙ্ক্ষা তার
সমূলে বিনাশ করি, নতুবা নিশ্চয়,
নহে অসম্ভব, এই দুরাশাতাড়িত
মহাবাত্যা মিবারেও হবে প্রবাহিত।"
থামি ক্ষণকাল দূত কহিলা আবার —
"উপস্থিত এইস্থানে — সৌভাগ্য আমার —
মালব ও আজমীর-অধিপতিদ্বয়,
আশাকরি, দিল্লীশ্বরে সাহায্য প্রদানে
নহে অসম্মত তাঁরা, অবশ্য সময়ে
দিল্লীশ্বর করিবেন প্রতিদান তার।
রাণার ও আজমীর-মালবরাজের

অভিপ্রায় দিল্লীশ্বরে করিতে হইবে
জ্ঞাপন সন্ধ্যার পূর্ব্বে, আদেশ এরূপ
সমর্পিত সম্রাটের এই ক্ষুদ্র দাসে।”

রাণা — অসমর্থ মহারাণা সাহায্যপ্রদানে
দিল্লীশ্বরে, অর্থাভাব প্রধান কারণ,
কহিও সম্রাটে, যেন করেন মার্জ্জনা
রাণায়, দুঃখিত তিনি না পারি করিতে
সম্রাটে সাহায্যদান।

উদয় — কহিও সম্রাটে —
পঞ্জাবশাসনকর্ত্তা দৌলৎখাঁর সনে
কেন তাঁর এ বিবাদ, নহে অবিদিত
মিবারের, ক্ষত্রগণ চিরধর্ম্মভীরু,
অধর্ম্মে সাহায্যদান — প্রাণান্তেও কভু
করে না ক্ষাত্রিয়গণ।

পঞ্জাবশাসক

দূত —
দৌলৎখাঁ সম্রাটে কন্যা করিতে প্রদান
ছিলেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ — এতাধিক, হায়,
উচ্চাকাঙ্ক্ষা পঞ্জাবের আছে কি আবার ?
দিল্লীর সম্রাটে বরি জামাতার পদে
হইতেন, ভাগ্যবান আপনি স্বয়ং,

হইত সৌভাগ্যবতী দুহিতা তাঁহার
পতিরূপে দিল্লীশ্বরে পাইয়া জীবনে।
কিন্তু তাঁর কি দুর্ম্মতি ঘটিল আবার —
অসম্মত দিল্লীশ্বরে দুহিতা-প্রদানে।
এই অবমাননার নিতে প্রতিশোধ
দিল্লীশ্বর দূত এক করিলা প্রেরণ
পঞ্জাবে — সপ্তাহ মধ্যে যদ্যপি কন্যায়
দৌলৎখাঁ সম্রাট-করে না করে প্রদান
পঞ্জাব বিরুদ্ধে যুদ্ধ হইবে ঘোষিত,
তদবধি এ বিবাদ।
শুধু এইটুকু

উদয় —

নহে বিবাদের হেতু, সম্রাট-আদেশে
দিলীরখাঁ দৌলৎখাঁর জন্মোৎসবদিনে
ছদ্মবেশে কুলসমে করিয়া হরণ,
সংজ্ঞাহীণ অবস্থায় নিতে অশ্বপৃষ্ঠে
গিরিপথে, মম সনে হয় দরশন।
ইহাও কি বিবাদের অন্যতম হেতু
নহে দূত?

দূত — সত্যবটে, ইহাও কারণ
বিবাদের অন্যতম, কিন্তু, যুবরাজ,

ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য এ নহে নিশ্চয়।
এইরূপে বাক্‌দত্তা কন্যার হরণ
ধর্ম্মানুমোদিত, এই দৃষ্টান্ত বিরল
নহে রাজস্থানে, নহে ক্ষত্রিয়ের মাঝে।

উদয় — সত্যবটে, বাক্‌দত্তা কন্যার হরণ
নহে ধর্ম্মবিগর্হিত ক্ষত্রিয়ের মাঝে,
নহে কিন্তু এইরূপ তস্করের ন্যায়,
বিশেষতঃ দৌলৎখাঁর ছিল না কিঞ্চিৎ
অভিপ্রায়, দিল্লীশ্বরে করিতে প্রদান
একমাত্র দুহিতায়, কিম্বা কুলসম
বিন্দুমাত্র অনুরক্ত ছিল না সম্রাটে।
এ কেবল প্রতিহিংসা-সাধনমানসে
অত্যাচার অসহায়া রমনীর প্রতি —
ইন্দ্রিয়চরিতার্থতা পাশব শক্তিতে।

দূত — হ'তে পারে, যুবরাজ, অক্ষম এ দাস
সম্রাটের অভিপ্রায় করিতে জ্ঞাপন।
মহারাণা, আসি তবে।

করিলা প্রস্থান
আনত বদনে দূত ধীর পদক্ষেপে
ঈষৎআরক্তমুখ। প্রতিহারী অন্য

কহিলা প্রবেশি ধীরে — "মহারাণা, দূত
উপস্থিত অন্য এক পঞ্জাব হইতে।"
প্রতিহারী সনে দূত করিলা প্রবেশ,
কহিলা, রাণায় করি সম্ভ্রমে প্রণাম —
"মহারাণা, পঞ্জাবেশ দৌলৎখাঁ আমায়
প্রেরিছেন তব পাশে, বিজ্ঞাপিতে তাঁর
কৃতজ্ঞতা, ধন্যবাদ করিতে প্রদান।
একমাত্র কন্যা তাঁর প্রাণাধিক প্রিয়
কুলসমে রক্ষা করি পশুর অধম
অত্যাচারী দিল্লীশ্বর-কবল হইতে,
করি সংজ্ঞাহীণ দেহে জীবন প্রদান
শুশ্রূষায়, মহারাণা, কুমার উদয়,
করেছেন দৌলৎখাঁয় আজীবনব্যাপী
যেই কৃতজ্ঞতাঋণে বদ্ধ, মহারাজ,
শোধিতে সে ঋণ শক্তি নাই দৌলৎখাঁর
জীবনদানেও কভু।"

রাণা — কহিও, হে দূত,
দৌলৎখাঁয়, মহারাণা, কুমার উদয়,
করেছেন যাহা তাহা ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের,
ধর্ম্ম মানবের পুনঃ, না করিলে তাহা

হইত অধর্ম্ম মহা, কর্ত্তব্য-লঙ্ঘন।
রাজপুত্রী কুলসম কেমন এখন?

দূত — সম্পূর্ণ নীরোগ এবে, সুস্থা পূর্ব্বমত।
দিবানিশি কুমারের প্রশংসা বদনে।
মহারাণা, শুনেছেন কুলসমমুখে
সম্রাটের অত্যাচারকাহিনীনিচয়।
যেই নরাধম পশু দিল্লী-সিংহাসনে
উপবিষ্ট, অত্যাচারে সাম্রাজ্য যাহার
জর্জ্জরিত, মহারাণা, নহে কি উচিত
উপযুক্ত শাস্তিদান সেই নরাধমে?
রাজকুলগ্লানি, নরপশু, ইব্রাহিম
বহুদিন যদি আর দিল্লী-সিংহাসনে
থাকে অধিষ্ঠিত, তবে জানিবে নিশ্চিত
সোণার ভারতবর্ষ হবে ছারখার,
হবে দেশ পরিণত শ্মশানে ভীষণ।
কাবুলের অধিপতি বাবর দুর্জ্জয়
তৈমুরের বংশধর, শুনি সম্রাটের
কলঙ্ককাহিনী যত, আসিছে ভারতে
নিয়ে সৈন্যদল সাথে সমরকুশল,
হুমায়ুন, কামরাণ, পুত্রদ্বয় সনে,

শাসিতে এ নরাধমে ; কিন্তু, মহারাণা,
শুনিলাম, দিল্লীশ্বর প্রেরিয়াছে দূত
সাহায্য প্রার্থনা করি রাণার নিকট।
মিবারাধিপতি রাণা বিদিত জগতে
পরমধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ, সম্ভব কি কভু,
করি এই দুরাচারে সাহায্য প্রদান,
অধর্ম্মে প্রশ্রয়দান করিবেন তিনি ?

রাণা — সত্যবটে, দিল্লীশ্বর প্রেরি দূত এক
করিয়াছে মিবারের সাহায্য প্রার্থনা।
এইমাত্র দূত কিন্তু গিয়াছে ফিরিয়া
নিয়ে এ সংবাদ — 'মিবারাধিপতি রাণা
অসমর্থ অভীপ্সিত সাহায্য প্রদানে।'

দূত — মিবারাধিপতির এ যোগ্য প্রত্যুত্তর।
অত্যাচারী দিল্লীশ্বরে সাহায্য-প্রদানে
না হইয়া প্রতিশ্রুত, করেছেন রাণা
ন্যায়পরায়ণতার পরিচয় দান,
রাণার সাহায্যলাভে হইত যদ্যপি
কৃতকার্য্য দিল্লীশ্বর, তাহলে নিশ্চয়
হইত দুষ্কর এই দুষ্টের শাসন।
নহে অসম্ভব এই অকৃতজ্ঞ, পশু

তৃতীয় সর্গ

রাণার সাহায্যে করি শত্রু পরাজয়
রাণার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিত ঘোষণা
দুগ্ধপুষ্ট কৃষ্ণসর্প-দংশনের ন্যায়।
দৌলৎখাঁ অধিকতর হবেন কৃতজ্ঞ
মহারাণাপ্রতি, শুনি এ কার্য্য তাঁহার।
সম্ভব সহসা হবে পঞ্জাবে দিল্লীতে
সমরাভিনয়, যবে কাবুলাধিপতি
বাবর ভারতবর্ষে হবে উপস্থিত।
জানিতে বাসনা এই আসন্ন সমরে,
দিল্লী ও পঞ্জাবে এই সংঘর্ষনকালে,
মহারাণা কোন্ পন্থা করিবে গ্রহণ।

রাণা — অনিশ্চিত অদ্যাবধি, নিশ্চিত এটুক
মিবার কোনও পক্ষে করিবে না কভু
যোগদান, নিরপেক্ষ থাকিবে সমরে,
সাক্ষীরূপে উভয়ের, করিবে দর্শন
ফলাফল, পক্ষে তাঁর দিল্লী ও পঞ্জাব
সমতুল্য, নহে শত্রু, নহে মিত্র কেহ।
হ'তে পারে, ইব্রাহিম দুষ্ট দুরাচার
পরম অধর্ম্মাচারী, কিন্তু মিবারের
নহে শত্রু, দৌলৎখাঁর সনে সম্রাটের

যদ্যপি বিবাদ, কিন্তু মহারাণা সনে
অদ্যাবধি অসদ্ভাব হয়নি কখন,
অধর্ম্মে প্রশ্রয়দান প্রাণান্তেও কভু
করিবে না মহারাণা যদিও জীবনে,
দুষ্টের শাসনভার তেমতি কখন
করিবে না মহারাণা সহস্তে গ্রহণ।
বিধাতার ন্যায়দণ্ড আছে বিদ্যমান
চিরদিন, অধর্ম্মের হবে পরাজয়,
ধর্ম্মের বিজয় ধ্রুব, কি শক্তি তাঁহার,
কে তিনি সে ন্যায়দণ্ড করিতে ধারণ?

দূত — মহারাণা, কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদ
করুন গ্রহণ, রাজকুমার উদয়,
রাজপুত্রী কুলসম হয়নি বিস্মৃত
জীবনদাতায় তাঁর, হইবে না কভু
এজীবনে, করিতেছে সতত প্রার্থনা
কুমারের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের তরে।

কহি এত ধীরে দূত করিলা প্রস্থান।
কহিলেন মহারাণা — "আজমীরপতি,
মালবের অধীশ্বর, দলপতিগণ,
ভারত-আকাশে যেই কৃষ্ণ মেঘখণ্ড

তৃতীয় সর্গ

হইল সূচিত আজ, কে বলিতে পারে
ক্ষুদ্র এই মেঘখণ্ড সমগ্র আকাশ
ছাইবে না একদিন, করিয়া সৃজন
মহাবাত্যা বিভীষণ, যে বিপ্লববহ্নি
হলো প্রজ্জ্বলিত আজ, কে বলিতে পারে
কিরূপে, কোথায় তার হবে পরিণতি ?
কত রাজ্য, কত দেশ হবে ভস্মীভূত।
কেবা জানে কোন্ গুপ্ত নীতি বিধাতার
আছে লুকায়িত এই সমস্যাভিতর,
কে জানে ভারতবর্ষে হইবে আবার
কি এক পরিবর্ত্তন, কিম্বা যুগান্তর!

চতুর্থ সর্গ।

পঞ্জাব — দৌলৎখাঁর প্রাসাদ।

(১)

অপরাহ্ন বসন্তের কি শান্ত নির্ম্মল,
কি এক অপূর্ব্ব শান্তিপূর্ণ দিঙ্মণ্ডল!
বসি কক্ষ-বাতায়নে
ফুলসম এক মনে
চিন্তামগ্ন, একাকিনী, স্থির, অবিচল,
চাহিয়া প্রকৃতি পানে, কি দৃষ্টি তরল!
কি শান্তি, কি সরলতা,
হৃদয়ে কি পবিত্রতা,
কি শান্তি নয়নে, কিবা শান্তি ক্ষুদ্রাননে,
পাষাণপ্রতিমা চারু বসি ধ্যানাসনে!

(২)

অদূরে পাষাণ-বক্ষ করি আলিঙ্গন,
প্রকৃতির নীলাঞ্চলে আবরি আনন,
মৃদু 'কুলুকুলু' স্বরে
বহে স্রোতঃস্বিনী ধীরে
কি এক প্রণয়গীতি গাইয়া মোহন!
এক মনে, এক প্রাণে,
সুদূর সাগর পানে
ছুটিয়াছে কল্লোলিনী প্রেমমুগ্ধ মন,
নাই দিবা, নাই রাত্রি, বহে অনুক্ষণ।

(৩)

রাখি গণ্ড বাতায়নস্থিত করতলে
রাজপুত্রী ফুলসম বসিয়া বিরলে।
চাহিয়া তটিনী পানে
কি চিন্তা জাগিছে প্রাণে?
কি উচ্ছ্বাস, কি তরঙ্গ উঠিছে হৃদয়ে?
জাগিছে কি নব আশা,
নব সুখ ভালবাসা,
আকুল করিয়া প্রাণ বিরহবিধুর
জাগিছে কি অতীতের স্মৃতি সুমধুর?

(৪)

বহিছে বসন্তানিল থাকিয়া থাকিয়া
মধুর শীকরাসুগন্ধ, ধীরে কাঁপাইয়া
ক্ষুদ্র কেশগুচ্ছ ভালে,
সূক্ষ্ম চারু নীলাঞ্চলে,
সদ্যাবকাশিত ফুল্ল কুসুম সৌরভ
কার ধীরে আহরণ
করিতেছে বিতরণ
দিগন্তে, বিমুগ্ধ চিত্ত, বিমোহিত প্রাণ,
অযাচিত কুসুমের পরিমল দান!

(৫)

নিস্পন্দ শরীর, নেত্র পলকবিহীন,
বসি কূলসম, যেন বাহ্যজ্ঞানহীন!
সুদূর প্রকৃতি পানে
চাহিয়া উদাস প্রাণে
চিন্তামগ্ন, ভাবমুগ্ধ, চিত্রাপিতপ্রায়,
অতীতের কি স্বপন,
সুখস্মৃতি কি মোহন,
জাগিয়াছে প্রাণে আজ, করিয়া হৃদয়
আকুল, বিমুগ্ধ, প্রাণ করি প্রেমময়?

(৬)

আত্মহারা ফুলসম, তন্ময়হৃদয়,
সুদূর অনন্ত পানে বদ্ধ নেত্রদ্বয়,
লক্ষ্যহীন, জ্ঞানহীন,
কি এক চিন্তায় লীন,
শূন্যমন, শূন্যপ্রাণ, অনন্যহৃদয়।
ক্ষীণকণ্ঠে, মৃদুস্বরে,
উঠিল সঙ্গীত ধীরে,
অলক্ষ্যে, অজ্ঞাতে বীণা উঠিল বাজিয়া
কি মধুর, কি কোমল, মৃদু ঝঙ্কারিয়া!

গীত।

তোমারি কুঞ্জকুসুমমালিকা
পরাব তোমার গলে,
তোমারি কুঞ্জকুসুমকলিকা
দিব তব পদতলে!
তোমারি শূন্য কুটীরের দ্বারে
গাইব তোমারি গান,
তোমারি নীরব তন্ত্রীর তারে
তুলিব তোমারি তান!
তোমারি রচিত দেব-আলয়ে —
তোমারি স্বর্ণ আসনে,

তোমারি মূরতি স্থাপিয়া হৃদয়ে
পূজিব প্রেম-প্রসূনে!
তোমারি প্রাচীরগ্রথিত দর্পণে
হেরিব তব আনন,
তোমারি বিজন বিরহশয়নে
হেরিব তব স্বপন!
তোমারি প্রণয়স্মৃতিমধুর
প্রেমপ্রফুল্লানন,
ধরিয়া হৃদয়ে বিরহবিধুর
কাটিব দীর্ঘ জীবন!

(৭)

থামিল সঙ্গীত ধীরে বীণার ঝঙ্কার,
একটি তরঙ্গ উঠি মিশিল আবার
অনন্ত বারিধিনীরে
অজ্ঞাতে, অলক্ষ্যে, ধীরে,
বিজন প্রকোষ্ঠে ক্ষুদ্র স্তব্ধ পুনর্ব্বার,
চিন্তামগ্ন কুলসম
পাষাণ মূরতি সম,
বসি পূর্ব্ববৎ শান্ত স্থির অবিচল,
শোভে ক্ষুদ্র অশ্রুবিন্দু নেত্রে সমুজ্জ্বল!

(৮)

খুলিয়া প্রকোষ্ঠদ্বার ধীরে, সন্তর্পনে
প্রবেশিলা নারী এক মন্থর চরণে,
চেয়ে কুলসম পানে
স্তম্ভিত বিস্মিত প্রাণে
থামিলা অমনি নারী নীরব নিশ্চল,—
একি মূর্ত্তি চিত্রার্পিত,
বিশ্বজ্ঞানবিরহিত,
একি ধ্যান, একি চিন্তা, রাজকুমারীর
একি ভাবান্তর আজি প্রশান্ত গভীর!

(৯)

চেয়ে ক্ষণকাল শান্ত স্থির মূর্ত্তি পানে
ডাকিলা রমনী ধীরে ক্ষীণ মৃদুতানে —
"প্রিয়সখি, কুলসম"
চারু শৈলমূর্ত্তি সম
নিরুত্তর কুলসম — যেন সংজ্ঞাহীন,
"প্রিয়সখি, চাও ফিরে"
ডাকিলা রমনী ধীরে
পুনর্ব্বার, কুলসম কিন্তু নিরুত্তর,
বসি নারীমূর্ত্তি শান্ত, নীরব প্রস্তর!

(১০)

চুপি চুপি আসি ধীরে করিতে স্থাপন
ফুলসম-স্কন্ধে কর — ভাঙ্গিল স্বপন,
চমকি বিস্মিত প্রাণে
চাহিলা সখীর পানে,
দুজনের পানে চেয়ে নীরব দুজন!
একি প্রেম-পারাবার,
বহে ক্ষীণ অশ্রুধার
প্লাবিয়া কপোল, নেত্রে রাজকুমারীর
একি অশ্রু, ফুলদলে কেন এ শিশির?

(১১)

কি এক বিষাদমাখা নিষ্প্রভ আনন,
মেঘ-অন্তরালে শশী মলিন যেমন।
মুছি অঞ্চলের কোণে
অশ্রুধারা দুনয়নে
কহিলা রমনী ধীরে — "রাজকুমারীর
একি চিন্তা, একি ধ্যান,
কি দুঃখপীড়িত প্রাণ,
কি বিষাদ আজি প্রাণে, কেন এ হৃদয়
দুঃখনিপীড়িত আজি, কেন শোকময়?

চতুর্থ সর্গ

(১২)

বাবর কাবুলপতি আজি উপস্থিত
নিয়ে পুত্রদ্বয়ে সাথে, সৈন্য অগণিত,
অভ্যর্থনা তরে তাঁর
সজ্জিত নগর-দ্বার,
বহে উৎসবের স্রোত প্লাবিয়া নগর,
আজি উৎসবের দিনে
এ বিষাদ কেন প্রাণে?
কেন শোভে রবিকরে বরষার নীর?
কেন হর্ষে এ বিষাদ হৃদয়ে গভীর?

(১৩)

কি মধুর অপরাহ্ণ শান্ত বসন্তের,
কি আনন্দ, কি উল্লাস, কি শান্তি বিশ্বের!
চারিদিকে সুখহাসি,
হৃদয়ে আনন্দরাশি,
আনন্দে নিমগ্ন ধরা, দিগঙ্গনাগণ,
চারিদিকে শোভাময়
প্রণয়ের অভিনয়,
কেন এ বিষাদ শুধু হৃদয়ে তোমার?
তোমার নয়নে কেন বহে অশ্রুধার?

(১৪)

ওই হের বহে দূরে তটিনী কেমন
সুদূর সাগর পানে প্রেমমুগ্ধমন!
শৈল-অঙ্কে স্রোতঃস্বিনী
পতিবক্ষে সীমন্তিনী
স্বপ্নমুগ্ধা, লুক্কায়িত নিদ্রিত আনন,
হৃদয়ে কি উচ্ছ্বসিত
উর্ম্মিমালা অগণিত
কি সুষমা উদ্বেলিত নব যৌবনের,
কি সঙ্গীত সুমধুর কণ্ঠে প্রণয়ের?

(১৫)

হের, সখি, অপরাহ্ণ-রবির কিরণ
পড়ি তটিনীর নীরে, কি ছবি মোহন
সৃজিয়াছে প্রণয়ের,
কিবা চিত্র মিলনের
সুনীল সলিল-বক্ষে শোভে নিরুপম,
সুনীল তটিনী-নীরে,
শত ক্ষুদ্র ঊর্ম্মি-শিরে,
কণক কিরণ-রশ্মি সৃজিয়াছে কিবা
মধুর প্রেমের বিশ্ববিমোহিনী শোভা!

চতুর্থ সর্গ

(১৬)

আবার ওদিকে হের, ফুলবালা সনে
মধুকর রত কিবা প্রেম-আলাপনে!
সোহাগের কি গুঞ্জন!
প্রণয়ের কি চুম্বন
অর্দ্ধবিকশিতা ফুলকামিনী-অধরে!
অমিয় করিয়া পান
প্রেমউচ্ছ্বসিত প্রাণ,
মধুকর ফুলে ফুলে করি বিচরণ
করিতেছে কি আনন্দে মধু আহরণ!

(১৭)

বহিছে বসন্তানিল উড়াইয়া ধীরে
পত্রাবগুণ্ঠন সূক্ষ্ম, চুম্বি ক্ষুদ্রাধরে
হর্ষে ফুলকামিনীর,
প্রেমোচ্ছ্বাসে কি অধীর!
দেখাইয়া বিশ্বমাঝে বিশ্ববিমোহন
নব যৌবনের শোভা,
সুধাপূর্ণ, মনোলোভা,
কি পুণ্য, কি সরলতা, সৌন্দর্য্য অপার,
কি রূপে কি গুণ! কিবা মূর্ত্তি দীনতার!

(১৮)

ওই হের পুনর্ব্বার, পূর্ণ উচ্ছ্বসিত
মৃদুকল্লোলিনী ক্ষিপ্রা তটিনী সহিত
প্রেমক্রীড়া অনিলের,
বিনিময় হৃদয়ের,
কি অপূর্ব্ব উভয়ের প্রেম-আলিঙ্গন!
অপরূপ কি তরঙ্গ!
কি সুন্দর বীচিভঙ্গ,
অনিলে সলিলে কিবা প্রেম-অভিনয়,
কি আবেগ ভালবাসা, কি মুগ্ধ হৃদয়!

(১৯)

সুদূর আকাশে ওই হের শোভাময়
মেঘে মেঘে কি তরঙ্গ, কি প্রেম প্রণয়!
মেঘখণ্ড নিরমল
রবিকরে সমুজ্জ্বল,
সিন্দূররঞ্জিত নভঃ শোভে দীপ্তিময়,
তরঙ্গিত নভঃস্থল
তরঙ্গিত সিন্ধুজল,
কি শান্তি গগণে, নীরে, পবিত্র মহান্!
কি প্রণয়, কিবা প্রেমউচ্ছ্বসিত প্রাণ!

চতুর্থ সর্গ

(২০)

স্বয়ং প্রকৃতিরাণী, দিগঙ্গনাগণ,
হের, সখি, ধরিয়াছে কি বেশ মোহন !
নবপুষ্প, কিশলয়,
গুচ্ছে গুচ্ছে শোভাময়,
ফলভারে অবনত বিটপি-নিচয়,
কুসুমিত তরুশাখে
মুগ্ধা পিকবধূ ডাকে
মধুর পঞ্চমে, কুঞ্জ করি মুখরিত,
প্রতিধ্বনি বহে করি কানন প্লাবিত।

(২১)

প্রকৃতির এ উৎসবে, হর্ষ-কোলাহলে
কেন তুমি একাকিনী বসিয়া বিরলে ?
হৃদয়ে জাগে কি দুঃখ,
কেন শুষ্ক ম্লান মুখ ?
এ আনন্দে, এ উচ্ছ্বাসে, কেন এ বিষাদ ?
কেন শশী পূর্ণিমার
মেঘাবৃত অন্ধকার ?
হৃদয়ে জাগিছে আজি কি পাষাণ-ভার ?
বহিছে নয়নে কেন ক্ষীণ অশ্রুধার ?

(২২)

"প্রিয়সখি"— কুলসম উত্তরিলা ধীরে
ম্লান হাসিরেখা ক্ষীণ ফুটিল অধরে —
"সত্য বটে, বসন্তের
আগমনে, জগতের
কি অপূর্ব্ব শোভা, হাসি কিবা নিরুপম !
আজি উৎসবের দিনে
আনন্দ জাগ্রত প্রাণে
প্রকৃতির, মানবের, নিখিল ধরার,
নিরানন্দ শুধু, সখি, হৃদয়ে আমার !

(২৩)

কি বলিব, সখি, শক্তি নাই বলিবার,
আমিও জানি না, কেন হৃদয়ে আমার
উঠে আজি হাহাকার,
কেন এ পাষাণ-ভার
হৃদয়ে ? বিষাদে কেন মগ্ন আজি প্রাণ ?
কেন বহে অশ্রুনীর
নেত্রদ্বয়ে অভাগীর ?
আমিও জানি না — কেন প্রাণে অবসাদ ?
আমিও জানি না — কেন প্রাণে এ বিষাদ ?"

(২৪)

সখী — অসম্ভব, প্রিয়সখি, বেদনা তোমার
তুমিই জান না যদি, কে জানিবে আর?
তুমিই জান না যদি
তোমার হৃদয়-ব্যাধি,
জানিবে কি অন্যজনে কভু একবার?
এ নহে প্রাণের কথা,
হৃদয়ে কেন এ ব্যথা,
কেন আজি সখী হ'তে রাখ লুক্কায়িত?
কি লাভ? — হইবে শুধু ব্যথা দ্বিগুণিত।

(২৫)

কুল — সত্য, সখি, শত চেষ্টা করিয়াছি, হায়,
এই উৎসবের স্রোতেঃ ভাসাইতে কায়,
করিয়াছি চেষ্টা শত
করি দুঃখ বিদূরিত
করিতে প্রফুল্ল প্রাণ, সুখউচ্ছ্বসিত,
হৃদয়ে পাষাণ যার
ফোটে কি অধরে তার
হাসিরেখা? মেঘাবৃত হইলে আকাশ
পূর্ণিমার জ্যোৎস্না কভু হয় কি প্রকাশ?

(২৬)

সখী — কি সে মেঘ? কি পাষাণ হৃদয়ে তোমার?

কুল — কি বলিব, প্রিয়সখি, শক্তি বলিবার
নাই মম।

সখী — একি কথা!
তথাপি হৃদয়-ব্যথা
করিবে গোপন?

কুল — সখি, ক্ষম অপরাধ।

সখী — না না, তাহা হইবে না,
হৃদয়ের এ বেদনা
নিশ্চয় বলিতে হবে, এ মনোবেদন
আজি পারিবে না কভু করিতে গোপন।

(২৭)

এই শোক, এ বিষাদ, নহে আজিকার,
যেদিন মিবার হ'তে নিয়ে রোগভার
আসিয়াছ, সেই দিন
হইতে আনন্দ লীন
তোমার, অধরে হাসি দেখি নাই আর,
আনিয়াছ রোগ সনে
কি এক পাষাণ প্রাণে,

আজিও চাপিয়া আছে হৃদয়ে তোমার
সে বিষাদ, সেই দুঃখ, সে পাষাণ-ভার।

(২৮)

এখনো কি জাগে, সখি, হৃদয়ে তোমার
সেই গত অপমান-স্মৃতি দুর্নিবার ?

কুল — জীবন থাকিতে, হায়,
ভুলিব কি পুনরায়
সেই অপমান ? সখি, সে কি ভুলিবার ?

সখী — তবে কি তাহাই তব
এই দুঃখ অভিনব ?
এই যে বিষাদ, সখি, কারণ তাহার ?

কুল — না, না, তাহা নহে হেতু এই বেদনার।

(২৯)

সখী — আসন্ন সমর এই — কারণ কি তার ?

কুল — অনেকটা।

সখী — কতখানি শুনি একবার।

কুল — ভেবে দেখ, এই রণ,
এই যুদ্ধ-আয়োজন,
কেন — আমি নহি হেতু একমাত্র তার ?

সখী — হ'তে পারে, কিন্তু তাতে

কেন দুঃখ হৃদয়েতে ?

কুল — ক্ষুদ্রা অবলার তরে যদি এ বিবাদ

হবে না কি তবে মম হৃদয়ে বিষাদ ?

(৩০)

না জানি কি ভয়ঙ্কর হইবে সমর !

না জানি উভয়পক্ষে কি অসংখ্য নর —

সৈন্য অগণিত কত

হইবে আহত, হত !

না জানি কি রক্তস্রোতঃ হবে প্রবাহিত !

যে অনল প্রজ্বলিত,

কে বলিবে — ভস্মীভূত

হবে না তাহাতে এই পঞ্জাব প্রদেশ,

হবে না শ্মশানক্ষেত্র ভস্মমাত্রশেষ !

(৩১)

আমা হ'তে হয় যদি রাজ্যের পতন,

পিতার ধ্বংসের যদি আমিই কারণ,

কি ফল রাখিয়া তবে

নগণ্য এ প্রাণ ভবে ?

ততোধিক নহে শ্রেয়ঃ মৃত্যু-আলিঙ্গন ?

সখী — ছিঃ ছিঃ, সখি, হাসি পায়

শুনি তব কথা, হায়,
কেন হেন সর্পভয় পুষ্পমালিকায় ?
কেন বজ্র পতনের ভীতি নীলিমায় ?

(৩২)

কোথায় বাবর — বীরকেশরী সমরে,
কোথা ইব্রাহিম — ভীরু খ্যাত চরাচরে,
বাবরের তুলনায়
ইব্রাহিম শিশুপ্রায়,
সিংহের তুলনায় শৃগাল যেমন !
তদুপরি পুনর্ব্বার
দৌলৎখাঁ সহায় তাঁর,
অগ্নিকুণ্ডে ঘৃতাহুতি, কি সাধ্য দিল্লীর
এই খর সম্মিলিত স্রোতেঃ রবে স্থির।

(৩৩)

কুল — দৌলৎখাঁ সহায় যথা কাবুলপতির,
মিবারের রাণা তথা সহায় দিল্লীর,
মোগল দুর্জ্জয় যথা,
ক্ষত্রিয় দুর্দ্ধর্ষ তথা,
বাবর-সংগ্রাম — কেহ নহে কারো ন্যূন।

সখী — বৃথা তব এই ভয়,

মিবারে প্রেরিত হয়
জানিতে রাণার ইচ্ছা দূত একজন,
ফিরিয়াছে দূত সেই হলো কিছুক্ষণ।

(৩৪)

সত্যবটে ইব্রাহিম, সাহায্য রাণার
চেয়েছিল, কিন্তু রাণা করে অস্বীকার,
করে দূতে প্রত্যাখ্যান,
দিল্লীপক্ষে যোগদান
অসম্ভব পক্ষে তাঁর — রাণার উত্তর,
ধার্ম্মিক সুখ্যাতি তাঁর,
অধর্ম্মের অবতার
ইব্রাহিম, অধর্ম্মের প্রশ্রয় প্রদান
অসম্ভব ক্ষত্রিয়ের থাকিতে পরাণ।

(৩৫)

কুল — ভবিতব্যতার কথা কে বলিতে পারে?
অনিশ্চিত ফলাফল — বিজয় সমরে।
কে বলিবে দিল্লীশ্বর
জিনিবে না এ সমর,
তখন কি হবে যদি ভাবি একবার,
আতঙ্কে শিহরে প্রাণ,

লুপ্ত হয় বাহ্যজ্ঞান,
কি এক নৈরাশ্যে হয় আচ্ছন্ন হৃদয়,
জেগে উঠে কি আশঙ্কা, কি ভীষণ ভয়!

(৩৬)

সখী — বৃথা তব এ আশঙ্কা, অদৃষ্ট-লিখন
যদিও পারে না কেহ করিতে খণ্ডন,
তথাপি জগতে ধ্রুব
অধর্ম্মের পরাভব,
নতুবা জগৎ মিথ্যা, মিথ্যা ত্রিভুবন,
তখন কি হবে, বল,
জগতের কি মঙ্গল,
হবে সিদ্ধ তোমা হ'তে ভেবেছ কখন?
ঘোষিবে তোমার নাম বিশ্ববাসিগণ।

(৩৭)

তোমা হ'তে জগতের উদ্ধার সাধন —
অত্যাচার, অবিচার, দণ্ড, নির্য্যাতন,
কত গুরু উৎপীড়ন
করিবে যে পলায়ন,
কি শান্তি, কি স্বাধীনতা, আসিবে ফিরিয়া,
ভারতের এ দুর্দ্দিন,

চিরতরে হবে লীন,
কি ভীষণ অত্যাচার হবে দূরীভূত,
কি মহান্ সুবিচার হবে প্রতিষ্ঠিত!

(৩৮)

কিন্তু এই বিষাদের অন্ত কি কারণ?
কুল — দেখিতেছি প্রতিরাত্রে কত কুস্বপন।
সখী — কি সে স্বপ্ন?
কুল — ভয়ঙ্কর,
এখনো কাঁপে অন্তর,
স্মরিলে সে স্বপ্ন-কথা কেঁপে উঠে হিয়া।
হেরি স্বপ্ন একবার —
কি যে মূর্ত্তি করুণার
দাঁড়াইয়া শৈলশৃঙ্গে, কি দীপ্ত আনন!
কি অপূর্ব্ব তেজঃপ্রভা করি বিকীরণ!

(৩৯)

কহিল ডাকিয়া মূর্ত্তি — কি মধুর স্বর
পশিল শ্রবণে করি আকুল অন্তর —
'ওই হের শোভে দূরে
গগনস্পর্শী শেখরে
কল্পতরু, মানবের চির মোক্ষধাম,

যা কিছু চাহিবে পাবে,
বিমুখ কভু না হবে,
চাও যদি জীবনের সাধনা তোমার
করিতে সফল, তবে এস একবার।'

(৪০)

'কিরূপে উঠিব আমি?' 'ওই হের পথ।'
দেখিলাম — আছে পথ সরীসৃপ মত
দুর্গম, কণ্টকময়,
হৃদয়ে হইল ভয়,
তবু মরীচিকামুগ্ধা কুরঙ্গিনী প্রায়,
লাগিলাম উঠিবারে,
কহিলা ডাকিয়া ধীরে
পুনঃ মূর্ত্তি — 'সাবধান, পশ্চাতে তোমার
চাহিও না — ফিরিও না — কভু একবার।'

(৪১)

বারেক কাঁপিল হিয়া, চেয়ে মূর্ত্তিপানে
সাহসে বাঁধিয়া বুক ধীরে সন্তর্পনে
উঠিলাম অর্দ্ধপথ,
আর নাহি চলে পদ,
কাঁপে দেহ থর থর, অবসন্ন প্রাণ,

কেন, হায়, নাহি জানি
ভুলি সতর্কতা-বাণী
বারেক চাহিতে নিম্নে স্খলিত চরণ,
পড়িনু অতল গর্ভে বিগতচেতন।

(৪২)

অন্য একদিন, সখি, হেরিনু স্বপন —
বহিতেছে তরঙ্গিনী গর্জ্জিয়া ভীষণ,
কি তরঙ্গ বিভীষণ,
আবর্ত্তের কি গর্জ্জন,
কম্পিত হৃদয় দেহ, বধির শ্রবণ,
দাঁড়াইয়া তীরে তার
একাকিনী নির্ব্বিকার,
হেরিয়া প্রলয়-দৃশ্য, তাণ্ডব নর্ত্তন ;
দাঁড়াইয়া অন্য তীরে পান্থ একজন।

(৪৩)

করি নিমজ্জিত সিন্ধু-গর্জ্জন ভীষণ
কহিল ডাকিয়া পান্থ — 'কর প্রদর্শন
অনন্ত সুখের স্থান
এই তীরে বর্ত্তমান,
ধরাতলে স্বরগের নন্দনকানন,

নাই শোক, নাই দুঃখ,
পাইবে অনন্ত সুখ,
চাও যদি এ জীবনে পাইতে তোমার
হৃদয়বাঞ্ছিত ধন, এস একবার।'

(৪৪)

'কিরূপে হইব পার?' — 'হের সেতু দূরে'
দেখিলাম — আছে সেতু তটিনী উপরে
সূক্ষ্ম ও দোলায়মান,
কাঁপিয়া উঠিল প্রাণ,
উঠিলাম ধীরে ধীরে কম্পিতহৃদয়,
কহে পান্থ — 'সাবধান
ভ্রমেও থাকিতে প্রাণ
চাহিও না নিম্নমুখে, ঘটিবে বিপদ।'
চলিলাম ধীরে ধীরে কম্পমান পদ।

(৪৫)

অর্দ্ধসেতু-পথে আসি অবসন্ন মন,
গর্জ্জিছে তরঙ্গ নিম্নে দ্বিগুণ ভীষণ,
দোলে সেতু ঘন ঘন,
ভয়অভিভূত মন,
ঘুরিল মস্তক, বিশ্ব হইল আঁধার,

চাহিতে তটিনী পানে
কি আতঙ্ক জাগে প্রাণে,
টলিল চরণদ্বয়, নিমেষে তখন
অতল জলধিগর্ভে করিনু শয়ন।

(৪৬)

মুহূর্ত্তে ভাসিল দেহ, পর্ব্বতপ্রমাণ
আসিতে তরঙ্গ এক কেঁপে উঠে প্রাণ,
কভু দেহ ভাসমান,
কভু নিমজ্জিত প্রাণ,
তরঙ্গ-আঘাতে দেহ হইল জর্জ্জর,
দেখি, ভাসে উর্ম্মি-শিরে
শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড দূরে
ছুটিতে তাহার পানে, দেখি বিভীষণ
আসিছে হাঙ্গর মুখ করিয়া ব্যাদন।

(৪৭)

আর একদিন, সখি, হেরিনু স্বপন —
গিয়েছি অরণ্যে পুষ্প করিতে চয়ন,
তুলিতে তুলিতে ফুল
না জানি কখন ভুল,
পড়িলাম বহুদূরে সঙ্গিগণ হ'তে।

চতুর্থ সর্গ

পুষ্পগন্ধে আত্মহারা
হইলাম পথহারা,
খুঁজিয়া না পাই পথ, চতুর্দ্দিকে মম
ভীষণ কণ্টকবন শৈলকক্ষ সম।

(৪৮)

সহসা হেরিনু দূরে অরণ্যকুসুম
শোভিছে সম্মুখে মম কিবা নিরুপম,
কি বিচিত্র বর্ণ তার,
কি স্নিগ্ধ অমিয়াধার,
কি সৌন্দর্য্য, কি সৌরভ, আকুলিত প্রাণ,
ছুটিতে কুসুম তরে
ভীষণ শার্দ্দূল দূরে
কাঁপাইয়া বনভূমি উঠিল গর্জ্জিয়া,
হস্তস্থিত পুষ্পগুচ্ছ পড়িল ঝরিয়া!

(৪৯)

পারি না ডাকিতে কাকে, রুদ্ধ কণ্ঠস্বর,
পারি না চলিতে — পদ নিশ্চল প্রস্তর,
মুখে নাহি বাক্য সরে,
চরণ ভাঙ্গিয়া পড়ে,
শত চেষ্টা করি পদ নহে অগ্রসর।

অন্যদিন এ স্বপন —
গৃহে অগ্নি বিভীষণ
প্রজ্বলিত, আমি বদ্ধ প্রকোষ্ঠে আমার,
পাই না খুঁজিয়া চিরপরিচিত দ্বার।

(৫০)

চারিদিকে কালানল গর্জ্জিছে ভীষণ
আমার প্রকোষ্ঠ ক্ষুদ্র করিয়া বেষ্টন,
কক্ষে গাঢ় অন্ধকার,
অর্গল-আবদ্ধ দ্বার,
আমি কক্ষতলে পড়ি উন্মাদিনী প্রায়,
আসে অগ্নিজিহ্বা শত,
আসে ধূম্র পুঞ্জীভূত,
ক্ষুদ্র বাতায়ন-পথে প্রকোষ্ঠে আমার,
করি দ্বিগুণিত গাঢ় কক্ষ-অন্ধকার।

(৫১)

ছুটিতে গবাক্ষ পানে প্রাণের আশায়
বাজিল প্রাচীর ভালে পাষাণের প্রায়,
ছুটাছুটি কক্ষমাঝে,
চরণে উত্তাপ বাজে,
তথাপি না হেরি কোন পলায়ন-পথ।

অবসন্ন দেহ মন,
ধূম্রঅন্ধ দুনয়ন,
পরিপূর্ণ কক্ষ ধূম্রে অবরুদ্ধ শ্বাস,
অতি কষ্টে নাসারন্ধ্রে বহে না নিশ্বাস।

(৫২)

এইরূপ স্বপ্ন কত বিভীষিকাময়,
হেরি রাত্রে কি আতঙ্ক-আচ্ছন্ন হৃদয় —
থামে ধীরে কুলসম
পাষাণমূরতি সম
আবার নীরব, ভয়-অভিভূত প্রাণ।

সখী — এরূপে দুশ্চিন্তা যদি
জাগে প্রাণে নিরবধি
তা হলে অবশ্যম্ভাবী হেন কুস্বপন।
কেন, সখি, এই ভয় প্রাণে অনুক্ষণ?

(৫৩)

যতই ভাবিবে, সখি, বৃদ্ধি পাবে তত
এ আশঙ্কা, এ দুশ্চিন্তা হবে দ্বিগুণিত,
হেরিবে তত নিশ্চয়
স্বপ্ন বিভীষিকাময়
বনব্যাঘ্রাপেক্ষা মন-ব্যাঘ্র ভয়ঙ্কর।

যেরূপ করিবে ভয়,
সেরূপ হবে নিশ্চয়,
যে বর্ণের কাচ নেত্রে করিবে ধারণ
বিশ্বমাঝে সেই বর্ণ করিবে দর্শন।

(৫৪)

এতক্ষণে বুঝিলাম, কেন আজি তব
এ বিষাদ, এই দুঃখ, ব্যথা অভিনব,
কিন্তু সব ভিত্তিহীন,
মুহূর্ত্তে হইবে লীন
হৃদয়ের এ বিষাদ, এ দুঃখ নীরব,
যদি এ পাষাণ-ভার
কাল্পনিক দুশ্চিন্তার
মানস হইতে তব কর দূরীভূত,
এ আশঙ্কা, এ অশান্তি, হবে তিরোহিত।

(৫৫)

ভুলে যাও এ বিষাদ, হও বিস্মরণ
হৃদয়ের এ অশান্তি, ভয় অকারণ,
আজি উৎসবের দিনে
বিষাদ রেখো না প্রাণে,
হৃদয়ে নবীন আশা কর জাগরিত,

ভাবিও না অমঙ্গল,
হৃদয়ে পাইবে বল,
দুর্ভাবনামেঘমুক্ত হউক হৃদয়,
উঠুক ফুটিয়া জ্যোৎস্না শুভ্র সুধাময়!

(৫৬)

অদূরে আসিছে ধীরে নবীন জীবন
নিয়ে কি নবীন সুখ অজ্ঞাত মোহন,
নব সুখ, নব আশা,
নব প্রেম ভালবাসা,
জাগুক হৃদয়ে তব নবীন প্রণয়,
ঘুচুক এ অশ্রুরাশি,
ফুটুক অধরে হাসি,
উঠুক ধ্বনিয়া কণ্ঠে নবীন সঙ্গীত
এ উৎসব-দিনে দুঃখ করি বিদূরিত।"

(৫৭)

নীরবিলা সখী ধীরে, বসি নিরুত্তর
রাজপুত্রী কুলসম আকুল অন্তর।
কি এক আশা ও ভয়
আকুল করি হৃদয়
ছদ্মবেশে লুক্কায়িত জাগে নিরন্তর।

পাণিপথ

ক্ষীণকণ্ঠে, মৃদুস্বরে,
সঙ্গীত উঠিল ধীরে,
বাজিয়া উঠিল বীণা — কি করুণ স্বর!
গায়িকা ও শ্রোত্রী—দুই আকুল অন্তর!

গীত

কি আর গাইব, সখি, কি শুনিবে গান?
নাই সে বীণাটি আর,
ভগ্ন, চূর্ণ, ছিন্নতার,
নাই সে রাগিনী, সখি, নাই সেই তান।
সেই কুসুমের হাসি,
সেই জ্যোছনার রাশি,
নাহি ফুটে দিবানিশি, আজি সব ম্লান।
মৃদু সমীরণ আর
খোলে না গুণ্ঠনভার,
করে না সে সৌরভের অযাচিত দান।
ভ্রমর আসে না আর,
চুমে না অধরে তার,
নাহি করে সে গুঞ্জন, সেই মধু পান।

চতুর্থ সর্গ

বউ নাহি কথা কয়,
একাকী নীরবে রয়,
নয়নে সলিল বয়, তবু অভিমান!
শূন্য মনে একাকিনী
নাহি ছুটে নির্ঝরিনী
ঘনতরু-অন্তরালে ঢাকিয়া বয়ান,
তটিনী গায় না আর
বিরহ-সঙ্গীত তার,
ধায় না সাগর পানে উচ্ছ্বসিতপ্রাণ;
চাতক ডাকে না আর
মেঘপানে বরষার,
বারিদ করে না সেই প্রেমবারি দান,
যামিনী পরে না আর
ফুল্ল তারকার হার,
জোনাকি করে না আলো নিকুঞ্জ-বিতান,
বিজন বিটপী-শাখে
পিক আর নাহি ডাকে,
নীরব কাননে ঝিল্লী পাপিয়ার তান,
হৃদয়ে নাই সে আশা,
নাই প্রাণে সে পিয়াসা,

সেই স্নেহ ভালবাসা, বন্ধুত্ব মহান্।
সে আদর, সে প্রণয়,
সেই প্রেম-অভিনয়,
কিছু নাই, আছে শুধু হৃদয়ে পাষাণ,
জীবনে বহিছে ঝড়
মহাবেগে কড় কড়,
চমকে চপলা, বাজে প্রলয় বিষাণ,
ঢাকি মুখ অন্ধকারে
বহে বৈতরণী দূরে,
জ্বলিছে বিজন তীরে ভীষণ শ্মশান,
ওই কে ডাকিছে ধীরে
ক্ষীণকণ্ঠে, মৃদুস্বরে,
'চল এবে, ধীরে ধীরে করিব প্রয়াণ'
কাঁপিছে হৃদয় ঘন
দৃষ্টিহীন দুনয়ন,
সম্মুখে আঁধারে ঢাকা অন্তিম সোপান,
কাল বৈতরণী-নীরে
নামে পদ ধীরে ধীরে,
কি আর গাহিব, সখি, কি শুনিবে গান?

(৫৮)

থামিল সঙ্গীত ধীরে, বসি সখী সনে
ফুলসম বাক্যহীন মন্ত্রমুগ্ধ প্রাণে,
সুদূর আকাশ পানে।
চাহিয়া উদাস প্রাণে
দুইজন আত্মহারা উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়!
অদূরে ডুবিছে ধীরে
তপন তটিনী নীরে,
নামিছে তিমির রাশি ছাইয়া গগন,
বহিছে তটিনী, কণ্ঠে কি গীতি করুণ!

পঞ্চম সর্গ।

পাণিপথ।

(১)

ধীরে ধীরে ধীরে কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী নিশি
হইল বিগত, ধীরে অরুণ কিরণ
ফুটিল পূরবে নাশি অন্ধকার রাশি,
রঞ্জিয়া সিন্দুরবর্ণে সুনীল গগন,
পাঠান-সাম্রাজ্য-শেষবিভাবরী ধীরে
ভারতে প্রভাত আজি চিরদিন তরে।

(২)

ভারতের দুঃখনিশি হইল বিগত,
বিগত পাঠানকরে ভারতবাসীর
শত অত্যাচারভয় জনমের মত,
তিন শত বৎসরের নিবিড় তিমির
লুপ্ত আজি, লুপ্ত আজি নির্য্যাতনভয়
ভবিষ্যৎ, কিন্তু স্মৃতি রহিবে নিশ্চয়।

(৩)

তিন শত বৎসরের গাঢ় অন্ধকার
বিনাশি, ভারতাকাশে হইল উদিত
যেই রবি, কে বলিবে — নীতি বিধাতার
জ্ঞানাতীত — কতদিন রবে বিরাজিত,
কে বলিবে অভাগিনী ভারত মাতার
রহিবে শৃঙ্খল পদে কতদিন আর?

(৪)

কল্পনে, বারেক চল, অলক্ষ্যে থাকিয়া
হেরি আজি পাণিপথে মোগলের করে
পাঠানমুকুট পড়ে কিরূপে খসিয়া,
কক্ষচ্যুত তারা যথা সুনীল অম্বরে।
কিরূপে পাঠান-গিরি-শেখর উন্নত
মোগলের বজ্রাঘাতে হবে বিচূর্ণিত।

(৫)

তিনশতবর্ষব্যাপী যে উন্নত শির
ভারতে প্রকাশি ছিল গরীমা অপার,
মোগলের অসি-ঘাতে বক্ষে ধরণীর
কিরূপে পড়িবে লুটি ফেরি একবার।
কল্পনে, মানসপক্ষ করি প্রসারণ
শূন্যপথে পাণিপথে করিব গমন।

(৬)

এই সে সমরক্ষেত্র ? সেই পাণিপথ ?
ভারত-অদৃষ্টক্রীড়া যথা তিনবার
হইয়াছে অভিনীত, হইল চিত্রিত
যে স্থানে অদৃষ্ট-লিপি ভারতমাতার
তিন-তিনবার, এই সেই পাণিপথ ?
অদৃষ্টের ক্রীড়াক্ষেত্র স্বপ্নে পরিণত !

(৭)

ঘনসন্নিবিষ্ট স্নিগ্ধ বিটপী-ছায়ায়
দাঁড়াইয়া মোগলের সৈন্য অগণন
নীরবে গম্ভীরমূর্ত্তি — চিত্রার্পিতপ্রায় —
অবিচল — রবিকরে প্রদীপ্তআনন।
কি এক অপূর্ব্বভাবে অভিভূতমন
দাঁড়াইয়া বাবরের সৈন্য অগণন।

(৮)

হুমায়ুন, কামরান, দাঁড়ায়ে দক্ষিণে
দুই ভ্রাতা, গরীমায় প্রফুল্ল অন্তর,
দৌলৎখাঁ দাঁড়ায়ে বামে চিন্তাকুল মনে,
মধ্যস্থানে দাঁড়াইয়া আপনি বাবর
প্রদীপ্ত ভাস্কর সম তীব্রতেজোময়,
নীরব, নিস্তব্ধ, স্থির, আকুল হৃদয়।

(৯)

সুবিশাল অশ্বপৃষ্ঠে হেলিত শরীর,
কোষবদ্ধ-অসিশিরে ন্যস্ত দেহভার,
কি গৌরবে, কিবা গর্ব্বে সমুন্নত শির,
কি অপূর্ব্ব তেজোময় মূর্ত্তি গরীমার!
কি গাম্ভীর্য্য, কি মহিমা ললাটে অঙ্কিত,
কি বিশ্ববিজয়ী গর্ব্বে বক্ষস্থল স্ফীত!

(১০)

কি আশা ও নিরাশার উঠিছে ফুটিয়া
থাকিয়া থাকিয়া ছবি — প্রশান্ত আননে
খেলিতেছে ব্যাপি মুখ কি আলোক ছায়া,
খেলে যথা মেঘ সনে সায়াহ্নগগণে, —
কি গভীর চিন্তারেখা উঠিছে ফুটিয়া
প্রশস্ত ললাটে শান্ত থাকিয়া থাকিয়া!

(১১)

সুদূর অনন্ত পানে স্থাপি নেত্রদ্বয়
চিন্তার লহরী কত উঠিতেছে প্রাণে —
"সুনীল সরসীনীরে স্বর্ণ কুবলয়
ফোটে যথা ধীরে ধীরে, সুনীল গগণে
ওই যে ফুটিছে তথা কনক তপন,
ফুটিছে উষার হাসি বিশ্ববিমোহন,

(১২)

কে জানে জীবনে আর এ স্বর্ণ তপন
উঠিবে কি পূর্ব্বাকাশে, এ হাসি উষার
ফুটিবে কি, প্রকৃতির এ শোভা মোহন
করিবে কি বিমোহিত নয়ন আবার ?
ভবিষ্যৎ-অন্ধকারে কেন লুক্কায়িত
মানব-অদৃষ্ট, প্রভু, আছে অবিরত ?

(১৩)

নিজের অদৃষ্টগতি না জানিয়া, হায়,
ছুটিতেছে দিবানিশি শ্রান্ত অবিরত
কত পথে, কত দিকে নর — অন্ধপ্রায় —
কখন বিজয়ী, কিন্তু কভু পরাজিত,
ততোধিক কেন, প্রভু, অদৃষ্ট-লিখন
পড়িবার শক্তি নরে করনি অর্পন।

(১৪)

ভবিষ্যৎ-যবনিকা করি উত্তোলন
মানব অদৃষ্ট স্বীয় যদি একবার —
মুহূর্ত্ত তরেও যদি — করিত দর্শন,
তাহলে কি থাকিত এ দৈন্য হাহাকার ?
থাকিত কি জীবনের এ ভীষণ রণ ?
থাকিত কি দুরাশার এ ক্রীড়া ভীষণ ?

(১৫)

থাকিত না কোন চিন্তা, অভাব ও ভয়,
আপন গন্তব্য পথে করিত গমন
একাকী, নীরবে, ঈর্ষাকুটিলহৃদয়
হইত না অন্যের শ্রী হেরিয়া কখন,
থাকিত আপন ভাগ্যে পরিতুষ্টমন,
করিত না দুরাকাঙ্ক্ষা বিষাক্ত জীবন।

(১৬)

অথবা তাহাই বুঝি অদৃষ্ট তাহার —
অন্ধ যথা নিজ পথ করে অন্বেষণ
চারিদিকে, সেইরূপ ভাগ্য আপনার
খোঁজে চারিদিকে, তবু পায় না কখন।
বৃথা অন্বেষণে কাটি অমূল্য জীবন
বার্দ্ধক্যে হতাশমূর্ত্তি, নিরাশ ক্রন্দন!

(১৭)

বিচিত্র অদৃষ্টলীলা, নহে বুঝিবার,
জ্ঞানাতীত, চিন্তাতীত, কল্পনা-অতীত,
শত চেষ্টা করি তবু অদৃষ্টে ধিক্কার
কাহার, কাহার পুনঃ ভাগ্য আশাতীত,
ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্না উপরে যাহার
অনায়াসলভ্য তার ঐশ্বর্য্য অপার।

(১৮)

হয় করস্পর্শে মাটি স্বর্ণে পরিণত
কাহার, কাহার স্পর্শে স্বর্ণ ধূলিরাশি,
কারো নেত্রে অশ্রুধারা বহিছে নিয়ত
নিরাশার, কারো পুনঃ মুখে সদা হাসি।
কারো ভাগ্যে রত্নলাভ, কাহারো কেবল
মৃত্তিকামলিন কর, নেত্রে অশ্রুজল!

(১৯)

কেহ রাজা, কেহ প্রজা, কেহ ভিক্ষাজীবী,
দিনান্তেও একমুষ্টি মিলে না তণ্ডুল
কাহার, কাহার পুনঃ সমগ্র পৃথিবী
পদানত, কোষাগারে ঐশ্বর্য্য অতুল,
কারো স্বর্ণঅট্টালিকা, সুদীর্ঘ নিশ্বাস
পড়িছে কাহার, কারো তরুতলে বাস।

(২০)

দেওনি যখনি, প্রভু, মানবের করে
আপন অদৃষ্টরশ্মি করিতে ধারণ,
করিতে প্রয়োগ শক্তি ইচ্ছা অনুসারে,
কেন দুরাকাঙ্ক্ষা-বীজ করিলে রোপণ
মানব-হৃদয়ে, কেন করিলে স্থাপন
এ দুরাশা, অভিলাষ, বাসনা মোহন?

(২১)

দুরাকাঙ্ক্ষা-বীজ করি হৃদয়ে রোপণ
মানব, আপন ক্ষুদ্র শক্তির অতীত,
আশার সলিল করি সতত সেচন,
করিতেছে দিবানিশি ধীরে অঙ্কুরিত,
নৈরাশ্যঝটিকা — যবে বৃক্ষে পরিণত —
হৃদয় করিয়া চূর্ণ করে উৎপাটিত।

(২২)

দরিদ্র যে, কেন তার কুবের-ভাণ্ডার
পাইতে বাসনা? ভিক্ষাজীবী যেই জন
কেন রাজ্য-আশা তীব্র হৃদয়ে তাহার?
পাইতে বাসনা কেন স্বর্ণ সিংহাসন?
যাহার শক্তিতে যাহা নহে পাইবার,
সে কেন পাইতে তাহা চাহে অনিবার?

(২৩)

কেন অন্ধ চাহে চিত্র করিতে দর্শন?
বধির সঙ্গীত চাহে করিতে শ্রবণ?
চন্দ্রমা ধরিতে কেন চাহিবে বামন?
কেন খঞ্জ চাহে দ্রুত করিতে গমন?
যখন দেওনি শক্তি পূরাইতে আশা,
দিলে কেন হৃদয়েতে এ তীব্র পিয়াসা?

(২৪)

দীন যে, সন্তুষ্ট কেন নহে দীনতায় ?
মূর্খ যে, পাণ্ডিত্য কেন লভিতে বাসনা ?
ভিক্ষুক যে, ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল-কণায় ?
কেন নহে তুষ্ট, কেন ঐশ্বর্য্য কামনা ?
হয় দুরাশার সনে কর শক্তি দান,
অথবা সন্তোষ নরে দেও, ভগবান।"

(২৫)

অবরুদ্ধ চিন্তাস্রোতঃ ক্ষনকাল তরে,
চাহিয়া অনন্ত পানে উঠিল আবার
চিন্তার লহরী শত আকুল অন্তরে —
"কেন এ দুরাশা-বীজ হৃদয়ে আমার
রোপিলাম, কাবুলের শৈলসিংহাসন
ত্যজি, এ ভারতে কেন করি পদার্পণ ?

(২৬)

কে জানে, লভিতে এই দিল্লী-সিংহাসন
কাবুলের সিংহাসন হারাব না, হায়,
যা নহে নিজের, তাহা করিতে অর্জ্জন,
ছিল যাহা আপনার, হারাব না তায় ?
অন্যের ও আপনার — উভয় তখন
হারাইয়া শূণ্যপ্রাণে আকুল ক্রন্দন।

(২৭)

আমার এ কার্য্য — তাহা ন্যায় কি অন্যায়
কে বলিবে? দিল্লীশ্বর ইব্রাহিম সনে
ছিলনা বিবাদ মম কোনকালে, হায়,
কেন তবে এই দ্বন্দ্ব সমর-প্রাঙ্গনে?
দৌলৎখাঁর সনে ছিল বিবাদ তাহার,
থাকুক, তাহাতে, হায়, কি ব্যথা আমার?

(২৮)

হউক না ইব্রাহিম ঘোর উৎপীড়ক,
আমার কি আসে তাতে? হৃদয়ে আমার
কেন এ বিরোধাকাঙ্ক্ষা আছে জাগরূক?
কে আমি সে অন্যায়ের করি প্রতিকার?
আমি যে তাহার শাস্তি করিব প্রদান,
আমার উপরে দণ্ড আছে বিদ্যমান।

(২৯)

অথবা কে জানে আমি নহি বিরাজিত
ক্রীড়াপুত্তলিকা ক্ষুদ্র করে বিধাতার,
যথন যেদিকে তিনি করেন চালিত
সেদিকে ইঙ্গিতে তাঁর চলি অনিবার,
হতে পারে, এ সমর তাঁরি আকাঙ্ক্ষিত,
আমি উপলক্ষমাত্র আছি বিরাজিত।

(৩০)

অথবা হইতে পারে — কর্ত্তব্য আমার
অত্যাচারী ইব্রাহিমে করি শাস্তিদান,
করি তার হস্ত হ'তে ভারতে উদ্ধার,
রক্ষি উৎপীড়ণ হ'তে প্রজাদের প্রাণ,
আমাকে করিয়া উপলক্ষ, বিধাতার —
কে বলিবে ? — নহে ইচ্ছা শাস্তিদান তার ?

(৩১)

অথবা তৈমুরলঙ্গবংশধররূপে
আছে মম ন্যায্য দাবী দিল্লী-সিংহাসনে
উত্তরাধিকারসূত্রে, আজি তারতরে
প্রজ্বলিত এ সমর ইব্রাহিম সনে।
এ নহে আমারে কভু পরস্বহরণ,
এ কেবল হৃতধন পুনঃ উপার্জ্জন।

(৩২)

কি ফল ভাবিয়া আর ? বারিধির নীরে
যখন দিয়েছি ঝাঁপ, শক্তি যতদিন
নিশ্চয় করিব চেষ্টা উত্তরিতে তীরে,
অবশেষে দেহ যবে হবে শক্তিহীন,
উত্তালতরঙ্গশিরে ভাসাইব কায়,
যেখানে তরঙ্গ নিবে যাইব তথায়।

(৩৩)

অথবা ডুবিব, সিন্ধু-অতল-সলিলে
নিমজ্জিত হবে প্রাণ, মোগল-উত্থান
ডুবিবে তাহার সনে, হয়তঃ কাবুলে
ফিরিব না পুনর্ব্বার থাকিতে এ প্রাণ,
তোমার বাসনা পূর্ণ হোক, ভগবান,
ভারত — সাম্রাজ্য, কিম্বা ভারত — শ্মশান !"

(৩৪)

এইরূপে কত চিন্তা বাবর-অন্তরে
উঠিতেছে, কভু আশা, কভু পুনঃ ভয় —
উঠে উর্ম্মি অগনিত যথা সিন্ধুনীরে —
আশা ও নিরাশায় আকুল হৃদয়।
কভু আশা-জ্যোৎস্নায় উজ্জল আনন,
কভু নিরাশার ছায়ামলিন বদন।

(৩৫)

হে কল্পনে, স্থানান্তরে চল একবার —
তোমার অগম্য বিশ্বে আছে কোন্ স্থান ?
যতই দুর্গম কেন হোক না আবার,
তোমার অগম্য কিন্তু নহে কোন স্থান।
যথা তথা, ইচ্ছামত যখন তখন
নিমেষে পারিবে তুমি করিতে গমন।

(৩৬)

হিমাদ্রির উচ্চতম শেখরে শোভিত
যে কীরিট মণিময়, যে রত্ননিচয়
প্রশান্তসাগরগর্ভে আছে লুক্কায়িত,
খনির তিমির-কক্ষে স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময়
যে ঐশ্বর্য্য, পদ্মরাগ, নিলকান্তমণি,
তুমি যদি ইচ্ছা কর, নিমেষে অমনি —

(৩৭)

কল্পনে, আনিতে পার সে রত্ননিচয়।
কি স্বরগ, কি পাতাল, কিম্বা ধরাতল,
তোমার অগম্য স্থান একটিও নয়।
রবি, শশী, গ্রহ, তারা, নক্ষত্র মণ্ডল,
সর্ব্বত্র সমান গতি ; সহস্র যোজন
যদ্যপি, তথাপি তব নিমেষে গমন!

(৩৮)

নন্দন-কাননে যেই স্বর্ণ পারিজাত,
সহস্রমস্তকময় বাসুকির শিরে
যেই মণি দীপ্তিময়, নায়েগ্রা প্রপাত,
সাহারার মরুভূমে, জ্বলে রবিকরে
যে হীরকখণ্ডরাশি উজ্জ্বল মোহন,
তুমিই পারিবে শুধু করিতে চয়ন।

(৩৯)

আগ্নেয় গিরির গর্ভে করিয়া প্রবেশ
তুমিই বলিতে পার কি আছে সেখানে,
রবির কিরণ, কিম্বা অনিল যে দেশ
নাহি পারে: প্রবেশিতে, অনন্ত গগণে
চমকে চপলা যথা ধাঁধিয়া নয়ন,
তুমিই সেখানে পার করিতে গমন।

(৪০)

তাই বলি, একবার চল, হে কল্পনে,
পাঠানশিবিরে, যথা দিল্লী-অধীশ্বর
একাকী নীরবে বসি চিন্তাকুল মনে
ভবিষ্যৎ ভাবি ভয়ে স্তম্ভিত অন্তর।
চল সেথা, অন্য চিত্র করি দরশন,
মানবের অদৃষ্টের কি পরিবর্ত্তন!

(৪১)

রাখি করতলে গণ্ড, বসি সিংহাসনে
চিন্তামগ্ন ইব্রাহিম, শোভিতেছে শিরে
উষ্ণীষ হীরকময়, বহিতেছে মনে
চিন্তাস্রোতঃ দুর্নিবার, মানস-সাগরে
উঠিতেছে সম্রাটের কি ঊর্ম্মিনিচয়,
কি অজ্ঞাত ভাবে করি আকুল হৃদয়!

(৪২)

'এতদিনে' — ইব্রাহিম ভাবিতেছে মনে,
মদিরাক্ত নেত্র, সুরাবিহ্বল হৃদয় —
"অদৃষ্ট-লিখন বুঝি ফলিল জীবনে,
এতদিনে পড়ে শিরে বজ্র জ্বালাময়
বিধাতার, তা না হ'লে তাতার বাবর,
তার সনে কেন এই দ্বন্দ্ব ভয়ঙ্কর?

(৪৩)

সার্দ্ধএকশত বর্ষ হয়নি বিগত
ভারতে তৈমুরলঙ্গ করি আগমন,
করেছিল যে ভীষণ অগ্নি প্রজ্বলিত,
আজিও তাহার ভস্ম আছে বিদ্যমান।
যে লুণ্ঠন-হত্যাকাণ্ড ব্যাপি পঞ্চদিন
চলিয়াছে, স্মৃতি তার রবে চিরদিন।

(৪৪)

পঞ্চদিনে যে অনিষ্ট হইল দিল্লীর
পঞ্চশত বর্ষে তাহা হবে না পূরণ,
অসি ও অনলে লুপ্ত লুণ্ঠনকারীর
অগণিত মানবের ভাগ্য ও জীবন,
আবালবনিতাবৃদ্ধ — কেহ পরিত্রাণ
পায়নি, সোণার দিল্লী বিদগ্ধ শ্মশান।

(৪৫)

কে জানে বাবর নহে সেইরূপ, হায়,
উভয়ের দেহে বহে একই শোণিত,
উভয়ে আগত হেথা একই আশায়,
একই সৌভাগ্য উভয়ের অভীপ্সিত,
তৈমুরের হস্তে যাহা ছিল বিরাজিত,
বাবরের হস্তে তাহা হবে তিরোহিত।

(৪৬)

কি কুক্ষণে হতভাগ্য দিলীরখাঁ সনে
করিলাম ষড়যন্ত্র, অর্থ-আকাঙ্ক্ষায়!
পঞ্জাবে প্রেরিণু দূত, হায়, কি কুক্ষণে
কুলসম তরে সৈন্য প্রেরিণু তথায়,
দৌলৎখাঁর সনে দ্বন্দ্ব না হ'লে আমার
আসিত কি কোন কালে ভারতে তাতার?

(৪৭)

তিনশতবর্ষব্যাপী ভারতে পাঠান
ছিল কি গৌরবে, আজি কাল পূর্ণ তার,
তিনশতবর্ষব্যাপী ছিল বিদ্যমান
পাঠানের যেই গর্ব্ব, যেই অত্যাচার,
আজি তার প্রতিফল ফলিবে তখন,
ভারতে পাঠান-রবি ডুবিবে যখন।

(৪৮)

দৌলৎখাঁ, কুক্ষণে তুমি এনেছ বাবরে
ভারতে, জীবন যদি যুদ্ধে আজিকার
থাকে, তবে দিল্লীশ্বর ইব্রাহিম-করে
নিশ্চয় পাইবে তার যোগ্য পুরস্কার।
পঞ্চনদনীরে যদি পঞ্জাব নগর
না ডুবাই, ইব্রাহিম নহে দিল্লীশ্বর।

(৪৯)

কাফের সংগ্রামসিংহ, ক্ষত্রকুলাঙ্গার,
তোমারো এ দম্ভ কালে করিব চূর্ণিত,
মিশিবে ধূলির সনে এই অহঙ্কার,
পাঠানের পদতলে হবে বিদলিত
মিবারের সিংহাসন জানিবে নিশ্চয়,
বাবরের যদি যুদ্ধে হয় পরাজয়।

(৫০)

হেরি সিংহে জালবদ্ধ ভাবিয়াছ মনে
করিবে মস্তকে তার চরণ প্রহার,
ভেবেছ কি কভু কিন্তু, বর্ব্বর, স্বপনে
কি হইবে পরিণাম তার একবার?
ফণীশিরে পদাঘাত মৃত্যুর কারণ—
এ কথা কি আজি, মূর্খ, হলে বিস্মরণ?

পঞ্চম সর্গ

(৫১)

হেনকালে গুম্‌ করি গর্জ্জিল ভীষণ
মোগলের তোপ এক, নিদ্রোত্থিতপ্রায়
উঠিলেন ইব্রাহিম, ভাঙ্গিল স্বপন,
কি অজ্ঞাত আশঙ্কায় রোমাঞ্চিত কায়,
ধীরে ধীরে গজপৃষ্ঠে করি আরোহণ
আসিলা সম্মুখভাগে উৎফুল্ল আনন।

(৫২)

অকস্মাৎ রণভেরী উঠিল বাজিয়া
পাঠানের, দিলীরখাঁ-আদেশে তখন
ছুটিল পাঠান-সৈন্য উৎসাহিত হিয়া,
পদভরে ধরাতল কাঁপে ঘন ঘন,
অগণিত সৈন্যগণে করি সম্বোধন
সেনাপতি দিলীরখাঁ কহিলা তখন —

(৫৩)

"পাঠান-সৈনিকগণ, তোমাদের করে
পাঠান-গৌরব আজি করিছে নির্ভর,
থানেশ্বর — তিরৌরির ভীষণ সমরে
অর্জ্জিয়াছ যেই কীর্ত্তি নির্ভিকঅন্তর।
আজি যেন সেই কীর্ত্তি মোগলের করে
না হারাও, সৈন্যগণ, নিমেষের তরে।

(৫৪)

তোমাদের বীর পূর্ব্বপুরুষ দুর্জ্জয়
হৃদয়-শোণিত-দানে যেই সিংহাসন
ভারতের, একদিন করিয়াছে জয়,
তোমাদের আজি তাহা কর্ত্তব্য রক্ষণ
হৃদয়-শোণিত-দানে — নতুবা নিশ্চিত
তাঁহাদের অভিশাপ হইবে পতিত।

(৫৫)

তিনশতবর্ষব্যাপী ভারতবর্ষের
যে ঐশ্বর্য্য তোমাদের করতলগত,
তিনশতবর্ষব্যাপী যে হিন্দুস্থানের
ভাগ্যবিধাতার রূপে ছিলে বিরাজিত,
সে ঐশ্বর্য্য, সে গৌরব, যদি এইক্ষণ
হয় পরকরগত, কি ফল জীবন!

(৫৬)

ভারতের রাজলক্ষ্মী ছিল এতকাল
পাঠানের সুখ-অঙ্ক-শয়নে নির্ভয়,
মোগলেরা আজি যদি — পাঠান-কপাল
পোড়ায়ে — সে রাজলক্ষ্মী করে কভু জয়,
কি ফল রাখিয়া তবে নগণ্য জীবন
ঘৃণিত পশুর ন্যায়, হা ধিক, তখন?

(৫৭)

মোগল হইতে নহে দুর্ব্বল পাঠান
কোন অংশে, কোন অংশে পাঠান হইতে
মোগল সবল নহে, উভয়ে সমান,
এক রক্ত উভয়ের বহে ধমনীতে।
কর চেষ্টা, দেখি আজি হয়, কি না হয়,
মোগলের পরাজয়, পাঠানের জয়।

(৫৮)

সার্দ্ধএকশত বর্ষ হয়নি বিগত
ভারতে তৈমুরলঙ্গ আসি যেইদিন
অসি ও অনলে করে দিল্লী ভস্মীভূত,
যেই রক্তস্রোতঃ বহে ব্যাপি পঞ্চদিন,
আজিও সে রক্তচিহ্ন দিল্লী-মৃত্তিকায়
আছে বিদ্যমান শুষ্ক, কি বলিব, হায়।

(৫৯)

সেই অত্যাচার-প্রতিবিধানের ভার
সমর্পিত, সৈন্যগণ, তোমাদের করে,
আজি রণে হয় যদি বিজয়ী তাতার,
তা হলে পাঠান লুপ্ত হবে চিরতরে।
পাঠানের চিহ্নমাত্র থাকিবে না আর
ভারতবর্ষের বক্ষে, বক্ষে এ ধরার।

(৬০)

কিম্বা যে কয়েক জন রহিবে জীবিত,
ভেবে দেখ, কি দুর্দ্দশা হইবে তাদের —
এ ভারতে স্থান আর পাবে না নিশ্চিত,
ভিক্ষাই জীবিকা সার ভাগ্যে তাহাদের,
হও যদি প্রার্থী একমুষ্টি অন্নতরে
হবে বিতাড়িত ধ্রুব মোগলের দ্বারে।

(৬১)

প্রাণাধিক প্রিয়তমা পত্নী পুত্র কন্যা
ভেবেছ কি একবার তাহাদের তরে?
প্লাবিয়া ভারতবক্ষ যে প্রবল বন্যা
বহিবে, সে স্রোতঃবেগে — কে বলিতে পারে?
যাবে না ভাসিয়া কোথা, পতি পুত্র সনে
হারাবে না রমনীর অমূল্য রতনে?

(৬২)

সার্দ্ধএকশত বর্ষ পূর্ব্বে এ ভারতে
তৈমুরলঙ্গের করে হয় অভিনীত
যেই হত্যাকাণ্ড রোমহর্ষণ দিল্লীতে
উত্তপ্ত শোণিতে ধরা করিয়া প্লাবিত,
কে বলিতে পারে — তার পুনরাভিনয়
ভারতে মোগল-করে হবে না নিশ্চয়?"

(৬৩)

সহসা উঠিল গর্জ্জি কামান ভীষণ
মোগলের, পাঠানের কামান তাহার
করিল উত্তর দান, মত্ত সৈন্যগণ
ছুটিল সমরাঙ্গনে, কাঁপিল ধরার
পদভরে সৈনিকের বক্ষ ঘন ঘন,
কম্পমান পাণিপথ সমর-প্রাঙ্গণ।

(৬৪)

অশ্বপদোত্থিত ধূলিপটলে ধরার
আবৃত আনন, অবলুপ্ত রবিকর
পাণিপথে, দিবাভাগে নিশা-অন্ধকার
বিরাজে, শত্রু ও মিত্র দৃষ্টি-অগোচর।
তদুপরি কামানের ধূম্র-আচ্ছাদিত
পাণিপথ, কুহেলিকা-তিমির-আবৃত।

(৬৫)

সেই ধূম্রে শোভে রণোন্মত্ত করীচয়
কুহেলিকা-অন্তরালে শৈলখণ্ড মত,
তালে তালে ধরাবক্ষে পদ চতুষ্টয়
পড়িতেছে বিকম্পিত করী-পাণিপথ।
অশ্ব-দ্রুতগতি, করী-মন্থরগমন,
করিয়াছে কি অদ্ভুত দৃশ্যের সৃজন!

(৬৬)

রণোন্মত্ত যোদ্ধাদের উষ্ণীষে, বর্ষায়,
উন্মুক্ত কৃপাণে, পড়ি রবির কিরণ
চমকিছে মুহুর্মুহুঃ— বিজলীর প্রায়
উজ্জ্বল জ্যোতিঃতে তীব্র ধাঁধিয়া নয়ন।
গর্জ্জিছে কামান অগ্নি করি উদ্গীরণ,
মোগলের পাঠানের বধির শ্রবণ।

(৬৭)

থেকে থেকে রণভেরী উঠিছে বাজিয়া,
শুনি বংশীধ্বনি তীব্র উঠে যথা ফণী
উন্নত করিয়া শির, সৈনিকের হিয়া
উঠিছে নাচিয়া হর্ষ-উৎসাহে তেমনি।
বহিছে শোণিত দ্রুত শিরায় শিরায়,
উন্মত্ত হৃদয় কিবা তীব্র মদিরায়!

(৬৮)

বাবরের সুশিক্ষিত সৈনিকের দল
নির্ভিক, কামান গর্জ্জে মস্তক উপরি
যদিও, তথাপি শান্ত, স্থির, অবিচল।
এ ভীষণ গোলাবৃষ্টি ভ্রূক্ষেপ না করি
প্রাণপণে ঘোরতর করিতেছে রণ,
গোলাবৃষ্টি — না না, সে ত পুষ্পবরিষণ।

(৬৯)

একটু কাঁপেনা পদ, অটল চরণ,
পড়িতে সৈনিক এক, দ্রুত অন্যজন
করিতেছে নিমেষেতে সে স্থান পূরণ,
যেইরূপ ছিল শ্রেণী রহিছে তেমন।
পাষাণনির্ম্মিত দৃঢ় প্রাচীরের প্রায়
মোগলের সৈন্যশ্রেণী অবিচলকায়।

(৭০)

সম্মুখে, পশ্চাতে, পার্শ্বে, সৈন্য অগণন
পড়িতেছে মৃত্যুমুখে, কদলীর ন্যায়
ছিন্নমূল, কিন্তু তাতে মোগলের মন
একটু কম্পিত নয়, শৈলমূর্ত্তি প্রায়
মৃতদেহ তাহাদের নিষ্পেষি চরণে
হইতেছে অগ্রসর মন্থর গমনে।

(৭১)

নাই বিন্দুমাত্র চিন্তা, নির্ভীক হৃদয়,
কে আছে, কে পড়িতেছে, নাই সেই জ্ঞান,
শত্রু-সৈনিকের প্রতি বদ্ধ নেত্রদ্বয়,
পশ্চাতে বা পার্শ্বে দৃষ্টি না করে প্রদান,
সম্মুখে স্থাপিত দৃষ্টি শুধু মোগলের,
পশ্চাৎ হোক না ধ্বংস, কি আসে তাদের?

(৭২)

অঙ্কিত ললাটে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ভীষণ,
সম্মুখে স্থাপিত নেত্র, পশ্চাতে শ্রবণ,
ততোধিক অন্য কিছু না করে দর্শন,
'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর-পাতন'
একমাত্র মূলমন্ত্র, লক্ষ্য অবিচল,
সাহসে পূরিত বক্ষ, হৃদয় অটল।

(৭৩)

কি বর্ষা, কি তীরক্ষেপ, অব্যর্থ সন্ধান,
প্রত্যেক আঘাতে শত্রু পড়িছে ধরায়,
দীলিরখাঁ হেরি রণ চিন্তাকুল প্রাণ,
কি হবে ভাবিয়া কিছু না দেখে উপায়।
অবশেষে এই স্থির করিল হৃদয়ে—
স্থাপিতে সম্মুখে রণোন্মত্ত করীচয়ে।

(৭৪)

পাঠানের হস্তীবৃন্দ সুবিশালকায়
মোগলের পুরোভাগে হইল স্থাপিত,
করি গতিরোধ শৈল-প্রাচীরের প্রায়
অটল অচল ভাবে আছে বিরাজিত।
মোগল-সৈনিক-স্রোতঃ যদিও প্রবল
এ শৈল-প্রাচীরে আসি হইল অচল।

(৭৫)

প্রতি গজপৃষ্ঠে উপবিষ্ট পঞ্চজন
পাঠান সৈনিক, করে সঙ্গীণ ভীষণ,
অব্যর্থ সন্ধানে তাহাদের — সৈন্যগণ
মোগলের ধরাপৃষ্ঠে করিছে শয়ন।
এইবার বাবরের চিন্তাকুল মন,
কি কর্ত্তব্য? — এক চিন্তা হৃদয়ে তখন।

(৭৬)

হেরিয়া তাতারসৈন্য নহে অগ্রসর,
হেরি মোগলের সৈন্য কম্পিতচরণ,
যথা পশুরাজ — গর্জ্জি উঠিল বাবর
অবরুদ্ধ রোষে করি অধর দংশন।
ধূম্রপুঞ্জ হ'তে অগ্নি হঠাৎ যেমন
উঠে জ্বলি, বাবরের ক্রোধও তেমন।

(৭৭)

কহিলা আপন সৈন্যে করি সম্বোধন —
"কাবুল-সমরখণ্ডে হয়নি কম্পিত
যে হৃদয় — করিতেছি একি দরশন —
সে হৃদয় আজি এই পাণিপথে ভীত?
কাঁপেনি যে প্রাণ কভু পর্ব্বত হেরিয়া,
বল্মীক-দর্শনে তাহা উঠিবে কাঁপিয়া?

(৭৮)

তাতারসৈনিকগণ দুর্জ্জয় সমরে
এই খ্যাতি তোমাদের ছিল চিরদিন,
আজি এই পাণিপথে পাঠানের করে
সে গৌরব অতীতের হইবে কি লীন?
ততোধিক শ্রেয়ঃ এই নগণ্য জীবন
পাঠানের পদতলে দেও বিসর্জ্জন।

(৭৯)

শিক্ষিত কাবুলসৈন্য, রণবিচক্ষণ,
যথা গৃহ শৈলময়, তেমনি হৃদয়
কঠিন পাষাণপ্রায়, জীবনে কখন
সাক্ষাৎ শমনে হেরি নাহি পায় ভয়,
জগৎ সমক্ষে আজি দেও পরিচয়
সে শিক্ষার, হে তাতারসৈনিকনিচয়।

(৮০)

ভেবে দেখ একবার, হায়, কে তোমরা —
কোথা জন্মস্থান তব, কোথা উপনীত,
থাকিতে আপন গৃহ তবু গৃহহারা
কেন আজি, কেন এই দুর্ভাগ্যে পতিত,
প্রিয়তম জন্মভূমি করি বিসর্জ্জন,
কি আশায় করিয়াছ হেথা আগমন?

(৮১)

সার্দ্ধএকশত বর্ষ হয়নি অতীত
তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী পুরুষ ভারতে
যেই কীর্ত্তি গিয়েছিল করিয়া স্থাপিত,
আজি কি সে কীর্ত্তি, হায়, তোমাদের হাতে
পাইবে বিলোপ? কেন ততোধিক, হায়,
ঘৃণিত জীবন এই বিলোপ না পায়? ;

(৮২)

যখন কাবুল ত্যজি আস হিন্দুস্থানে
ভুলিলে কি, কি কহিলে বিদায়ের কালে
বিরহবিধুরা প্রিয়তমা পত্নীকাণে—
'আনিব ভারত হ'তে পরাইতে গলে
শতমণিময় হার উজ্জ্বল মোহন।'
হয়েছ কি সেই কথা এবে বিস্মরণ?

(৮৩)

তোমাদের প্রিয়তম আত্মীয় স্বজন
রয়েছে আকাঙ্ক্ষা করি তোমাদের জয়,
করিও না তাহাদিকে নিরাশ কখন,
করিও না তাহাদের হতাশ হৃদয়।
তাহাদের আশা আজি করিয়া পূরণ
আপন পৌরুষ ভবে কর প্রদর্শন।

(৮৪)

আজি পাণিপথে যেই আদর্শ স্থাপিত
করিবে তোমরা, মনে রেখো চিরদিন —
সে আদর্শ পদচিহ্ন রহিবে অঙ্কিত
ভারতের মৃত্তিকায়, হবে না বিলীন
কখন, সে পদচিহ্ন অনুসরি কত
আসিবে ভারতে পরবর্ত্তী অগণিত।

(৮৫)

পূর্ব্ববর্ত্তীদের মুখে কালিমা লেপন
করিও না, করিও না পরবর্ত্তীদের
সম্মুখে ঘৃণিত এই দৃষ্টান্ত স্থাপন,
সমান অনিষ্ট তাতে হবে উভয়ের,
উভয়ের অভিশাপ, নিন্দা, তিরস্কার,
নিও না পাতিয়া আজি মস্তকে তোমার।

(৮৬)

ত্যজ ভয়, এ আশঙ্কা দেও বিসর্জ্জন,
সাহসে বাঁধিয়া বুক হও অগ্রসর,
নতুবা — উঠিল গর্জ্জি উন্মত্ত বাবর —
অম্লানবদনে কর মৃত্যু আলিঙ্গন।
সাবধান, যেইজন হটিবে পশ্চাতে,
নিশ্চিত মরণ তার বাবরের হাতে।”

(৮৭)

সমস্বরে মোগলের সৈন্য অগণন
উঠিল গর্জ্জিয়া, ভয়ে কম্পিত পাঠান,
ইঙ্গিতে পাইয়া আজ্ঞা গোলন্দাজগণ
করে হস্তী অভিমুখে সজ্জিত কামান,
একসঙ্গে মোগলের শতেক কামান
উঠিল গর্জ্জিয়া, পাণিপথ কম্পমান।

(৮৮)

প্লাবিয়া সমরক্ষেত্র যে গোলা-বর্ষণ
শিলা-বর্ষণের ন্যায় হইল পতন,
পাঠানের সুসজ্জিত রণহস্তিগণ
তাহাতে পাইয়া ভয় ছুটিল তখন।
কামান-গর্জ্জন সনে হস্তীর গর্জ্জন
উঠিল, সমরক্ষেত্র করিয়া কম্পন।

(৮৯)

দিলীরখাঁ অশ্বপৃষ্ঠে করি আরোহণ
পুনরায় ছত্রভঙ্গ সৈনিকে যখন
সমরে করিতেছিলা দৃঢ়বদ্ধমন
একটি কামানগোলা উড়িয়া তখন
শূন্যপথে আসি শিরে হইল পতন,
চিরতরে দিলীরখাঁ মুদিলা নয়ন।

(৯০)

উঠিল মোগল-সেনা গর্জ্জিয়া ভীষণ,
পদভরে বসুন্ধরা হইল কম্পিত,
বিজয়হুঙ্কারে পাণিপথ ঘন ঘন
উঠিল কাঁপিয়া, করি আতঙ্ক অঙ্কিত
পাঠানের মুখে, চিন্তাকালিমা-আবৃত,
ইব্রাহিম দেখে মৃত্যু আসিতেছে দ্রুত।

(৯১)

না হেরি উপায় অন্য হস্তী আপনার
আদেশিলা পুরোভাগে করিতে চালিত,
হেরিয়া দৌলৎখাঁ আসে সম্মুখে তাঁহার,
লক্ষ্য করি শির তার বর্ষা হস্তস্থিত
করিলা নিক্ষেপ জোরে, স্কন্ধে দৌলৎখাঁর
ফুটিল সুতীক্ষ্ণ বর্ষা, পড়ে দেহভার।

(৯২)

যে বিশাল গজপৃষ্ঠে ছিল দিল্লীশ্বর
সমারূঢ়, অকস্মাৎ গোলা বিভীষণ
আসিয়া পড়িল তার মস্তক উপর,
ছুটিল বারণ করি বিকট গর্জ্জন
মহাবেগে, ইব্রাহিম হইল পতিত
হস্তীপদতলে, দেহ হ'লো নিষ্পেষিত।

পঞ্চম সর্গ

(৯৩)

ডুবিল পাঠান-রবি ভারতগগনে,
মোগলের ভাগ্যরবি হইল উদিত
নবীন আলোকে দীপ্ত এবে তার স্থানে,
করিয়া ভারতাকাশ পূর্ণ উদ্ভাসিত,
তিনশতবর্ষব্যাপী ছিল বিরাজিত
যেই রবি, আজি সে কি হলো অস্তমিত!

(৯৪)

ধীরে ধীরে অস্তাচলে করিলা গমন
দিবাকর, পাঠানের সৌভাগ্যতপন
ডুবিল তাহার সনে, তিমির তখন
নামিল ভূতলে ধীরে ছাইয়া গগন,
ভারতে নবীন অঙ্ক করিয়া সূচিত
ভারতে পাঠান-রবি চির অস্তমিত!

ষষ্ঠ সর্গ।

পঞ্জাব — দৌলৎখাঁর প্রাসাদ।

শুক্লা দ্বিতীয়ার নিশি, অর্দ্ধবৃত্তাকারে
শোভে ক্ষীণা দ্বিতীয়ার শশী
মলিন নিষ্প্রভ ; অবগুণ্ঠনান্তরালে
শোভে যথা সুমধুর হাসি
ব্রীড়া-অবনতা মুগ্ধা কামিনী-অধরে,
দ্বিতীয়ার ম্লান জ্যোৎস্নারাশি
শোভে তথা পল্লবিত তরু-অন্তরালে
সূক্ষ্ম ছায়া-অন্ধকারে মিশি।
দ্বিতীয়ার চন্দ্রকরে করিয়া অবজ্ঞা
শোভিতেছে যেন দীপচয়
গৃহে গৃহে পঞ্জাবের, শ্বেত, নীল, রক্ত
নানাবিধ বর্ণে শোভাময়।

ষষ্ঠ সর্গ

শোভিতেছে জোৎস্নায় মোগল-শিবির
তুষারআবৃত শৈল মত,
কোথা শ্বেত — চন্দ্রকরে, কোথা অন্ধকারে —
কৃষ্ণ — যথা তৃণগুল্মাবৃত।
বহিছে উৎসব-স্রোতঃ মোগল-শিবিরে,
উঠিতেছে হর্ষ-কোলাহল,
আনন্দ-সাগরে মগ্ন পূর্ণ উচ্ছসিত
মোগলের সৈনিক সকল।
দলে দলে সৈন্যগণ বসিয়া শিবিরে
পাণিপথ-যুদ্ধ-অবসানে
সমশ্রেণী প্রিয়তম বন্ধুবর্গ সনে
করিছে বিশ্রাম স্থানে স্থানে।
কোনস্থানে কতজন সৈন্য দীপালোকে
ক্রীড়ামগ্ন বাক্যহীন বসি,
অবনতদৃষ্টি, ভাঙ্গি নৈশ নিস্তব্ধতা
মাঝে মাঝে উঠে উচ্চ হাসি।
অন্যস্থানে কতজন বসি চন্দ্রালোকে
করিতেছে মৃদু আলাপন,
স্বদেশের, বিদেশের, কিম্বা ভারতের
করিতেছে কত আলোচন।

কোন স্থানে বসি পুনঃ সৈন্য কয়জন
　　পাণিপথ-যুদ্ধ-আলোচনা
করিতেছে, উচ্চকণ্ঠে বর্ণি সেই সনে
　　আপনার কত বীরপনা,
কিবা তর্ক বাক্‌যুদ্ধ তার সনে পুনঃ
　　আত্মমত রাখিতে প্রবল
পরস্পরে, দলে, দলে, কিন্তু ক্রোধহীন,
　　উত্তেজনাহীন নিরমল।
কার মত — 'ইব্রাহিম ভীরু কাপুরুষ,
　　সম্রাটের যোগ্য নয় কভু,
বসিত যগুপি, হায়, দিল্লী-সিংহাসনে
　　দিলীরখাঁ, মানাইত তবু।'
কার মত পুনর্ব্বার বিপরীত তার —
　　'ইব্রাহিম নহে মন্দ অতি,
অত্যাচার, উৎপীড়ন, যত সম্রাটের,
　　সকলের হেতু সেনাপতি।
কোনকার্য্য দিলীরের অভিমত বিনে
　　ইব্রাহিম করে না কখন,
যাহা কিছু সম্রাটের হেরিবে কুকার্য্য,
　　দিলীরখাঁ তাহার কারণ।'

কেহ কহে — 'মিথ্যাকথা, তুল্য দুইজন,
অধার্ম্মিক সমান উভয়,
যেমন সম্রাট, সেনাপতিও তেমন,
কেহ কারো কিছু ন্যূন নয়।
দিল্লীশ্বর ইব্রাহিম চাহে যদি পেতে
পুঞ্জীকৃত ঐশ্বর্য্য ধরার,
সেনাপতি দিলীরখাঁ চাহিবে করিতে
কুবেরের লুণ্ঠন ভাণ্ডার।
দিলীরখাঁ চাহে যদি করিবারে পান
স্নিগ্ধ বারিরাশি তটিনীর,
সম্রাটের তীব্র তৃষ্ণা মিটিবে না কভু
করি পান সমুদ্রের নীর।'
নাসিকা কুঞ্চিত করি অবজ্ঞায় কেহ
কহে — 'নাহি জানে রণনীতি
পাঠানসৈনিকগণ, ভীরু অতিশয়,
সহজেই ভয় পায় অতি।
করেছিল ইব্রাহিম যদিও সমরে
সমবেত সৈন্য অগণিত,
উপযুক্ত সামরিক শিক্ষার অভাবে
হইয়াছে শুধু পরাজিত।'

অপর সৈনিক কহে — 'করিয়াছি আমি
একাকী সৈনিক শত হত,
তবুও শরীরে মম একটিও রেখা
শত্রু-অস্ত্রে হয়নি অঙ্কিত।'
'সত্য বটে' — সৈন্য এক কহিল হাসিয়া —
'তব তুল্য বীর একজন
পাঠানের পক্ষে, কিম্বা পক্ষে মোগলের
যুদ্ধক্ষেত্রে করেনি গমন।
মোগল সৈন্যের পক্ষে না করিতে যদি
এই যুদ্ধে তুমি যোগদান,
তা হলে মোগল কভু হইত না জয়ী,
রণজয়ী হইত পাঠান।'
'অসির আঘাতে মম হত দিল্লীশ্বর' —
সৈন্য এক কহিল উঠিয়া।
'বর্শার আঘাতে মম' — সৈনিক অপর
বীরদর্পে উঠে আস্ফালিয়া,
প্রবীন সৈনিক এক বৃদ্ধ পক্ককেশ
ধীরে ধীরে কহে হাসিমুখ —
'তোমাদের উভয়ের বৃথা যে এ গর্ব্ব
এই মম একমাত্র দুঃখ।

ষষ্ঠ সর্গ

অসির আঘাতে, কিম্বা বর্ষার আঘাতে
দিল্লীশ্বর মরেনি নিশ্চিত,
কি অদৃষ্ট পরিণাম — হয় ইব্রাহিম
হস্তীপদতলে নিষ্পেষিত।'
নিরুত্তর দুইজন থাকি কিছুকাল
একসঙ্গে উঠিল হাসিয়া,
মিথ্যা গর্ব্ব তাহাদের পড়িয়াছে ধরা
যেইমাত্র উঠিল বুঝিয়া।
কোথাও আবার বসি সৈন্য কয়জন
কাবুলের সনে ভারতের
ধন, জন, সৌভাগ্যের করিছে তুলনা,
কে প্রধান মধ্যে উভয়ের।
কেহ বলে — 'কি সুন্দর সোণার ভারত,
স্বর্ণপ্রসূ, স্বর্ণবিমণ্ডিত,
জলে, স্থলে, মৃত্তিকায়, মণি, মুক্তা, হীরা,
সর্ব্বস্থানে আছে বিরাজিত।
কাবুল হইতে শ্রেষ্ঠ এ ভারতবর্ষ
শতগুণে, কি বলিব আর ?
কাবুল যদ্যপি — মর্ত্ত্য, ভারত — ত্রিদিব,
অঙ্গে অঙ্গে শোভা অমরার।

সে যদ্যপি — মরুভূমি, এ তবে নিশ্চয় —
　　সুশীতল নিকুঞ্জকানন,
সে যদি — পাষাণ রুক্ষ, এই তবে ধ্রুব
　　সুকোমল কুসুমশয়ন।
তাহার উপরে এই ভারত-ললনা,
　　জগতে তুলনা নাই তার,
যথা রূপ নিরূপম, প্রকৃতিও তথা
　　সুকোমল করুণা-আধার।
কাবুল-রমনী — কণ্ঠে শৃঙ্খল লোহার,
　　ভারত-ললনা — পুষ্পহার,
সে যদি — নিদাঘ রৌদ্র তীব্র খরতর,
　　এ — হাসি বৈশাখী জোৎস্নার।'
কহে পুনঃ ক্ষণকাল থাকিয়া নীরব —
　　'একবার এসেছি যখন,
জীবন থাকিতে কভু ত্যজি এই স্বর্গ
　　করিব না কাবুলে গমন।'
এইরূপে সৈন্যগণ বসি স্থানে স্থানে
　　কত কথা করে আলাপন,
কেহ উচ্চকণ্ঠে, কেহ মৃদু চুপি চুপি,
　　অন্য কেহ করে না শ্রবণ।

ষষ্ঠ সর্গ

অন্য এক স্থানে বসি সৈন্য কয়জন
করিতেছে হর্ষে সুরাপান,
বহিছে মদিরাস্রোতঃ সিন্ধুস্রোতঃ মত,
মদিরায় উচ্ছ্বসিত প্রাণ।
বসিয়া সৈনিক এক কিছু দূরে তার
একটি বকুল-ছায়া-তলে,
একাকী, নীরব, শান্ত, চেয়ে নভোপানে,
হেলাইয়া অঙ্গ তরুমূলে।
নবীন যুবক সেনা, তরুণ বয়স,
বিংশতি হয়নি কভু পার,
একাকী বিরলে বসি, সঙ্গীদের প্রতি
ভ্রূক্ষেপও নাহিক তাহার।
বহে যে উৎসবস্রোতঃ, যেই কলরব
উঠিতেছে প্লাবিয়া শিবির,
পশে না শ্রবণে তার সেই কোলাহল,
বসিয়া একাকী শান্ত স্থির।
ত্যজিয়া শিবির এই, এ ভারতবর্ষ
চিন্তাস্রোতঃ বহিছে তাহার
সুদূর কাবুল পানে, জাগিছে হৃদয়ে
কত সুখস্মৃতি সুকুমার।

দ্বিতীয়ার চন্দ্র মত মেঘ-অন্তরালে
ফুটিতেছে হৃদয়ে তাহার —
ফোটে যথা খদ্যোতিকা নৈশ অন্ধকারে —
ক্ষুদ্র এক মুখখানি কার!
দ্বাদশবর্ষীয়া বালা প্রণয়িণী তার,
নবীন যৌবন-সুষমায়
উচ্ছ্বসিত দেহলতা ললিত কুমার
কুসুমিতা স্বর্ণলতা প্রায়!
কত আশা ছিল প্রাণে — নব প্রস্ফুটিতা
কুসুমিকা হৃদয়ে ধারণ
করিয়া, জীবন তার করিবে স্বার্থক,
অমরার হেরিবে স্বপন!
কিন্তু সেই সুখ-আশা না হইতে পূর্ণ
কর্ত্তব্যের এই আবাহন,
কঠোর, কাবুলপতি বাবর-আদেশে
পাণিপথ-রণে আগমন।
আসিবার কালে বালা ক্ষুদ্র দুই করে
কণ্ঠ তার করিয়া বেষ্টন,
লুকাইয়া বক্ষে তার ক্ষুদ্র মুখখানি
করে কত অশ্রু বরিষণ!

ষষ্ঠ সর্গ

অশ্রুপূর্ণ নেত্রদ্বয় স্থাপিয়া তাহার
মুখপানে কহে বালা ধীরে —
'রহিব চাহিয়া, বন্ধু, পথপানে তব
যতদিন আসিবে না ফিরে।
কি জাগ্রতে, কি স্বপনে, এ শূন্য হৃদয়ে
প্রিয়তম, করিয়া ধারণ
তব স্মৃতি সুখময়, কাটাইব মম
এই দীর্ঘ বিরহ-জীবন।'
আজি সেই সব স্মৃতি জাগিছে হৃদয়ে
প্রাণ তার আকুল করিয়া,
বহিয়া কপোল ক্ষুদ্র অশ্রুবিন্দু এক
ভূমিতলে পড়িল ঝরিয়া!
কখন ফিরিবে পুনঃ? ফিরিবে কি কভু?
কতদিন পরে পুনর্ব্বার
ধরিবে সে হাসিমাথা ক্ষুদ্র মুখখানি
পিপাসিত হৃদয়ে তাহার?
শিবিরের উচ্ছ্বসিত কোলাহল পার্শ্বে
ক্ষীণকণ্ঠে উঠিল সঙ্গীত,
নির্ঝরিণী বহে যথা মৃদু কলতানে
সিন্ধু পার্শ্বে বর্ষা-বিপ্লাবিত।

গীত

(১)

হে বিধাতঃ,

মানব-জীবনে কেন দিলে এত দুঃখ?

কেন দিলে এ বিরহ,

এ বিচ্ছেদ দুর্ব্বিষহ,

কেন দিলে এ প্রণয়ে এ নৈরাশ্যটুক?

(২)

মানব-জীবন-পথ করিয়া আবৃত

কেন এ কণ্টকচয়

তীক্ষ্ণ তীব্র জ্বালাময়

হে বিধাতঃ, চিরকাল আছে বিরাজিত?

(৩)

মানব-হৃদয়াকাশে কেন শশধর

কভু হয় সমুদিত,

কভু পুনঃ মেঘাবৃত,

কভু আলো, কভু ছায়া, কেন নিরন্তর?

(৪)

মানব-জীবন কেন মরুভূমি প্রায় ?
কেন এ বালুকারাশি,
কেন মরীচিকা-হাসি,
কেন এই আকর্ষণ মৃগতৃষ্ণিকায় ?

(৫)

সায়াহ্নগগন মত মানব-জীবন
কেন এ বৈচিত্রময়,
নানাবর্ণে শোভাময়
এ উজ্জ্বল, এই পুনঃ কালিমাবরণ ?

(৬)

যা নহে পাবার, তাহা কেন পাইবারে
হৃদয়ে জাগে এ আশা,
জাগে প্রাণে এ পিয়াসা,
এই তৃষ্ণা, এ আকাঙ্ক্ষা জাগিছে অন্তরে ?

(৭)

হৃদয়ে গভীর তৃষ্ণা, শুষ্ক ক্ষীণ প্রাণ,
শোভে বারি সুশীতল
পুরোভাগে নিরমল,
তবু নাই সাধ্য কভু করিবারে পান।

(৮)

এ কেমন লীলা তব কে বলিতে পারে?
সম্মুখে দিগন্তরেখা
সায়াহ্নকিরণমাখা,
যতই নিকটে যাই তত যায় দূরে।

(৯)

পাবার নয় সে যদি, তবু কেন আশ?
কেন হেরি দীপশিখা
পতঙ্গের উঠে পাখা,
অনলে পুড়িতে কেন হয় অভিলাষ?

(১০)

কুসুমকোমল প্রাণে কেন, ভগবান,
বিরহ-কীট-দংশন,
নিরাশার এ বেদন,
হরিছে অকালে মধু, করি শুষ্ক প্রাণ?

(১১)

নৈরাশ্যের কেন এই আকুল ক্রন্দন?
কেন প্রাণে এ উচ্ছ্বাস,
কেন এ দীর্ঘ নিশ্বাস,
হতাশের কেন এই অশ্রু-বরিষণ?

(১২)

সারাটি জীবন ভেসে নয়নধারায়
পারি না বহিতে আর
হৃদয়ে পাষাণ-ভার,
যাইবে কি এ জীবন শুধু নিরাশায় ?

থামিল সঙ্গীত ধীরে, বসিয়া যুবক
একাকী নীরব পূর্ব্বমত,
চাহিয়া আকাশ পানে নেত্র নিষ্পলক,
যেন প্রতিমূর্ত্তি চিত্রার্পিত !
সহসা ভাঙ্গিয়া নৈশ নিস্তব্ধতা শান্তি,
করি স্তব্ধ শিবির প্লাবিত
দলবদ্ধ সৈন্যকণ্ঠে উচ্চকলতানে
সমস্বরে উঠিল সঙ্গীত।

গীত।

(১)

মোগলের আজি কি সুখের দিন !
হৃদয় প্রফুল্ল, দুঃখচিন্তাহীন,
সুরামুগ্ধ প্রাণে আনন্দ নবীন
জাগিতেছে দুঃখ করিয়া লয়।

(২)

আজি এই হর্ষ-উৎসবের দিনে
নব আশা-সুখ-উচ্ছ্বসিত প্রাণে
কে আছ কোথায় সৈন্য একতানে
গাও সমস্বরে মোগলজয়।

(৩)

ভারত-আকাশে ছিল বিরাজিত
যেই রবি, আজি তাহা অস্তমিত,
তার স্থানে পুনঃ হের সমুদিত
নব রবি এক আলোকময়,
গাও সমস্বরে মোগলজয়।

(৪)

ভারতেরো আজি সুখের সময়,
নাই আর কোন অত্যাচার-ভয়,
নৈরাশ্যপীড়িত হবে না হৃদয়,
দৈন্য ক্লেশ সব পাইবে লয়,
গাও সমস্বরে মোগলজয়।

(৫)

যত অত্যাচার, অবিচার যত,
ছিল এ ভারতে একদা সতত,

আজি সেই সব হইল বিগত,
নাই আর কোন পীড়ন-ভয়,
গাও সমস্বরে মোগলজয়।

(৬)

আজি হ'তে দেশে হবে সুবিচার,
অন্যায়ের হবে পূর্ণ প্রতিকার,
দুর্ব্বলের পীড়া থাকিবে না আর,
অনাথের রক্ষা হবে নিশ্চয়,
গাও সমস্বরে মোগল জয়।

(৭)

হে কাবুলসৈন্য, তাতারসন্তান,
কর আজি হর্ষ-উচ্ছ্বসিত প্রাণ,
পরাজিত রণে দুর্ব্বৃত্ত পাঠান,
এ জগতে আর কাহাকে ভয়?
গাও সমস্বরে মোগল-জয়।

(৮)

বীরেন্দ্র তোমরা, বীরের সন্তান,
কীর্ত্তি তোমাদের আছে বিদ্যমান
সারাটি ভুবনে, কি ছার পাঠান,
জগতেও কেহ সমকক্ষ নয়,
গাও সমস্বরে মোগল-জয়।

(৯)

আসুক ক্ষত্রিয়, আসুক পাঠান,
আসুক হিন্দু, কিম্বা মুসলমান,
তবু কাঁপিবে না মোগলের প্রাণ
কার সাধ্য করে মোগলে জয় ?
গাও সমস্বরে মোগলজয়।

(১০)

ভারতের যদি ত্রিশ কোটি নর
ভুলি ঈর্ষা দ্বেষ, ভুলি আত্ম পর,
হয় একতায় বদ্ধপরিকর,
তথাপি তাহাকে করি না ভয়,
গাও সমস্বরে মোগলজয়।

(১১)

বীরভোগ্যা ধরা, বীরেন্দ্রের শিরে
বিজয়লক্ষ্মী প্রফুল্ল অন্তরে
দেন পরাইয়া জয়মাল্য ধীরে,
বিধাতার ইচ্ছা — এই অভ্যুদয়,
গাও সমস্বরে মোগলজয়।

(১২)

আসমুদ্রগিরি এই যে ভারত
মোগলের আজি হবে পদানত

মোগল-সাম্রাজ্যে হবে পরিণত,
মোগলের কীর্ত্তি ভুবনময়,
গাও সমস্বরে মোগলজয়।

(১৩)

দেখাও, মোগল, তব বাহুবল,
উঠুক কাঁপিয়া ভয়ে হিমাচল,
কাঁপুক ভারত-সাগরের জল,
দেখি মোগলের বীরত্বচয়,
গাও সমস্বরে মোগলজয়।

(১৪)

ভারতের হীরা, মণি, মুক্তাচয়
শিরে, কণ্ঠে, বক্ষে, হোক শোভাময়,
কাশ্মীরকুসুম মোগল-হৃদয়
করুক অধুনা আলোকময়
গাও সমস্বরে মোগলজয়।

(১৫)

ঢাল সুরা স্বর্ণ পাত্রে সুবাসিত
মদিরায় প্রাণ কর উচ্ছ্বসিত,
দৈন্য অবসাদ কর দূরীভূত,
হর্ষপুলকিত কর হৃদয়,
গাও সমস্বরে মোগলজয়।

(১৬)

মোগলের আজি কি সুখের দিন!
হৃদয় প্রফুল্ল, দুঃখচিন্তাহীন,
সুরামুগ্ধ প্রাণে আনন্দ নবীন
জাগিতেছে দুঃখ করিয়া লয়,
গাও সমস্বরে মোগল-জয়।

থামিল সঙ্গীতধ্বনি, উচ্চকলতান
ধীরে ধীরে, নীরব শিবির,
একটী শব্দও কোথা নাহি হয় শ্রুত,
নিদ্রামগ্ন পল্লী যেন স্থির।
কি এক আনন্দে হর্ষে, কি এক পুলকে
উচ্ছ্বসিত সকলের প্রাণ,
এখনো শুনিছে যেন সে বিজয়-গান,
এখনো পশিছে কর্ণে তান।

একটি নীরব কক্ষে পঞ্জাবাধিপতি
দৌলৎখাঁ শায়িত শয্যায়,
পীড়িত, মলিনমুখ, নিষ্প্রভনয়ন,
পাণিপথে আহত বর্ষায়।

ষষ্ঠ সর্গ

উপবিষ্ট একপার্শ্বে স্বর্ণ সিংহাসনে
মহামতি বীরেন্দ্র বাবর,
অন্যপার্শ্বে হুমায়ুন, কামরাণ সনে
উপবিষ্ট ভীষক প্রবর।
বসি দূরে একপ্রান্তে দুইটি রমণী
বাক্যহীন বিষণ্ণআনন,
কুলসম সখী সনে চেয়ে মুখপানে
দৌলৎখাঁর সজলনয়ন।
রজত আধারে স্থিত স্নিগ্ধ দীপালোকে
ক্ষুদ্র কক্ষ দীপ্ত উদ্ভাসিত,
জীবন-প্রদীপ কিন্তু ম্লান আভাহীন
শয্যাতলে প্রায় নির্ব্বাপিত!
নীরব, নিস্তব্ধ কক্ষ, একটিও শব্দ
কারো মুখে হয় না ধ্বনিত,
কি এক দুঃখে ও শোকে অভিভূত প্রাণ,
বসিয়া নীরব বিষাদিত।
ধীরে ধীরে ক্ষীণকণ্ঠে কহে পণ্ণাবেশ
লক্ষ্য করি বীরেন্দ্র বাবরে—
"কাবুলাধিপতি, বদ্ধ তব পাশে আমি
অপরিশোধ্য ঋণভারে।

দুরাচার ইব্রাহিমে করিয়া শাসন
করিয়াছ যেই উপকার
ভুলিবে না ভারতের অধিবাসী নর
এ জীবন থাকিতে তাহার।
আরো কিছুকাল যদি ধূর্ত্ত ইব্রাহিম
দিল্লী-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত
থাকিত, তা'হলে ধ্রুব হইত, বীরেন্দ্র,
এ ভারত ভস্মে পরিণত।
ভারতের সব দুঃখ, সব দৈন্য ক্লেশ,
আজি হ'তে হবে তিরোহিত,
অত্যাচার, অবিচার, উৎপীড়ন আর
হইবে না ভারতে নিশ্চিত।
ভারতের দুঃখনিশি হইল প্রভাত,
আসিয়াছে কি সুখের দিন,
কি শান্তি, কি সুবিচার করিবে আবার
ভারতের দুর্ভাবনা লীন,
ভারত-আকাশে আজি হলো সমুদিত
যেই নব রবি, ভগবান,
থাকে যেন চিরদিন করিয়া ভারতে
স্নিগ্ধ শান্তি-আলোক প্রদান।"

ষষ্ঠ সর্গ

কিছুকাল পঞ্জাবেশ থাকিয়া নীরবে
 ধীরে ধীরে কহিলা আবার —
"হে কাবুল-অধিপতি, সন্নিকটে তব
 এক ভিক্ষা আছে অভাগার।
জানিনা —" কি যেন ভাবি নীরবিলা পুনঃ।
 বাবর কহিলা এইবার —
"পঞ্জাবেশ, কর ব্যক্ত অভিপ্রায় তব,
 অদেয় তোমাকে কি আমার?"
দৌলৎখাঁ ডাকিলা কর-ইঙ্গিতে তাঁহার
 কুলসমে শয্যাপার্শ্বে তাঁর,
ধীরে ধীরে কুলসম আসি শয্যাপার্শ্বে
 বসিলা, নয়নে অশ্রুধার।
একহস্তে ধরিলেন কুলসম-কর,
 অন্যহস্তে বাবরের কর,
কহিলেন পুনর্ব্বার বাবরের প্রতি
 ধীরে ধীরে ক্ষীণ মৃদুস্বর —
"বীরশ্রেষ্ঠ, চলিয়াছি — নাহি জানি কোথা —
 ত্যজি এই দুঃখের সংসার,
কিন্তু শতদুঃখপূর্ণ এই ধরাতলে
 কুলসম রহিল আমার।

অনাথিনী কন্যা মম, পঞ্চবর্ষকালে
মাতৃহীনা অভাগিনী, হায়,
হেরিয়া কন্যার মুখ ক্ষুদ্র স্নেহময়
বিপত্নীক রহিনু ধরায়।
মাতার অভাব যাহা যথাসাধ্য আমি
করিয়াছি পূরণ তাহার,
পিতৃস্নেহে মাতৃস্নেহ গিয়েছে ভুলিয়া
ফুলসম, বীরেন্দ্র, আমার।
এ জগতে পিতা বিনে অন্য কোনজনে
নাহি জানে পিতৃগতপ্রাণ,
না জানি হৃদয়ে তার পিতার বিরহ
করিবে কি আঘাত প্রদান!
কুসুমসন্নিভ ক্ষুদ্র সুন্দর নির্ম্মল
যেইরূপ মুখখানি তার,
হৃদয়ও সেইরূপ কুসুমের মত
সুকোমল, অমিয়আধার!
অভাগার জীবনের একমাত্র সুখ,
একমাত্র বন্ধন তাহার,
শতদুঃখপরিপূর্ণ এই ধরাতলে
শতক্লেশ-যন্ত্রণা-আগার

রহিতেছে একাকিনী নিরাশ্রয়ারূপে,
 ত্যজি একমাত্র দুহিতায়
জানি না স্বর্গেও আমি পাইব কি সুখ,
 কোন শান্তি পাব অমরায়।
জীবনের বহু আশা থাকিতে অপূর্ণ
 চলিয়াছি — নহে দুঃখ তার,
কিন্তু যে কন্যায় মম যাইতেছি ফেলি
 এই মম এক দুঃখ, হায়!
এই ভিক্ষা — বীরবর, করিও আমার
 কুলসমে আশ্রয় প্রদান,
মাতৃহীণা, পিতৃহীনা, এই বালিকায়
 দিও তব পদে ক্ষুদ্র স্থান।
আমি তার মাতৃস্নেহ করিয়া পূরণ
 যাইতেছি রাখিয়া তাহায়,
তুমি তার পিতৃস্থান করিয়া গ্রহণ
 পিতৃস্নেহ দিও বালিকায়।"
থামিলেন ধীরে ধীরে পঞ্জাবাধিপতি,
 বহিল নয়নে অশ্রুধার।
রসিয়া নীরবে স্তব্ধ কাবুল-ঈশ্বর
 কিবা শান্ত মূর্ত্তি করুণার!

সহসা কহিলা ধীরে — অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠ —
"পঞ্জাবেশ, ভুলিলে কি, হায়,
পূর্ব্ব হ'তে তব সনে কি সম্বন্ধ মম,
বদ্ধ আমি কোন্ প্রতিজ্ঞায়?
বৃথা তব এ আশঙ্কা, যতদিন দেহে
এ জীবন থাকিবে আমার,
একটি কণ্টকবিদ্ধ, জানিও নিশ্চয়,
হইবে না চরণে তাহার।
দিয়ে পিতৃস্নেহ তাকে, পরিবর্ত্তে তার
মাতৃস্নেহ করিব আদায়,
পুত্রবধূরূপে তাকে পাইলে জীবনে
ভাগ্যজ্ঞান করিব যে তায়!"
দৌলৎখাঁ — বিগত অর্দ্ধেক দুঃখ করুণায় তব,
দুর্ভাবনা বিগত এখন,
নাই শক্তি অভাগার, হে কাবুলপতি,
কৃতজ্ঞতা করিতে জ্ঞাপন।
নাহি জানি জন্মান্তরে করিয়াছি আমি
ধর্ম্মকার্য্যে কি পুণ্য অর্জ্জন,
যার ফলে পাইতেছি দিল্লীশ্বরে আজি
বৈবাহিক — সার্থক জীবন।

পাইতেছি যার ফলে দিল্লী-যুবরাজে
জামাতৃস্বরূপ অভাগার,
নাহি জানি কোন্ পুণ্য করিয়াছে, হায়,
কুলসম দুহিতা আমার।
বৈবাহিক — দিল্লীশ্বর, জামাতা — কুমার,
কিবা ভাগ্য, হায়, অভাগার,
শ্বশুর — ভারতপতি, পতি — যুবরাজ,
কি সৌভাগ্য কন্যার আমার!
মাতৃহীনা — পিতৃহীনা — দুহিতা আমার
ভারতের ভাবী মহারাণী,
এ কি স্বপ্ন! না, না, তাহা সম্ভব কি কভু?
মিথ্যা নহে বাবরের বাণী।
হিমাদ্রি টলিতে পারে, স্থির অবিচল
হতে পারে সমুদ্রের নীর,
তবু কিন্তু টলিবে না এ জীবনে কভু
এ প্রতিজ্ঞা কাবুলপতির!
বীরশ্রেষ্ঠ, বিশ্বখ্যাত করুণা তোমার,
হৃদয় করুণাপারাবার,
শান্তিময়, সুখপূর্ণ, সুদীর্ঘ জীবন,
ভগবান, করুন তোমার।"

আর সরিল না বাণী, অবসন্ন প্রাণ,
শ্রান্তিনিমীলিত নেত্রদ্বয়,
"উঃ! কি গভীর তৃষ্ণা"— কহিলেন ধীরে —
"পিপাসায় আকুল হৃদয়।"
কুলসম ক্ষিপ্রহস্তে স্নিগ্ধ সুমধুর
সরবৎ করিলা প্রদান।
দৌলৎখাঁ কহিলা পুনঃ — ক্ষীণ মৃদুকণ্ঠে —
"কি মধুর, শান্ত মম প্রাণ।
যুবরাজ, এই ভিক্ষা অন্তিম সময়
অভাগিনী কন্যায় আমার
হইও না পরাঙ্মুখ স্নেহবারিদানে,
আজি হ'তে তুমিই তাহার
একটি আশ্রয়-স্থান এই ধরাতলে।
কুলসম সরলা আমার
জ্ঞানহীনা, ভ্রান্তিবশে করে যদি দোষ,
অপরাধ ক্ষমিও তাহার।
করি এই আশীর্ব্বাদ — হও পিতৃতুল্য,
হও যোগ্য সন্তান পিতার,
অচলা বিজয়লক্ষ্মী থাক্ চিরদিন
সুপ্রসন্না উপরে তোমার।"

ষষ্ঠ সর্গ

থামিলেন পুনর্ব্বার, ধীরে ধীরে, হায়,
অবসন্ন হইতেছে প্রাণ,
কুমার নীরবে বসি অবনতমুখ,
সরবৎ করিলা প্রদান
কুলসম পুনর্ব্বার সজলনয়ন,
দৌলৎখাঁ কহিলা আবার
চাহিয়া কন্যার পানে—"কেন এই অশ্রু
মা আমার, নয়নে তোমার।
যাইতেছে এক পিতা, অন্য পিতা তব
রহিতেছে, কি দুঃখ তোমার?
যে যায় তাহার চেয়ে রহিছেন যিনি
শতগুণ স্নেহপারাবার।
আমার অবর্ত্তমানে করিবেন যাঁরা
মা তোমাকে আশ্রয় প্রদান,
করিবেন অকাতরে মা তোমায় তাঁরা
হৃদয়ের স্নেহবারি দান।
দরিদ্র জনক তব, নিকটে তাহার
মিটেনি যে সাধ মা তোমার,
সম্রাট এ পিতা তব, নিকটে তাহার
সেই সাধ মিটিবে এবার।

সম্মুখে আসিছে তব নবীন জীবন,
আসিতেছে কর্ত্তব্য নবীন,
প্রাণপণে যথাসাধ্য করিও পালন
সে কর্ত্তব্য, মাতঃ, চিরদিন।
বালিকা যদিও তুমি, নও জ্ঞানহীনা,
সুশিক্ষিতা সকল বিষয়ে,
দিও মা জীবনে সেই শিক্ষা পরিচয়
চিরদিন নির্ভিক হৃদয়ে।
হৃদয়ে রাখিও ভক্তি, ধর্ম্মাধর্ম্ম-ভয়,
গুরুজনে করিও সম্মান,
অনাথ দরিদ্র যারা, করিও সতত
তাহাদিকে আশ্রয় প্রদান।
দীন, আর্ত্ত, ভিক্ষাজীবী, নিরাশ্রয় যারা,
তব অন্নে পরিপুষ্টপ্রাণ
থাকে যেন চিরদিন, করিও মা সদা
অকাতরে রুগ্নে পথ্যদান।
আহত, পীড়িত, যেবা অন্ধ, বিকলাঙ্গ,
করিও মা শুশ্রূষা তাহার,
দাস দাসীদের প্রতি দেখাইও সদা
হৃদয়ের করুণা অপার।

ষষ্ঠ সর্গ

সুখে, দুঃখে, চিরদিন থাকিও অটল,
হইও না কভু আত্মহারা,
ঈশ্বরে রাখিও ভক্তি, বিশ্বাস ও ভয়,
চিরদিন যেন ধ্রুবতারা।
কত আশা ছিল মম — মহারাণীরূপে
ভারতের দেখিব তোমায়,
করিব জীবন প্রাণ সার্থক আমার,
ফলিল না সেই আশা, হায়!
আরো কত-মা-আ-মা-র —" সরিল না বানী,
অকস্মাৎ রুদ্ধ কণ্ঠস্বর,
পড়িল লুটিয়া শির, সংজ্ঞাহীন দেহ,
শয্যাতলে শীতল প্রস্তর।
"পিতা — পিতা, কোথা যাও, দুঃখিনী কন্যায়
ফেলি আজি নিষ্ঠুরের প্রায়?
কোথা যাও —" ফুলসম পড়িল ঢলিয়া
সংজ্ঞাহীন মূর্চ্ছিত ধরায়!

সপ্তম সর্গ।

দিল্লী — বাবরের প্রাসাদ।

"প্রিয়সখি, প্রিয়সখি, আর কতদিন
থাকিবে মজিয়া মনদুঃখে?
এ বিষাদ, এ বেদনা, ঘুচিবে না কভু?
ফুটিবে না হাসি আর মুখে?"

মধ্যাহ্ন অতীত, নিস্তব্ধ প্রকোষ্ঠে
কুলসম, সখী তার,
বসিয়া নীরব; সুচারু পর্য্যঙ্কে
প্রসারিয়া দেহভার,
চারু উপাধানে হেলাইয়া অঙ্গ,
রাখি গণ্ড করতলে,
নীরব কুমারী, বিষণ্ণ-আনন,
শোভে ঘর্ম্মবিন্দু ভালে।

সপ্তম সর্গ

বসি শয্যাপার্শ্বে বাক্যহীন সখী
উদ্ভ্রান্ত হৃদয় মন,
যসি সন্ধ্যাপার্শ্বে জ্যোৎস্না নিরমল
কি শান্ত, কি স্মিতানন!
রাজকুমারীর চেয়ে মুখপানে
ম্লান, শুষ্ক, বিষাদিত,
কহে সখী ধীরে — হৃদয় তাহার
কি ব্যথায় উচ্ছ্বসিত! —
"প্রিয়সখি, প্রিয়সখি, আর কত দিন
থাকিবে মজিয়া মনছুঃখে?
এ বিষাদ, এ বেদনা, ঘুচিবে না কভু?
ফুটিবে না হাসি আর মুখে?
এই দীর্ঘ অবসাদে গুরু শোকভার
এখনো কি ঘুচে নাই তব?
আর কত দিন এই নীরব বেদনা
জাগাইবে প্রাণে অভিনব?
কি ফল তাহাতে? যত করিবে ভাবনা,
ব্যথা তত হবে দ্বিগুণিত,
আনন্দে হৃদয় প্রাণ কর উচ্ছ্বসিত,
শোকভার হবে তিরোহিত।"

কুল — প্রিয়সখি মম, কি বলিব, হায়,
আছে কি জগতে আর
অভাগিনী হেন বহিতে হৃদয়ে
এ শোক-পাষাণ-ভার ?
অতি অভাগিনী প্রিয়সখি, আমি
জনমত্বঃখিনী, হায়,
কেন, হে বিধাতঃ, দিলে এত দুঃখ
এই ক্ষুদ্রা অবলায় ?
নিতান্ত শৈশবে পঞ্চবর্ষকালে
স্নেহময়ী মা আমার
গিয়েছেন চলি ফেলি অভাগিনী
দুঃখিনী কন্যায় তাঁর।
জননীর স্নেহ জানি না কিরূপ,
মাতৃস্নেহ এ জীবনে
জানি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু ;
স্বপ্নস্মৃতি যেন মনে
শুধু মাঝে মাঝে পড়ে এইটুকু —
কে যেন আকুল প্রাণে
দেহ অভাগীর চাপিত হৃদয়ে,
অশ্রুধারা দুনয়নে

বহিত চুমিয়া ক্ষুদ্র মুখখানি
হায়, এই অভাগীর,
আজিও সে সব করিলে স্মরণ
বহে নেত্রে অশ্রুনীর।
আরো মনে পড়ে থাকিয়া থাকিয়া
ক্ষীণ স্বপ্নছায়া মত
জননীর মুখ কিবা স্নেহময়,
কি করুণা-উচ্ছ্বসিত,
হইয়াছে যবে বুদ্ধি অভাগীর
শুনিয়াছি ধাত্রীমুখে
জননী আমার কি করুণাময়ী,
কি স্নেহ ছিল সে বুকে!
সদা হাসিমুখ, সকলের প্রতি
ছিল সম ব্যবহার,
বহিত হৃদয়ে বহিত নয়নে
কি করুণা-পারাবার!
শুনে নাই কেহ কভু তাঁর মুখে
একটি কর্কশ কথা,
ভ্রমেও জীবনে দেননি কাহাকে
কভু এতটুকু ব্যথা!

দুঃখ অপরের করিলে দর্শন
বহিত নয়নে তাঁর
কিবা অশ্রুধারা, বহিত হৃদয়ে
কি প্রবাহ করুণার !
জানি না কি পাপে এ হতভাগিনী
স্নেহময়ী জননীর
হারায়েছি সেই স্নেহময় বক্ষ
শান্তিস্বর্গ অভাগীর !"
নীরবিলা ধীরে কুলসম, পুনঃ
বসি বাক্যহীন স্থির,
কি উচ্ছ্বাস প্রাণে, বহে দুনয়নে
কিবা শোক-অশ্রুনীর !
বসিয়া নিকটে সখী কুমারীর
বাক্যহীণ পূর্ব্বমত,
কি গভীর ব্যথা আচ্ছন্ন হৃদয়,
কি বেদনা উচ্ছ্বসিত !
ধীরে ধীরে এক সুদীর্ঘ নিশ্বাস
করি পরিত্যাগ কহে
কুলসম পুনঃ — "অভাগিনী আমি
হারাইয়া মাতৃস্নেহে

সপ্তম সর্গ

পেয়েছিনু কিবা জনকের স্নেহ,
পিতৃস্নেহ কি গভীর
মাতার অভাব করেছিল পূর্ণ,
মাতৃস্নেহ অভাগীর।
জনকের স্নেহে স্নেহ জননীর
ভুলেছিনু একেবারে,
জননীর কথা জাগিত না মনে
কভু নিমেষের তরে,
মাতার অভাব করিতে পূরণ
স্নেহময় পিতা মম
দেন অভাগীরে মাতৃস্নেহ সনে
পিতৃস্নেহ নিরুপম!
কখন জীবনে একটি অভাব
করি নাই অনুভব,
চাহিবার পূর্ব্বে পেয়েছি সকলি,
কি আমোদ, কি বিভব।
যদিও তাঁহার গৃহ পরিপূর্ণ
ছিল দাস দাসী শত,
তবু পিতা মম স্বয়ং আমার
ছিলেন সেবায় রত।

এত স্নেহ, এত সোহাগ আদর,
পায় কি জীবনে কেহ ?
হেন পিতৃস্নেহ পায় যদি লোকে
হারাইয়া মাতৃস্নেহ,
তা হলে নিশ্চয় করিবে না কেহ
এতটুকু দুঃখ কভু
জননীর তরে, মাতৃস্নেহ যদি
হারায়, জীবনে তবু।
সেই পিতৃস্নেহ জগতে অতুল,
তাহাও অনেক কাল
ঘটিল না, এই হতভাগিনীর
এমনি পোড়া কপাল,
করিতে সম্ভোগ, হাধিক্ জীবন !
সিন্ধু যে — তাহার নীর
শুকায় নিমেষে যাইলে নিকটে
পরশনে অভাগীর।"
আবার নীরব বসি দুইজন,
পুনঃ ক্ষণকাল পরে
কহে কুলসম — "হের পুনর্ব্বার
এই অভাগিনী তরে

সপ্তম সর্গ

দিল্লীতে পঞ্জাবে, পাঠানে মোগলে,
বাধে কি ভীষণ রণ,
পড়ে মৃত্যুমুখে পক্ষে উভয়ের
কত সৈন্য অগনন।
আমরা রমনী ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম
আমরা কি বুঝি, বল,
ন্যায় ও অন্যায়, ইষ্ট ও অনিষ্ট,
মঙ্গল ও অমঙ্গল,
কি বুঝি আমরা জ্ঞানহীণা নারী
জানি — বুঝি এইটুক —
এ ভীষণ রণ এ অভাগী তরে,
আমা তরে কত দুঃখ
পাইয়াছে কত পিতৃভ্রাতৃহীণা
পতিপুত্রহীণা নারী,
ভাসাইয়া বক্ষ বহিয়াছে কত
নেত্রে অভাগীর বারি!
স্মরিলে সে সব শিহরে হৃদয়,
শিহরে আতঙ্কে প্রাণ,
মনে হয় যেন মস্তক উপরি
আছে পূর্ণ দীপ্তিমান্

তাহাদের কত অভিশাপ-বজ্র,
না জানি কখন শিরে
পড়িবে ভাঙ্গিয়া, করিবে চূর্ণিত
এ হৃদয় চিরতরে!"

সখী — যেই কার্য্য, সখি, হয়েছে সাধিত,
প্রতিকার নাই যার,
চিরদিন হেন সেই কার্য্য তরে
কি ফল ভাবিয়া আর?
শত চিন্তা তব শত দীর্ঘ শ্বাস
পারিবে কি কভু, হায়,
গিয়েছে যাহারা চলিয়া তাদিগে
ফিরাইতে পুনরায়?
শত আবাহনে অশ্রু-বরিষণে
জীবনে নিমেষ তরে
গিয়েছে যে চলি পারিবে কি, হায়,
ফিরাইতে কভু তারে?
কাল পূর্ণ তাঁর, গিয়েছেন তিনি
পবিত্র অমর-ধামে,
কি সাধ্য তোমার রাখিবে তাঁহাকে
চিরদিন এইখানে।

সপ্তম সর্গ

কুল — বুঝি সব, কিন্তু হৃদয় আমার
প্রবোধ যে নাহি মানে,
শত চেষ্টা করি ভুলিতে সকলি,
তবু উঠে সঙ্গোপনে
সেই সব স্মৃতি হৃদয়ে সতত
হৃদয় আকুল করি,
বহে দুনয়নে প্লাবিয়া কপোল
সখি, কত অশ্রুবারি,
কি কারণ তার, কিবা পরিণাম,
যদিও জানি না তাহা,
জানি এইটুকু এ কাল-সমরে
হারায়েছি ছিল যাহা।
আজিও জীবনে পিতার অভাব
করিতেছি অনুভব —",
"গেছে এক পিতা, আছে অন্য জন,
তবু কি অভাব তব?"
উঠিলা চমকি সখী, কুলসম,
একসঙ্গে দুইজন,
দেখিলা উভয়ে দাঁড়াইয়া দ্বারে
মৃদুহাসিফুল্লানন

দিল্লী-অধিপতি বীরেন্দ্র বাবর।
কুলসম ক্ষিপ্রগতি
বসিলা শয্যায়, লজ্জায় নয়ন
অবনত শয্যাপ্রতি।
বসি শয্যাপার্শ্বে কহিলা বাবর
মৃদুহাসিমাখামুখ —
"গেছে পিতা এক, আছে অন্য জন,
তথাপি কেন এ দুঃখ?
গেছে দৌলৎখাঁ, আছে ত বাবর,
নহে কি বাবর, হায়,
পিতার সমান না আমার, তব
দৌলৎখাঁর তুলনায়?
অথবা বাবর নাহি জানে বুঝি
করিতে সে স্নেহ দান,
দিতে পিতৃস্নেহ, পিতার আদর,
দৌলৎখাঁর সমান?"
কুলসম ধীরে কহিলা — লজ্জায়
নেত্রদ্বয় অবনত —
"না বুঝিয়া যদি দিয়ে থাকি কিছু
ব্যথা প্রাণে তব, পিতঃ,

করিও মার্জ্জনা দুহিতায় তব,
অপরাধ বালিকার,
যেই দিল্লীশ্বর খ্যাত চরাচরে
করুণার পারাবার,
হৃদয় যাঁহার — দয়া-প্রস্রবণ,
অন্তর — স্নেহ-নির্ঝর,
সর্ব্ব জীবে যাঁর সমান করুণা
নাই ভেদ আত্মপর,
তিনিই যদ্যপি নাহি জানিবেন
দিতে স্নেহ সুগভীর,
কে জানিবে তবে? মা চেয়ে সমুদ্রে
কে চাহে মরুতে নীর?
না দিতেন যদি দয়ার্দ্র সম্রাট
অভাগীরে পদে স্থান,
না জানি তা হলে হইত কখন
দগ্ধীভূত এই প্রাণ,
কোন্ দূরদেশে যাইত ভাসিয়া
নদীস্রোতেঃ তৃণ যথা
এই নিরাশ্রয়া অনাথা বালিকা,
বৃক্ষচ্যুতা ক্ষীণা লতা।

দৌলৎখাঁ, বাবর— উভয় সমান,
উভয় জনক মম,
উভয়ের প্রাণ করুণা-আধার,
দয়া, স্নেহ নিরুপম।
দৌলৎখাঁ — মানব, বাবর — দেবতা,
দৌলৎখাঁর প্রাণ — ধরা,
বাবরের প্রাণ — পবিত্র ত্রিদিব,
স্নেহ — স্বর্গসুধাধারা !
দৌলৎখাঁর স্নেহ — দুহিতার প্রতি,
পার্থিব সে স্নেহরাশি।
বাবরের স্নেহ — অনাথার প্রতি,
স্বরগের সুধাহাসি !
আপন কন্যার পিতা যেইজন,
কি আর করুণা তাঁর,
অন্যের কন্যার পিতা যেইজন,
তিনি স্নেহপারাবার !”
বসিয়া বাবর নীরব, বিমুগ্ধ,
কি এক অজ্ঞাত সুখে
হৃদয় তাঁহার আকুল, উদ্ভ্রান্ত,
কথা নাহি ফোটে মুখে।

সপ্তম সর্গ

কহিলা সহসা নিদ্রোত্থিত যেন —
"কুলসম, মা আমার,
নাহি জানি কোন্ পুণ্যবলে মম
কন্যারূপে অভাগার
পেয়েছি তোমায়' সার্থক জীবন,
বাবর যদি দেবতা,
সে কেবল পেয়ে তোমা হেন দেবী
দেববালিকা — দুহিতা।
কিন্তু, মা আমার, আশা অন্য এক,
আছে এই অভাগার,
না জানি সে আশা পূর্ণ হইবার
আছে কত দিন আর।"
ব্রীড়ানত মুখে কহিলা কুমারী —
"আরো কিছু দিন, পিতঃ,
ক্ষম জ্ঞানহীনা দুহিতায় তব,
ক্ষমেছ যখন এত —"
প্রতিহারী এক আসি হেনকালে
জানাইলা প্রয়োজন,
'আসি তবে' — কহি করিলা প্রস্থান
বাবর প্রফুল্লানন।

সখী — প্রিয়সখি, তব এ কেমন ভাব,
অদ্ভুত যে মনে হয়,
কেন এ আপত্তি? কিবা সে আপত্তি?
চেতেছ কেন সময়?
ইহাপেক্ষা আর কি হইতে পারে
সৌভাগ্য তোমার, শুনি,
শ্বশুর — সম্রাট, পতি — যুবরাজ,
স্বয়ং — ভারতরাণী,
তদুপরি পুনঃ পিতার আকাঙ্ক্ষা,
শেষ ইচ্ছা মৃত্যুকালে,
তবু কেন এই আপত্তি তোমার?
হারাতেছ অবহেলে
কেন এ সৌভাগ্য?"
বসিয়া নীরব
কুলসম অবিচল।
সখী — মনে হয়, সখি, হৃদয়ে তোমার
রহস্য কোন প্রবল
আছে লুক্কায়িত, কিবা সে রহস্য?
শুনিতে বাসনা মম।

সপ্তম সর্গ

কুলসম পুনঃ বসিয়া নীরব
পাষাণমূরতি সম।
সখী — একি ভাবান্তর প্রিয়সখি, তব!
আমাকেও যদি, হায়,
হৃদয়ের ব্যথা করিবে গোপন,
বলিবে কাকে ধরায়?”
ত্যজি দীর্ঘশ্বাস স্বপ্নোত্থিতা মত
কহে কুলসম ধীরে —
“অপরাধ, সখি, করিও মার্জ্জনা,
ক্ষমিও হতভাগীরে।
বহে যে ঝটিকা হৃদয়ে আমার,
সখি, তার তুলনায়
প্রলয়ও তুচ্ছ, নাই এ জগতে
দুঃখিনী আমার ন্যায়।”
সখী — কিবা সে ঝটিকা? কিবা সেই দুঃখ?
কুল — কি বলিব, সখি, আর?
বিপরীত দুই কর্ত্তব্যের মাঝে
পড়ি এ দশা আমার।
একদিকে যথা — পিতার আদেশ,
বাসনা মৃত্যুকালীন,

আশ্রয়দাতার স্নেহ নিরুপম,
করুণা অপরিসীম,
অন্যদিকে তথা — হৃদয়ের গতি
ইহাদের বিপরীত,
কি কর্ত্তব্য মম পারিনা বুঝিতে,
করিতে স্থির নিশ্চিত।
সখী — হৃদয়ের গতি কেন বিপরীত ?
নহে তব অভীপ্সিত
এই পরিণয় ?
"নহে, প্রিয়সখি" —
কহে লজ্জা-অবনত
কুলসম ধীরে।
সখী — নহে যুবরাজ
ভালবাসাযোগ্য তব ?
কুল — ভ্রাতৃসমজ্ঞান করি যুবরাজে।
সখী — একি কথা অভিনব !
হৃদয় কি তব অর্পিত অপরে ?"
বাক্যহীন কুলসম।
সখী — কেবা তিনি, সখি ?
'কুমার উদয়' —

কহে কুলষম ধীরে
অবনতদৃষ্টি।
সখী — এ কি কথা শুনি!
কেন এতদিন তরে
রেখেছ গোপন?"
নীরব কুমারী।
সখী — জান কি তোমার প্রতি
কুমারের কিবা হৃদয়ের ভাব?
কুল — জানিনা।
সখী — আশ্চর্য্য অতি!
জানে কি কুমার মনোভাব তব?
কুল — জানেনা কিছুই, সখি।
বাক্যহীন সখী, রাজপুত্রী পানে
চেয়ে বিস্ফারিত আঁখি!
সখী — কি কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছ তুমি?
কুল — কিছুই করিনি স্থির।
পিতার আদেশ অন্তিম আকাঙ্ক্ষা,
এ স্নেহ দিল্লীপতির,
না করিলে পূর্ণ হব অকৃতজ্ঞা
কৃতঘ্না — হইবে খ্যাতি।

অন্যদিকে এই বিপরীত ভাব
প্রবৃত্তি অনন্যগতি।
সখী — সম্ভব কি নহে হৃদয়ের এই
গতির পরিবর্ত্তন?
কুল — করিয়াছি চেষ্টা, হইনি সফল,
কি করি, সখি, এখন?
সখী — আর এক কথা — কুমার উদয়
এই ভালবাসা তব
না করেন যদি গ্রহণ কখন?
কুল — নহে তাহা অসম্ভব।
ভালবাসা মম ভালবাসা তাঁর
নহে লভিবার তরে।'
'দুর্নিবার এই হৃদয়ের স্রোতঃ,
হৃদয়-পাষাণ-স্তরে
এই যে অঙ্কিত প্রণয়-মূরতি
হৃদয় যদি চূর্ণিত।,
তথাপি এ মূর্ত্তি হৃদয় হইতে
হইবে না তিরোহিত' —
ভাবিতে লাগিলা আপনার মনে
বসিয়া নীরবে সখী।

বসিয়া নীরবে কুলসম স্থির
পলকবিহীন আঁখি।
কিছুকাল পরে কহে সখী ধীরে —
"অতীব কঠিন কথা,
একদিকে যথা — কৃতঘ্নতা-ভয়,
অন্যদিকে — কপটতা,
উভয় দোষের। আমার এ মত —
কহ যুবরাজে সব,
করিওনা কিছু ভ্রমেও গোপন
হৃদয়ের ভাব তব।
শুনিয়া সকলি তথাপিও যদি
করেন তোমা গ্রহণ,
হবে না তোমার কপটতা কিছু।
অথবা — করি শ্রবণ
সকলি, যদ্যপি না করেন তোমা
গ্রহণ, তাহ'লে তব
হইবে না কিছু কৃতঘ্নতা, সখি,
অকৃতজ্ঞতা ধ্রুব।"
কুল — আমিও সেরূপ কি বলিব, হায়,
ভাবিয়াছি কতবার —"

হেনকালে ধীরে করিলা প্রবেশ
অর্গলবিহীন দ্বার
খুলি যুবরাজ মৃদুহাসিমুখ
কুলসমে কহে ধীরে —
"কতদিন আর রহিব আশায় ?
কতদিন যাব ফিরে ?
এইমাত্র শুনি সম্রাটের মুখে
সময় চেয়েছ পুনঃ,
কেন এই তব সময়-প্রার্থনা ?
হতভাগ্য হুমায়ুন
নহে কি তোমার ভালবাসাযোগ্য ?'
সকলি রহস্য প্রায়,
রাজপুত্রী, আর পারি না থাকিতে
আজীবন নিরাশায়।
হাঁ — কিম্বা — না চাহি এ দুয়ের
একটি উত্তর আজ।"
অবনতদৃষ্টি কহে কুলসম —
"অপরাধ, যুবরাজ,
ক্ষম অবলায়, অভাগিনী আমি,
জনমদুঃখিনী, হায়,

ভাবী দিল্লীশ্বর চরণে তাঁহার
নিরাশ্রয়া অবলায়
দিতে স্থান ক্ষুদ্র ইচ্ছুক যে আজি,
নহে কি সৌভাগ্য মম
আশাতীত, কিম্বা স্বপ্নের অতীত,
আকাশ-কুসুম সম ?
এতই নির্ব্বোধ, কিম্বা অকৃতজ্ঞা,
নহে এই কুলসম
সম্রাটের দয়া, দয়া কুমারের,
স্নেহ এই নিরুপম,
বুঝিবে না কভু।”— থামিলা কুমারী
অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠস্বর।

যুব — রাজপুত্রী, যদি হৃদয়-আবেগে
না বুঝিয়া গুরুতর
দিয়ে থাকি ব্যথা অন্তরে তোমার
ক্ষম অপরাধ মম।

কুল — অপরাধী তুমি ? না, না, অসম্ভব,
অপরাধী কুলসম।
আমিই না জানি অন্তরে তোমার,
অন্তরে পিতার তব

কত যে দিয়েছি ব্যথা গুরুতর,
বুঝিতেছি আজি সব।
অত্যাবধি ব্যথা ভ্রমেও কখন
জীবনে দিব না আর,
আমিও কুমার, পারি না বহিতে
হৃদয়ে পাষাণ-ভার,
কেন এই মম সময়-প্রার্থনা?
কহিব সকলি আজ,
আজি তোমা হ'তে কিছুই গোপন
করিব না, যুবরাজ।"
থামিলা কুমারী, নীরব কুমার,
কহে কুলসম পুনঃ—
"লুক্কায়িত এই হৃদয়ের কথা
যুবরাজ, আজি শুন।
ভালবাসা তব পবিত্র, গভীর,
অকপট, নিরুপম,
সে ভালবাসার, সেই প্রণয়ের,
নহে যোগ্যা কুলসম।"
যুব— কারণ কি তার? বরং আমার
এই শুধু মনে হয়,

রাজপুত্রী, তব প্রণয়ের যোগ্য
যুবরাজ কভু নয়।
কুল — সে কেবল তব স্নেহ, ভালবাসা,
করুণা দুঃখিনী তরে,
মহৎ যে জন আপনাকে তিনি
ক্ষুদ্রতম মনে করে।
যুব — তবে আপত্তির অন্য কি কারণ?
কুল — কীট যে কুসুম-প্রাণে
কিরূপে তাহাকে উৎসর্গিব, বল,
দেবের পূত চরণে?
যুব — কি সে কীট প্রাণে?
কুল — এ হৃদয় মম
উৎসর্গিত অন্যপদে।'
সহসা কুমার উঠিলা চমকি
যথা সর্প হেরি পথে!
চেয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টি লজ্জা-অবনত
কুলসম-মুখপানে
কহিলা কুমার — "কেন এতদিন
জাগাইলা আশা প্রাণে?"
কুল — করিয়াছি চেষ্টা মুছিতে সে ছবি

হৃদয় হইতে নব।
শুধু এই হেতু চেয়েছি সময়
পিতৃসন্নিকটে তব।
যুব — তবে কি এ প্রেম শুধু একপক্ষে?
কুল — একপক্ষে, যুবরাজ,
বলেছি যখন গোপন তোমাকে
করিব না কিছু আজ।
যুব — তোমার এ প্রেম বল, অন্যপক্ষ
কিছুই কি নাহি জানে?
কুল — অদ্যাবধি কিছু জানে না, কুমার।
যুব — বল, অন্যপক্ষ-প্রাণে
জাগে কি এরূপ গভীর প্রণয়?
হৃদয়ের বিনিময়
হইয়াছে কিছু?
কুল — অদ্যাবধি তার
পাই নাই পরিচয়।'
নীরব কুমার স্তম্ভিতহৃদয়,
বাক্যহীন কুলসম
অবনত নেত্রে চেয়ে ভূমিপানে
শৈলপ্রতিমূর্ত্তিসম।

সপ্তম সর্গ

সহসা কুমার ত্যজি দীর্ঘ শ্বাস
কহিলেন ধীরে ধীরে —
"রাজপুত্রী, কেবা ভাগ্যবান্ তিনি ?"
কুলসম ক্ষীণস্বরে —
"মিবারের রাজ- কুমার উদয়।"
হেরি সর্প যথা নর
উঠে চমকিয়া, তেমতি কুমার
বিস্ময়স্তব্ধ অন্তর।
কিছুকাল পরে কহিলা কুমার —
"শুনিয়াছি ক্ষত্রগণ
ধর্ম্মভীরু অতি, ত্যজিবে সে ধর্ম্ম
তোমাকে করি গ্রহণ ?"
কুল — না পড়িলে এই উভয় সঙ্কটে
কৃতঘ্নতা — কপটতা —
ভ্রমেও কখন কেহ, যুবরাজ,
জানিত না এই কথা।
যতদিন দেহে থাকিবে জীবন
এই কথা পুনর্ব্বার
জানিবে না কেহ" ত্যজিয়া আসন
উঠিলা ধীরে কুমার।

লাগিলা ভ্রমিতে গৃহ-কক্ষতলে
চিন্তা-আকুলিত প্রাণে
ধীর পদক্ষেপে অবনতশির
চাহিয়া ভূতল পানে।
আপনার মনে লাগিলা কহিতে
ধীরে অনুচ্চ-স্বরে —
"ভাঙ্গিল স্বপন জীবনের এক
আজি চিরদিন তরে!
হৃদয়-মন্দিরে যে প্রেম-প্রতিমা
যতনে স্থাপন করি
পূজিয়াছি কত প্রেম-প্রসূনে
আজি বহুদিন ধরি,
কল্পনা-কুসুমে বিরচি মালিকা,
সোহাগে করি চর্চ্চিত,
চরণে যাহার কত উপহার
করিয়াছি উৎসর্গিত,
আজি সে প্রতিমা শত বিচূর্ণিত,
হৃদয়ও তার সনে
হইল চূর্ণিত, স্মৃতিটুকু মাত্র
রবে শুধু তার স্থানে!"

সপ্তম সর্গ

থামিলা বারেক বাতায়ন পার্শ্বে,
রাখি কর বাতায়নে,
গণ্ড করতলে, নীরব কুমার
চাহিয়া প্রকৃতি পানে!
সহসা ত্যজিয়া বাতায়ন পার্শ্ব
শয্যাপার্শ্বে যুবরাজ
দাঁড়াইলা আসি, কহিলেন ধীরে —
"আমিও কহিব আজ
রাজপুত্রী, মম হৃদয়ের কথা,
কহিনি আজিও যাহা,
দিল্লীসিংহাসন — শুন, রাজপুত্রী,
নহে লক্ষ্য মম তাহা,
তদপেক্ষা তব প্রেম ভালবাসা
অধিক বাঞ্ছিত মম,
তাহার অভাবে সাম্রাজ্যও সুখ
নাহি দিবে ক্ষুদ্রতম।
যতদিন দেহে থাকিবে এ প্রাণ,
ততদিন তব আশ
থাকিবে হৃদয়ে, রবে প্রাণে তব
ভালবাসা-অভিলাষ,

কিন্তু আমি চাহি হৃদয় তোমার,
নাহি চাহি দেহ এই,
বহে স্বর্গ হ'তে যেই প্রেমধারা,
চাহি পূত প্রেম সেই।
যাইতেছি আজ, আসিব না আর,
যদি কোনদিন, শুন,
পূর্ব্বের স্মৃতি পার ভুলিবারে,
তাহ'লে আসিব পুনঃ।
যখন হেরিব হৃদয় তোমার
শূণ্য পূর্ব্বের ন্যায়,
তখন আবার আসিব ফিরিয়া
তোমার প্রেম-আশায়!
ততদিন শুধু স্মৃতিটুকু তব
হৃদয়ে রাখিব ধরি,
এইটুকু শুধু বিদায়ের কালে
প্রার্থনা মম, কুমারি।"
ত্যজিয়া কুমার প্রকোষ্ঠ তাহার
যাইতে সবেগে চলি,
ডাকিলা কুমারী ক্ষীণ মৃদু কণ্ঠে
ঈষৎ নয়ন তুলি —

"যুবরাজ, মম আছে এক ভিক্ষা—
তত দিন, আশা করি,
ভ্রাতৃস্নেহ হ'তে হবে না বঞ্চিতা
এই নিরাশ্রয়া নারী।"
'তাই তবে হবে'— কহিয়া কুমার
করিলা প্রস্থান ধীরে।
কুলসম, সখী, বসিয়া নীরব,
আকুল স্তব্ধ অন্তরে।
উঠিল সহসা কুলসম-কণ্ঠে
মৃদু কোমল স্বরে
বিষাদ-সঙ্গীত বিরহের গান
অজ্ঞাতে, অলক্ষ্যে, ধীরে।

গীত

মুছিও না মম নয়নের জল,
পড়ুক ঝরিয়া বহিয়া কপোল,
করুক সলিলে সিক্ত ধরাতল,
কি দুঃখ তাহাতে, হায়, ?
চেপেছি যখন হৃদয়ে পাষাণ
স্বেচ্ছায়, হইবে নিষ্পেষিত প্রাণ,
করিও না তুমি স্নেহবারি দান,
এ জীবনে কভু তায়।

এসেছি জগতে করিতে ক্রন্দন,
করিয়াছি কত অশ্রু বরিষণ,
আরো কত অশ্রু করিব বর্ষণ
সারাটি জীবন ধরি।
নই আমি হেথা তোমাদের কেহ,
আছি এক প্রান্তে লুকায়িতদেহ,
তবু কেন এই ভালবাসা স্নেহ
জীবন-আকুলকারী?
কেহ নহে মম, আমি কারো নহি,
তবু কার পানে রহিয়াছি চাহি,
এ পাষাণ প্রাণে কার তরে বহি,
আমিই জানি না তাহা।
চাই আমি যাকে, পাই না তাহাকে,
চেয়েও ত কেহ পায়নি আমাকে,
আকুল হৃদয় কেন তার শোকে
পাব না কথন যাহা।
কেন তার আশা করি না বর্জ্জন
যে আমাকে, হায়, চাহে না কখন,
কি ফল করিয়া অশ্রু বরিষণ
সে কি চায় কভু ফিরে?

সপ্তম সর্গ

কেন নাহি করি আত্ম সমর্পণ
যে চাহে আমাকে করিতে গ্রহণ,
কেন তার প্রতি বিমুখ এমন
কে তাহা বলিতে পারে?
না পাবার যদি, তবু কেন আশ?
চেয়েও অপূর্ণ কেন অভিলাষ?
বহিবে কি শুধু সুদীর্ঘ নিশ্বাস
জীবন করিয়া লীন?
রহিব কি শুধু বিজনে ফুটিয়া?
পড়িব কি শুষ্ক ভূতলে ঝরিয়া?
ঝরে অশ্রু নেত্র আকুল করিয়া
এইরূপে চিরদিন?

অষ্টম সর্গ

দিল্লী — সম্রাটের দরবার-ভবন।

নিদাঘ-মধ্যাহ্ন, কিবা দীপ্ত তেজোময়
মধ্যাহ্নের দিবাকর ধাঁধিয়া নয়ন!
নিদাঘের — মধ্যাহ্নের প্রখর উত্তাপে
কি উত্তপ্ত অগ্নিময় বক্ষ ধরণীর,
ফুটিছে চরণে কিবা স্ফুলিঙ্গ অগ্নির!
বসি দরবার-গৃহে স্বর্ণ সিংহাসনে
সম্রাট বাবর, বসি চতুর্দ্দিকে তাঁর
পাঠানের মোগলের দলপতিগণ।
নীরব, নিস্তব্ধ কক্ষ, প্রতি দ্বারে দ্বারে
উন্মুক্ত কৃপাণ করে দৌবারিকগণ
দাঁড়াইয়া বাক্যহীন, গর্ব্বিত আনন,
শৈল-প্রতিমূর্ত্তি প্রায় স্থির অবিচল!

পার্শ্বে উপবিষ্ট বৃদ্ধ সভাসদ প্রতি
করি লক্ষ্য অকস্মাৎ কহিলা বাবর
ধীরে ধীরে — "মন্ত্রীবর, আদেশ আমার
আশা করি হইয়াছে নগরে নগরে,
দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, সর্ব্বত্র ঘোষিত।"

মন্ত্রী — জাঁহাপনা, আজ্ঞা তব হয়েছে ঘোষিত
প্রতি দেশে, প্রতি গ্রামে, প্রত্যেক নগরে ;
একটিও দেশ, কিম্বা গ্রাম ও নগর
পড়ে নাই বাদ, প্রভু, সর্ব্বত্র ঘোষিত —
যাহার যে অভিযোগ, অভাব অথবা,
সহসা যে দরবার হইবে আহূত
দিল্লীতে, স্বয়ং তথা হয়ে উপস্থিত
করে যেন সম্রাটের সম্মুখে জ্ঞাপিত।
যথাসাধ্য দিল্লীশ্বর করিবেন তার
প্রতিকার।

সম্রাট — অত্যুত্তম। আশা করি সেই
ঘোষণার অনুযায়ী প্রজাবৃন্দ মম
উপস্থিত।

মন্ত্রী — উপস্থিত, জাঁহাপনা, দূর
দেশ দেশান্তর হ'তে লক্ষ লক্ষ প্রজা।

সম্রাট — আশা করি, সমাগত প্রজাবৃন্দ তরে
আহার ও বাসস্থান উপযুক্ত মত
রাজ-কোষাগার হ'তে হয়েছে অর্পিত।
মন্ত্রী — জাঁহাপনা, কোন ক্রটি হয়নি নিশ্চিত।
রাজার নিযুক্ত কর্ম্মচারী অগণিত
নিয়ে সাথে নিজে আমি রহিয়াছি রত,
প্রত্যেক প্রজার পার্শ্বে করিয়া গমন
জানিয়া প্রার্থনা তার করেছি পূরণ
অবিলম্বে, পরিতুষ্ট প্রজাবৃন্দ সব।
সম্রাট — উত্তম। আদেশ মম সর্ব্বাংশে পালিত
শুনিয়া সন্তুষ্ট আমি। কিন্তু, মন্ত্রিবর,
জেনেছ কি তাহাদের কিবা অভিযোগ,
কি অভাব?
মন্ত্রী — জাঁহাপনা, অভিযোগ কোন
নাই প্রজাদের, কিন্তু অভাব বিবিধ।
কি হিন্দু, মুসলমান, সর্ব্বজাতি প্রজা,
পরিতুষ্ট সম্রাটের শাসনে, বিচারে,
ন্যায়পরায়ণতা ও নিরপেক্ষতায়,
অত্যাচার, অবিচার, হিন্দু মুসলমানে
পক্ষপাত, দস্যুভয়, দুর্ব্বলের প্রতি

দৌরাত্ম্য অন্যায়রূপে হস্তে প্রবলের,
অশান্তি, অরাজকতা, লুপ্ত সমুদয়।
ছাইয়া ভারতাকাশ ছিল বিরাজিত
যে অশান্তি-সূচীভেদ্য-অন্ধকাররাশি,
দূরীভূত্ এবে তাহা, শোভে তার স্থানে
শান্তির কিরণ-রশ্মি স্নিগ্ধ ও নির্ম্মল,
করি পূর্ণ আলোকিত ভারত-আকাশ।
বৈশাখী রৌদ্রের স্থানে উত্তপ্ত প্রখর
শোভে বৈশাখের জ্যোৎস্না কি শান্ত মধুর!
অথবা জ্বলন্তবালিপূর্ণ অগ্নিময়
মরুভূমি-স্থানে পল্লবিত বৃক্ষাকীর্ণ
কি স্নিগ্ধ, কি ছায়াময় নিকুঞ্জ কানন!
জাঁহাপনা, সমবেত প্রজাবৃন্দ মাঝে
বিন্দুমাত্র অভিযোগ নাই কারো কিছু।

সম্রাট — অতীব সুখের কথা। কিন্তু কি অভাব
প্রজাদের, মন্ত্রিবর, জেনেছ কি কিছু?
অভিপ্রায় মম — যদি নহে সাধ্যাতীত
করিব প্রজার যত অভাব পূরণ,
যথা অভিযোগ, তথা অভাব তাদের
করিব সাধ্যানুসারী দূরীভূত মম।

মন্ত্রী — জাঁহাপনা, প্রজাদের প্রধান অভাব —
দরিদ্রতা, অন্নক্লেশ ; দুর্ভিক্ষ ভীষণ
জ্বেলেছিল দেশব্যাপী যেই দাবানল,
ভস্মে পরিণত দেশ, অর্থহীন প্রজা,
গৃহে গৃহে অন্নাভাব, শত পরিশ্রমে
জন্মে না ফসল ক্ষেত্রে, ভিক্ষাও দুর্লভ,
তদুপরি মহামারী — সংক্রামক ব্যাধি
ভীষণ রাক্ষসী-মূর্ত্তি করিয়া ধারণ
উপনীত প্রজাদের কুটীরের দ্বারে
প্রবল ঝটিকা মত — দুঃস্বপ্নের ন্যায় !
দুর্ভিক্ষ ও মহামারী কবলে পতিত
সংখ্যাহীন প্রজা, বাকী যেই কয়জন
বহুকষ্টে কোনমতে পেয়েছে নিস্তার,
কিম্বা কৃতান্তের উগ্র অনুচরদ্বয়
করিয়াছে মুক্তিদান যেই কয়জনে
নিতান্ত দয়ার্দ্রচিত্তে, তাদেরো অবস্থা
কিছুমাত্র নহে ভাল সঙ্গীদের চেয়ে,
একরূপ দুর্দ্দশায় তারাও পতিত ;
মহামারী দুর্ভিক্ষের লৌহ হস্ত হ'তে
পাইয়া নিস্তার, শেষে — কিবা দুরদৃষ্ট !—

অষ্টম সর্গ

রাজার কঠোর করে পতিত সকলে।
রাজস্ব-পীড়নে প্রজা পীড়িত বিশেষ।
দুর্ভিক্ষ ও মহামারী পীড়নে কাতর
যেমতি অসংখ্য প্রজা, তেমতি আবার
সংখ্যাহীন প্রজা কত পেয়েছে নিস্তার।
নির্ম্মম কঠোর রাজ-শাসন হইতে
একটি প্রজাও কিন্তু পায়নি নিস্তার।
প্রজাবৃন্দ জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে
পীড়িত রাজস্ব তরে অশেষ প্রকারে।
বিধাতার রোষাপেক্ষা সম্রাটের রোষ
নির্ম্মম অধিকতর, ক্ষমাদয়াহীন।
ব্যাধিগ্রস্ত, দরিদ্রতা-অনশন-ক্লিষ্ট,
যদিও, যদিও পথ্য, অন্ন একমুষ্টি
নাহি জুটে প্রজাদের, তবু কিন্তু, হায়,
রাজস্ব-আদায় হ'তে মুক্তি অসম্ভব।
দুর্ভিক্ষ ও মহামারী কবল হইতে
যৎসামান্য যাহা কিছু ছিল অবশিষ্ট
রাজার রাজস্ব কিন্তু করিতে আদায়
শেষকপর্দ্দকাবধি নিঃশেষ সে সব।
তারপর, জাঁহাপনা, এ ভীষণ রণ

দিল্লীতে পঞ্জাবে, আর মোগলে পাঠানে,
ব্যয়ভার সমরের করিতে বহন
কপর্দ্দকহীন দেশ, অর্থশূন্য প্রজা।
অন্নাভাব প্রজাদের — প্রধান অভাব।

সম্রাট — মন্ত্রিবর, প্রজাদের দুর্দ্দশা-কাহিনী
শুনিয়া ব্যথিত চিত্ত, প্রজাবর্গ যদি
দুঃখনিপীড়িত, তবে কি ফল আমার
সসাগরা পৃথিবীর লভিয়া রাজত্ব,
ভারতবর্ষের লভি ঐশ্বর্য্য অপার ?
মন্ত্রিবর, আজ্ঞা মম — দুর্ভিক্ষপীড়িত
প্রজাবৃন্দ, যতদিন রহিবে দুর্ভিক্ষ,
যতদিন অনাবৃষ্টি, রবির কিরণ
প্রখর উত্তাপময়, রাখিবে ধরার
অগ্নিদগ্ধ শুষ্ক বক্ষ, তপ্তবালিময়,
জ্বলন্তকঙ্করপূর্ণ, যতদিন পুনঃ
পরিবে না বসুন্ধরা স্নিগ্ধ শ্যামাঞ্চল,
যতদিন পুনঃ নহে তৃণ, লতা, গুল্মে
শ্যামল ধরণীবক্ষ, পল্লবিত তরু,
শস্যপরিপূর্ণ ক্ষেত্র, স্নিগ্ধ নীলিমায়
প্রকৃতির শ্যাম অঙ্গ আবৃত আবার,

ততদিন, মন্ত্রিবর, এ আদেশ মম —
রাজস্ব-আদায় হ'তে মুক্ত প্রজাবৃন্দ।
একটিও কপর্দ্দক প্রজাদের হ'তে
রাজস্বের বিনিময়ে পারিবে না কভু
করিতে আদায়, শুধু নহে এইটুকু —
ততদিন, মন্ত্রি, রাজ-কোষাগার হ'তে
প্রজার আহার্য্য বস্ত্র, ভরণ পোষণ,
উপযুক্ত পরিমাণে হইবে প্রদত্ত।
গ্রামে গ্রামে অন্নসত্র করিয়া স্থাপন
অন্নহীন প্রজামুখে করি অন্ন দান
অন্নাভাব প্রজাদের করিবে মোচন।
তদুপরি — স্থানে স্থানে চিকিৎসা-আলয়
প্রজাদের রোগক্লেশ করিতে মোচন
হইবে স্থাপিত, লোক হবে নিয়োজিত
সেবা শুশ্রূষার তরে রাজদত্ত অর্থে।
অদ্যাবধি, মন্ত্রিবর, অকাতরে যেন
অন্নক্লিষ্টে অন্নদান, রুগ্নে পথ্যদান,
হয় রাজ্যে, প্রার্থনার না করি প্রতীক্ষা
প্রজার অভাব নিজে করিয়া সন্ধান
করিতে হইবে পূর্ণ অবিলম্বে তাহা।

মন্ত্রিবর, আজ্ঞা মম কর্ম্মচারিগণে
করিবে জ্ঞাপন, যেন সর্ব্বাংশে পালিত
হয় মম এ আদেশ, বিন্দুমাত্র ত্রুটি
না হয় কদাচ যেন, অদ্যাবধি যদি
একটিও প্রজা মম — কি পুরুষ, নারী,
কি বালক, কি বালিকা, শিশু, যুবা, বৃদ্ধ,
অন্নাভাবে, পথ্যাভাবে, যদি মৃত্যুমুখে
পড়ে কভু, মন্ত্রিবর, তাহলে নিশ্চয়
পাবে না নিষ্কৃতি কেহ রাজদণ্ড হ'তে।
কিম্বা অদ্যাবধি যদি শুনি কোনদিন
কোন রাজকর্ম্মচারী কোন প্রজা হ'তে
করিয়াছে ভ্রমেও বা রাজস্ব গ্রহণ,
জানিবে মঙ্গল তার হবে না কখন।

মন্ত্রী — জাঁহাপনা, আজ্ঞা তব হইবে পালিত
সর্ব্বাংশে, হবে না কভু বিন্দুমাত্র ত্রুটি।

সম্রাট — অন্নক্লিষ্ট, রোগক্লিষ্ট, প্রজাবর্গ বিনে
অন্যবিধ দুর্দ্দশায় পতিত যে সব
প্রজা মম, মন্ত্রিবর, শুনিতে বাসনা
কি দুর্দ্দশা তাহাদের। কর উপস্থিত
সেই সব প্রজাবৃন্দে সম্মুখে আমার।

ছুটিয়া প্রহরী এক ইঙ্গিতে মন্ত্রীর,
করে ধীরে উপস্থিত প্রজা একজন
সম্রাটের পুরোভাগে, আভূমি মস্তক
করি অবনত প্রজা করিলা সম্রাটে
সম্ভ্রমে অভিবাদন।

সম্রাট — কি প্রার্থনা তব ?
অভাব বা অভিযোগ থাকে যদি কিছু,
অথবা সাহায্যপ্রার্থী হও যদি তুমি,
নিঃসঙ্কোচে অভিপ্রায় কর বিজ্ঞাপিত,
কোন ভয়, কোন দ্বিধা করিও না কভু।

প্রথম প্রজা — জাঁহাপনা, অভিযোগ নাহি কিছু মম,
সুবিচার — সুশাসনগুণে সম্রাটের
নাই কিছু অভিযোগ প্রজাদের আর।
অভিযোক্তা, অভিযুক্ত, উভয়ে যখন
সন্তুষ্ট বিচারে তব, সম্ভব কি কভু
অভিযোগ ? জাঁহাপনা, এক নিবেদন —
একটি অভাব শুধু আমার ও মম
আছে প্রতিবাসীদের, করিতে জ্ঞাপন
সে অভাব রাজপদে, উপনীত আমি।

সম্রাট — কি অভাব নিঃসঙ্কোচে কর প্রকাশিত।

প্রথম প্রজা — দিল্লীশ্বর, নিরমল পানীয়-অভাবে
আমি ও আমার যত প্রতিবাসিগণ
ক্লিষ্ট অতি, যে অঞ্চলে বাস এ দাসের
একটিও জলাশয় নাই সে অঞ্চলে।
স্থানে স্থানে যেই সব আছে ক্ষুদ্র কূপ
জল তার নহে কিন্তু পান-উপযোগী।
উপযুক্ত রৌদ্রের ও বায়ুর অভাবে,
বৃক্ষচ্যুত শুষ্ক পত্র-সংযোগে সলিল
বিষাক্ত, দুর্গন্ধময়, তিক্ত, কৃষ্ণবর্ণ,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগণিত কীটপরিপূর্ণ।
দূষিত সে বারি পান করি, জাঁহাপনা,
রোগক্লেশ-জর্জ্জরিত প্রজাবৃন্দ তব।

সম্রাট — অন্নক্লেশ, অর্থক্লেশ — তবু সহনীয়,
অসহ্য — পানীয়-ক্লেশ, অন্ন-অর্থাভাবে
সম্ভব জীবন-রক্ষা কিছুদিন তরে,
অসম্ভব জলাভাবে জীবন-ধারণ
মুহূর্ত্ত তরেও কিন্তু, জীবন নরের
করিছে নির্ভর শুধু সলিল উপরে,
সেইজন্য অন্য নাম জীবন তাহার।
না জানি, এরূপে, হায়, কত পল্লীবাসী

অর্থহীন, নিরুপায়, পানীয়-অভাবে
সহিতেছে কি যন্ত্রনা, ক্লেশ দুর্ব্বিষহ!
মন্ত্রিবর, আজ্ঞা মম — করি নিয়োজিত
উপযুক্ত কর্ম্মচারী, করিয়া সন্ধান
যেই যেই স্থানে হেন পানীয়-অভাব,
রাজব্যয়ে জলাশয় সে সকল স্থানে
করাইবে প্রতিষ্ঠিত, যেন পুনর্ব্বার
জলাভাব প্রজাদের না হয় কখন,
জলকষ্ট চিরতরে হয় তিরোহিত।'

হেনকালে প্রতিহারী প্রজায় অপর
সম্রাটের পুরোভাগে করে উপস্থিত।

সম্রাট — কি প্রার্থনা তব, কর নির্ভয়ে প্রকাশ।

দ্বিতীয় প্রজা — জাঁহাপনা, উপযুক্ত বিদ্যালয়াভাবে
যথোচিত শিক্ষাদান পারি না করিতে
পুত্রকন্যাগণে; হায়, শিক্ষার অভাবে
অশিক্ষিত প্রজা তব, পুত্রকন্যা তার।

সম্রাট — অমূল্য বিভব জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য অতুল,
বিধাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি যে মানব,
সকল জীবের মাঝে শ্রেষ্ঠ যে মানব,
যে মানব পৃথিবীর অন্য প্রাণীমাত্রে

পরাভবি অতি উচ্চে আছে সমারূঢ়,
কি আকাশ, কি সমুদ্র, কিম্বা স্থলচর
প্রাণীমাত্র অবনত চরণে যাহার,
এমন কি প্রাণহীন জড় যে পদার্থ
অগ্নি, বায়ু, ক্ষণপ্রভা, মৃত্তিকা, সলিল,
পঞ্চভূত আজ্ঞাবহ যেই মানবের,
স্বয়ং প্রকৃতিদেবী সহস্র প্রকারে
করিছেন আজ্ঞা যার সতত পালন,
কিসে সে শ্রেষ্ঠতা, সেই প্রাধান্য নরের ?
শারীরিক শক্তি, কিম্বা ঐশ্বর্য্য অপার
নহে তার হেতু কভু, কারণ তাহার
জ্ঞান, বুদ্ধি, মনোবল ; জ্ঞানের প্রভাবে
মানব দেবতাতুল্য, জ্ঞানহীন নর
পশুসম, দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন যদ্যপি
তবু অন্ধ, যেই জ্ঞান-প্রভাবে মানব
ভিক্ষুক যদিও, তবু রাজরাজেশ্বর
সম্রাট অপেক্ষা শত-লক্ষগুণ সুখী।
জ্ঞানের মুকুট যার শোভিত মস্তকে
হীরকখচিত রাজমুকুট উজ্জ্বল
তুচ্ছ তার কাছে, স্বর্ণপার্শ্বে ধূলি যথা।

অষ্টম সর্গ

কি গৌরব নৃপতির জ্ঞানী-তুলনায় ?
একটি দেশে ও শুধু একটি সময়ে
খ্যাতি তাঁর, অন্য দেশে, অন্যান্য সময়ে,
কে জানে তাঁহাকে ? তিনি — নগণ্য মানব
অজ্ঞাত, অপরিচিত ; কিন্তু জ্ঞানপ্রভা
একটি প্রদেশে, কিম্বা একটি সময়ে
নহে সীমাবদ্ধ, স্নিগ্ধ জ্ঞানের কিরণ
যুগযুগান্তরব্যাপী থাকে শোভাময়
সমগ্র ধরণীবক্ষ করি আলোকিত।
কি গৌরব নৃপতির ? জ্ঞানীর গৌরব
উজ্জ্বল সহস্রগুণ ; সম্রাট যে, তিনি
অনন্ত সময়-সিন্ধু-বক্ষে বিরাজিত
ক্ষুদ্র বুদ্বুদের প্রায় ; অলক্ষ্যে, অজ্ঞাতে,
কোথায় কে জানে ফুটি মিশিছে কখন
অনন্ত সময়-নীরে, চিহ্নমাত্র তার
নাহি থাকে বিন্দুমাত্র, কিন্তু জ্ঞানিগণ
সময়-সমুদ্র-তীরে করি বিচরণ
করে যে প্রবাল, মণি, মুক্তা, রত্নাবলী,
সংগৃহীত, প্রভা তার থাকে চিরদিন,
পদচিহ্ন বেলাভূমে থাকে চিরকাল।

জ্ঞানের প্রভাবে দীন হীন ভিক্ষাজীবী
কি গ্রীষ্মে, কি শীতে, কিবা রৌদ্রে ও বর্ষায়,
করি পত্রহীন শূন্য তরুতলে বাস
রাজার অপেক্ষা সুখী রম্যহর্ম্ম্যবাসী।
অশেষ জ্ঞানের বল, চিন্তার অতীত,
বিস্ময়জনক অতি, জ্ঞানের প্রভাবে
হইতেছে কত শত অসাধ্য সাধিত।
শোকার্ত্ত যে — শোক তার, দরিদ্র — দারিদ্র্য,
রোগগ্রস্ত — রোগক্লেশ, এই পৃথিবীতে
যত কেন দুর্ব্বিষহ হউক না অপার
বিবিধ অভাব, ক্লেশ, শুধু জ্ঞানবলে
সহনীয় সমুদয়, জ্ঞান-মন্ত্রবলে
শুকায় নয়নে অশ্রু, ফুটে হাসি-রেখা
অধরে, অভাব ভয় করি বিদূরিত।
এ হেন অমূল্য-নিধি-জ্ঞানহীন যেবা
বিফল জীবন তার বিড়ম্বনাময়।”
থামিলা সম্রাট, থাকি নীরব, চিন্তিত
ক্ষণকাল, ধীরে ধীরে কহিলা আবার —
“মন্ত্রিবর, ইচ্ছা মম — একটিও প্রজা
না হয় বঞ্চিত যেন জ্ঞানলাভ হ’তে।

প্রজাবৃন্দ যদি মম থাকে চিরঅন্ধ,
বঞ্চিত এ রত্নলাভে চিরদিন তরে,
কি ফল সাম্রাজ্যে মম? কি স্বাস্থ্য, বিভব,
নাহি দিবে বিন্দুমাত্র সুখ তাহাদিকে।
প্রজাবৃন্দে জ্ঞানদান রাজার একটি
মহৎ কর্ত্তব্য, যদি না হয় সাধিত
এ কর্ত্তব্য, মহাপাপ হইবে নিশ্চয়।
মন্ত্রিবর, তাই এই আদেশ আমার —
স্থানে স্থানে বিদ্যালয় করিয়া স্থাপিত,
করি উপযুক্ত অধ্যাপক নিয়োজিত,
প্রজাদের পুত্র কন্যা করে তাহাদের
করিবে অর্পন ত্বরা, ব্যয়-ভার যত
রাজঅর্থ সমুদয় করিবে বহন,
দরিদ্র প্রজার থেকে করিবে না কিছু
ভ্রমেও আদায় কভু — এ আদেশ মম!"
উপস্থিত হেনকালে হিন্দুপ্রজা এক।

সম্রাট — কি প্রার্থনা তব, শুনি।

তৃতীয় প্রজা — দিল্লী-অধীশ্বর,
প্রার্থনা দাসের অতি মর্ম্মবিদারক।
আর্য্যজাতি আমাদের ধর্ম্মই জীবন,

প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ধর্ম্ম, ধর্ম্ম-রক্ষা তরে
অম্লান বদনে পারি ত্যজিতে জীবন।
পারি নাই আজ্ঞা মতে করিতে আদায়
রাজস্ব, সে হেতু গত সম্রাট দিল্লীর
ধর্ম্মগৃহ আমাদের অনল-প্রদানে
করে চিরভস্মীভূত, অর্থের অভাবে
এযাবৎ তাহা পুনঃ হয়নি নির্ম্মিত,
তদবধি আমাদের ধর্ম্মক্রিয়া যত
গৃহাভাবে অসম্পন্ন রহিতেছে সব।
অবশ্য দুষ্কার্য্য হেন করিয়া সাধন
সমুচিত প্রতিফল পেয়েছেন তিনি।
দিল্লীর সিংহাসনে ছিল বিরাজিত
যেইজন সগৌরবে, নিষ্পেষিত তার
হস্তীপদতলে দেহ, কি হইতে পারে
শোচনীয় পরিণাম ইহাপেক্ষা আর ?

সম্রাট — কি আশ্চর্য্য! অসমর্থ — রাজস্ব-প্রদানে,
শাস্তি তার — ধর্ম্মালয়ে অনল-প্রদান!
এ যদি রাজার কার্য্য, কার্য্য দস্যুদের,
অসম্ভব এ জগতে কোন্ কার্য্য তবে ?
প্রজাদের ধর্ম্মরক্ষা — কর্ত্তব্য রাজার।

রক্ষক হইয়া, হায়, তিনিই যগ্যপি
সে ধর্ম্ম করেন নাশ, কে রক্ষিবে তবে ?
মন্ত্রিবর, আজ্ঞা মম — এইরূপে যত
ধর্ম্মালয় হিন্দুদের ভস্মে পরিণত
হইয়াছে, রাজব্যয়ে করিবে সে সব
নির্ম্মিত আবার।"

হিন্দুপ্রজা অন্যজন
উপস্থিত হেনকালে।

সম্রাট — কি প্রার্থনা তব ?

চতুর্থ প্রজা — জাঁহাপনা, নিবেদন দাসেরো করুণ।
বিগত সম্রাট কেন নাহি জানি, হায়,
করেন অভাগাদের উপরে স্থাপিত
অতিরিক্ত শুল্ক এক, অন্য কোন জাতি
যে শুল্ক আদায় কভু করে না, আমরা
হতভাগ্য আর্য্যজাতি সে শুল্ক-পীড়নে
নিপীড়িত অত্যধিক, প্রার্থনা এখন —
হতভাগ্যদিকে সেই শুল্কদায় হ'তে
করি মুক্ত, করিবেন করুণা প্রকাশ,
ন্যায়পরায়নতার পরিচয় দান।

সম্রাট — অদ্ভুত অধিকতর! প্রজায় প্রজায়

বিভিন্নতা, পক্ষপাত পক্ষে সম্রাটের
বিস্ময়জনক অতি হইতেছে মনে!
পিতৃতুল্য রাজা, প্রজা পুত্রতুল্য তাঁর,
সকল পুত্রের প্রতি পিতার হৃদয়
সমভাবে স্নেহময়, ব্যতিক্রম তার
সম্ভব পশুতে শুধু, অসম্ভব নরে।
হিন্দু ও মুসলমান, আর্য্য ও অনার্য্য,
দুই জাতি, দুই ধর্ম্ম, বিভিন্ন যদ্যপি,
উভয়ের এক প্রাণ, একই হৃদয়,
একই রাজার প্রজা, একই পিতার
দুই পুত্র, এক গৃহে বাস উভয়ের,
বিভিন্নতা, ভেদাভেদ সম্ভব কি কভু?
মন্ত্রিবর, অদ্যাবধি হিন্দু মুসলমানে
থাকিবে না কোন ভেদ কোনও বিষয়ে,
হবে উভয়ের প্রতি সম ব্যবহার।
হিন্দুর উপরে যত শুল্ক অতিরিক্ত
রহিয়াছে নির্দ্ধারিত, অদ্যাবধি তাহা
করিলাম, মন্ত্রিবর, রহিত সকল।"

উপস্থিত হেন কালে অন্ধ প্রজা এক
বার্দ্ধক্য-আনত দেহ, শিরে পক্ক কেশ।

অষ্টম সর্গ

সম্রাট — কি প্রার্থনা, বৃদ্ধ, তব?

পঞ্চম প্রজা — নিরাশ্রয় আমি

জাঁহাপনা, চক্ষুহীন, পুত্র একমাত্র
ছিল যে অন্ধের যষ্টি আশ্রয় স্বরূপ
পাণিপথ-রণক্ষেত্রে পড়ে মৃত্যুমুখে।
তদবধি এই অন্ধ আশ্রয়বিহীন।
সারাটি দিবস ঘুরি দ্বারে দ্বারে তবু
মুষ্টিমেয় শস্যকণা মিলে না এখন,
অনাহারে, অর্দ্ধাহারে কাটাই দিবস।

সম্রাট — কি দুঃখ-কাহিনী! একে অন্ধ চক্ষুহীন,
তদুপরি একমাত্র পুত্রশোকাতুর,
বার্দ্ধক্যে পতিত পুনঃ, আত্মীয় স্বজন
নাই কেহ, ভিক্ষা মাত্র সম্বল এখন,
তাহাও দুর্ল্লভ এবে, উপায়বিহীন,
অন্ধ যে, তাহার দুঃখ বুঝে কোন্ জন?
যত কিছু ভগবান করেছেন দান
মানবে, নয়ন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহাদের।
এই একমাত্র রত্ন-অভাবে মানব
সম্রাট যদ্যপি, তবু ভিক্ষুকের ন্যায়।
এই একমাত্র অঙ্গ-বিহনে নরের

বৃথা অষ্টবিধ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল।
বৃথা এই বসুন্ধরা, সৌন্দর্য্য তাহার,
সুষমা অতুলনীয় বিশ্ব প্রকৃতির,
রবি, শশী, গ্রহ, তারা, নক্ষত্র উজ্জ্বল,
অনন্ত আকাশ নীল, চন্দ্রের কিরণ,
পূর্ণিমার সুধাহাসি, বারিধি-হিল্লোল,
কুসুমের মৃদুহাসি পত্র-অন্তরালে,
অমানিশি-অন্ধকারে জ্যোতিঃ জোনাকির,
অনন্ত গগনে কৃষ্ণ মেঘপুঞ্জ সনে
চপলার প্রেমক্রীড়া, বৃথা সমুদয়।
দুর্ব্বহ জীবন-ভার, কষ্ট দুর্ব্বিষহ,
গলগ্রহ অপরের সারাটি জীবন,
প্রতিকার্য্যে অপরের সাহায্য-প্রার্থনা।
কোন্ পাপে, হে বিধাতঃ, গুরু দণ্ড এই
দিয়েছ এ সবে? নাহি জানি এ জগতে
কত শত অন্ধ হেন, বিকলাঙ্গ কত,
সহিতেছে চিরদিন অসহ্য যন্ত্রণা,
অনাহারে অর্দ্ধাহারে জীবন যাপন
করিতেছে, মৃত্যুমুখে হতেছে পতিত
অন্নাভাবে। মন্ত্রিবর, অভিপ্রায় মম —

অষ্টম সর্গ

অনাথ-আশ্রম এক করিয়া স্থাপিত,
অন্ধ, খঞ্জ, বিকলাঙ্গ, কার্য্যাক্ষম যত
নর, নারী, বাল, বৃদ্ধ, যুবক, যুবতী,
জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে করিয়া গ্রহণ
করিতে পালন সবে।”

উপস্থিত ধীরে

প্রদীপ্ত ভাস্কর সম যোগী একজন,
আজানুলম্বিত বাহু, সুবিশাল দেহ,
বক্ষবিলম্বিত শ্মশ্রু, শিরে জটাভার,
মহিমামণ্ডিতানন, প্রতিভাপ্রদীপ্ত
নেত্রদ্বয়, পরিধানে রঞ্জিত কৌপীন,
কমণ্ডলু এক করে, ত্রিশূল ভীষণ
অন্য করে, শোভে গলে যজ্ঞ-উপবীত
সমুজ্জ্বল, মৃদুহাসিশোভিত অধর।
কহিলা সন্ন্যাসী ধীরে — “দিল্লী-অধীশ্বর,
সন্ন্যাসীর আশীর্ব্বাদ করুন গ্রহণ।
শুনিয়া শিষ্যের মুখে — সম্রাট বাবর
পরমধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ, দয়ার্দ্রহৃদয়,
সর্ব্বজীবে সমভাবে স্নেহদয়াময়,
প্রজার মঙ্গল তরে সচেষ্ট সতত,

প্রজার শান্তি ও সুখ ব্রত জীবনের।
হেন যে মহাপুরুষ, উদার হৃদয়,
করি দরশন তাঁর — এই অভিপ্রায় —
করিব জীবন প্রাণ সার্থক উভয়।"

সম্রাট — নগণ্য বাবর অতি, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র,
প্রশংসার যোগ্য এই নহে কদাচন।
মানব-জীবনে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম সন্ন্যাসীর,
ত্যজি গৃহ, দারা, পুত্র, আত্মীয় স্বজন,
বিলাস, বিভব, সুখ ত্যজি সমুদয়,
বিজন অরণ্যে বাস, গৃহ — তরুতল,
বনজাত ফলমূলে জীবনধারণ,
শীতে, গ্রীষ্মে, রবিকরে, বরষায় পুনঃ
অক্লিষ্টশরীর, কোন অভাব ও ভয়
নাই কিছু, অবিরত হাসিমাখা মুখ,
সর্ব্বজীবে দয়াময়, বনপশুগণ —
প্রতিবাসী বন্ধুবর্গ, মুগ্ধ স্নেহে যাঁর,
সুখে দুঃখে অবিচল, মায়ামুক্ত মন,
জিতেন্দ্রিয়, ভোগ-স্পৃহা-বর্জ্জিত হৃদয়,
জীবনের একমাত্র ব্রত — ঈশ্বরের
আরাধনা, মানবের মঙ্গল সাধন।

পবিত্র ভবন মম হেন পুরুষের
আগমনে।

যোগী — কি অদ্ভুত! ঐশ্বর্য্য ধরার
বিলুণ্ঠিত পদে যাঁর কি বিনয় তাঁর,
এ বিভবে এ বিনয় কি পূত মধুর!
দিল্লীশ্বর, মানবের মঙ্গল-সাধন
অসম্ভব আমা হেন অরণ্যবাসীর,
ক্ষুদ্র বনবাসী যেবা, কি সাধ্য তাহার
সাধিবে মানবহিত, সে কর্ত্তব্য-ভার
সমর্পিত করে তব, যোগ্য ব্যক্তি-করে
সমর্পিত যোগ্য ভার, করিতে সাধন
সে কর্ত্তব্য সবিশেষ, সুদীর্ঘ জীবন
সুখময়, শান্তিময়, রোগ-ক্লেশহীন,
করুন প্রদান বিভু দিল্লী-অধীশ্বরে।

সম্রাট — ভগবান নিজ হস্তে নিজ কার্য্য তাঁর
সাধিছেন অবিরত, ক্ষুদ্র দিল্লীশ্বর
শক্তিহীন, আছে শুধু উপলক্ষ মাত্র।

সন্ন্যাসী — দিল্লীশ্বর, আছে এক ক্ষুদ্র নিবেদন
সন্ন্যাসীর, করিয়াছ ভারতে যখন
শৃঙ্খলা-স্থাপন এত, একটি অশান্তি

এখনো রাখিলে কেন না করি বিনাশ?
হিন্দু ও মুসলমান উভয়-হৃদয়ে
প্রধূমিত জাতিগত যে বিদ্বেষ-বহ্নি
শান্তিবারি-বরিষণে সে বিদ্বেষানল
নাহি হয় নির্ব্বাপিত যদ্যপি এখন,
সময়ে যে দাবানল হবে প্রজ্বলিত,
হিন্দু ও মুসলমান উভয় তাহাতে
হবে চিরভস্মীভূত, কিন্তু, দিল্লীশ্বর,
নাই কি এ অনিষ্টের প্রতিকার কোন?

সম্রাট — অতীব আশ্চর্য্য কথা! কাহিনী নবীন,
শুনি নাই, ভাবি নাই কভু যাহা আর।
হিন্দু ও মুসলমানে কেন দ্বন্দ্ব এই?
নহে তারা দুই জাতি, এই ভারতের
দুই ধর্ম্ম? জননীর দুইটি সন্তান,
এক জননীর স্তন্যে লালিত বর্দ্ধিত,
একই শয্যায়, এক বক্ষে জননীর
নিদ্রিত দুইটি ভ্রাতা, কণ্ঠ জননীর
বেষ্টিয়া একটি করে, করে অন্যবিধ
পরস্পর কণ্ঠদ্বয় করিয়া বেষ্টন,
দৃঢ়-আলিঙ্গনবদ্ধ, স্নেহমুগ্ধমন?

তবে কেন এই দ্বন্দ্ব? ভ্রাতায় ভ্রাতায়
মিত্রে মিত্রে কেন এই বিবাদ ভীষণ?
পরস্পরমুখাপেক্ষী এই দুই জাতি,
উভয়ের সুখ শান্তি করিছে নির্ভর
উভয়ের করে, আজি হিন্দুর বিপদে
সহায় মুসলমান, কল্য পুনর্ব্বার
মুসলমানের কার্য্যে রত হিন্দুগণ,
করিছে সাহায্যদান অম্লান বদনে।
একবৃন্তে প্রস্ফুটিত দুইটি কুসুম,
বিষধর কৃষ্ণসর্প কেন উভয়ের
হৃদয়ে করিছে বাস? করিছে দংশন
বক্ষ উভয়ের, দেহ করি জর্জ্জরিত?
যোগীবর, অদ্যাবধি যথাসাধ্য মম
এ বিদ্বেষ, এই ভ্রম, এ অশান্তি-বীজ,
করিবারে উভয়ের হৃদয় হইতে
সমূলে উৎপাটিত থাকিব সচেষ্ট।
করিতে সমূলে নাশ —"

সৈন্য একজন
হেনকালে ঊর্দ্ধশ্বাসে করিয়া প্রবেশ
কহিলা — জড়িত স্বর — "দিল্লী-অধীশ্বর,

মিবার, মালব, তার সনে আজমীর
হইয়া মিলিত, দিল্লীবিরুদ্ধে সকলে
আসিতেছে, যুবরাজ কনিষ্ঠ মোদের,
এ সংবাদ তব পাশে করিতে জ্ঞাপন
প্রেরিলা এ দাসে তাঁর।”

সম্রাট — ক্ষত্রিয়ের সনে
একটু বিবাদ মম হয়নি কখন,
তবু যে এ রণ-যাত্রা, কারণ তাহার
জ্ঞান যদি কিছু, সৈন্য, কর বিজ্ঞাপিত।

সৈন্য — যুবরাজ কামরাণ মৃগয়ার তরে
মিবারের সন্নিহিত পার্ব্বত্য কাননে
করিয়া প্রবেশ, করি মৃগের সন্ধান
পশ্চাতে ধাবিত তার হয় অবশেষে।
নিকটে ক্ষত্রিয়দের নাহি জানি কোন্
দেবীর মন্দির এক ছিল প্রতিষ্ঠিত,
যুবরাজ সেই স্থানে হয়ে উপনীত
জিজ্ঞাসে পূজকে তার মৃগের সন্ধান,
ধ্যানমগ্ন ছিল সেই পূজক ব্রাহ্মণ।
করেনি উত্তরদান, ক্রুদ্ধ যুবরাজ
একটি আঘাতে করি মস্তক তাহার

অষ্টম সর্গ

ছিন্নগ্রীব, অবশেষে দেবীর মন্দীর
করে বিলুণ্ঠিত, এই সংবাদে অশুভ
উন্মত্ত ক্ষত্রিয় যত, বিপুলবাহিনী
লইয়া সংগ্রামসিংহ রাণা মিবারের
কুমার উদয় সনে আসিতেছে হেথা।

সম্রাট — না জানি আবার কোন্ বিপদ নবীন
উপস্থিত মোগলের, শুভ, কি অশুভ
কে জানে? ক্ষত্রিয় জাতি দুর্ধর্ষ সমরে,
ধর্ম্মোন্মত্ত, ধর্ম্মে যদি করে হস্তক্ষেপ
তাহাদের কোনজন, থাকিতে জীবন
ক্ষত্রিয় মার্জ্জনা তাকে করিবে না কভু।
মন্ত্রিবর, যথোচিত যুদ্ধ-আয়োজন
করিতে হইবে দ্রুত।"

সভাভঙ্গ তরে
করিয়া আদেশদান, মন্ত্রীর সহিত,
পাঠান ও মোগলের দলপতিসনে
সম্রাট মন্ত্রনাগৃহে করিলা প্রবেশ
ধীরে ধীরে, নতশিরে, চিন্তিত-আনন।

নবম সর্গ

ফতেপুর সিক্রী।

নিদাঘের শেষনিশি জ্যোৎস্নাদীপ্ত নিরমল,
শোভে পূর্ণিমার শশী নীলাকাশে সমুজ্জ্বল।
রজতচন্দ্রিকারাশিবিধৌত ধরণীতল,
কি পবিত্র নিষ্কলঙ্ক যামিনীর শুভ্রাঞ্চল!
অঙ্গে অঙ্গে কি সুষমা, কি উচ্ছ্বাস সৌন্দর্য্যের,
কি শান্তি কি পবিত্রতা, সুধাহাসি স্বরগের!
পাঠান ও মোগলের অগণিত সৈন্যদল
বসিয়া নীরবে স্তব্ধ বাক্যহীণ অবিচল।
বসিয়া অনতিদূরে চিন্তামগ্ন দিল্লীশ্বর
কি এক অজ্ঞাত আশা-আশঙ্কাকুল অন্তর।
সুদূর অনন্তাকাশে যথা শশী সুশোভিত
কভু আশা-সমুজ্জ্বল, কভু চিন্তামেঘাবৃত!

নবম সর্গ

চাহিয়া প্রকৃতি পানে স্নিগ্ধজ্যোৎস্নাধবলিত
লাগিলা ভাবিতে দিল্লী-অধীশ্বর বিমোহিত —
"এখনো একটি বর্ষ হয়নি সম্পূর্ণ গত
ভারতে মোগলরাজ্য হইয়াছে প্রতিষ্ঠিত,
না হইতে দৃঢ় ভিত্তি হবে বুঝি সুনিশ্চিত
এ নবীন সাম্রাজ্যের হর্ম্ম্য শত বিচূর্ণিত,
কিম্বা এই রাজ্যতরু পত্রপুষ্পসুশোভিত
না হইতে, হবে বুঝি মহাবাত্যা-উৎপাটিত!
মানব-জীবন-পথ নহে চারু পুষ্পাবৃত,
সুতীক্ষ্ণ কণ্টকরাশি স্থানে স্থানে বিরাজিত।
পদে পদে বাধা বিঘ্ন, পদে পদে অন্তরায়,
মানব-জীবন যেন দুর্গম অরণ্যপ্রায়!
আশার ও নিরাশার কি ভীষণ মহারণ
করিতেছে মানবের আকুল সারাজীবন!
অনায়াসসাধ্য নহে এ জগতে অভ্যুদয়,
পদে পদে বিফলতা, পদে পদে পরাজয়!
হৃদয়-শোণিত যেবা না পারে করিতে দান
অসম্ভব — দুরাকাঙ্ক্ষা — হেথা তার অভ্যুত্থান।"
নীরব সম্রাট পুনঃ, নিষ্পলক দুনয়ন,
অতীত ও ভবিষ্যৎ চিন্তা-আকুলিত-মন।

বহিল চিন্তার স্রোতঃ হৃদয়েতে পুনর্ব্বার —
"কি সৌন্দর্য্য নিরুপম নিদ্রিতা বসুন্ধরার!
কি উচ্ছ্বাস অঙ্গে অঙ্গে, কি সুষমা ধরণীর,
কি মধুর হাসি মুখে স্বপ্নমুগ্ধা প্রকৃতির!
ভারতের এ সুষমা, এ শোভা মনোমোহিনী
জগতে অতুলনীয়, ভারত সৌন্দর্য্য-রাণী।
কি বিভবে, কিবা রূপে, বিশ্বরাণী এ ভারত,
বিশ্বের সৌন্দর্য্যরাশি এ ভারতে পুঞ্জীভূত।
তুষারখচিত শুভ্র হিমাদ্রি-মুকুট শিরে
শোভে কিবা মণিময় সমুজ্জ্বল রবিকরে!
হিমালয়-শৃঙ্গে শৃঙ্গে মেঘপুঞ্জ ধূম্রাবৃত
স্থজিয়াছে কি কুন্তল-শোভা অলিবিনিন্দিত!
মেঘ-অঙ্কে সৌদামিনী — সীমন্তে কণক সঁীথি,
অথবা কবরী বেষ্টি শোভে সুবর্ণের ভাতি।
শোভে বক্ষবিলম্বিত পঞ্চনীলমণিহার
পঞ্চ নদ নিরমল মধুর অমৃতাধার।
কটিতে মেখলারূপে বিন্ধ্যগিরি শোভাময়,
চরণে সিংহলদ্বীপ শোভে স্বর্ণ কুবলয়।
শ্যামল ভারতবক্ষ তৃণলতাগুল্মাবৃত,
পল্লবিত তরুরাজি শোভে বক্ষে কুসুমিত।

নবম সর্গ

ভ্রমর-গুঞ্জন সনে পাপিয়ার মধুতান,
কুহুকণ্ঠগীতিসুধা করে আকুলিত প্রাণ।
মাখিয়া সৌরভ অঙ্গে বহে স্নিগ্ধ সমীরণ
মলয় অনিল ধীরে করি বিমোহিত মন।
নীরব সুষুপ্তিমগ্ন, বিজন পল্লীর পথ
আলোক ও অন্ধকারে নিদ্রামগ্ন সর্পবৎ।
পূর্ণিমার জ্যোৎস্নারাশি-অন্তরালে ঝিল্লীতান
কি মধুর সুখোচ্ছ্বাসে কি আকুল করে প্রাণ!
অমানিশি-অন্ধকারে শোভে খদ্যোতিকা কত
এ উজ্জ্বল, এ নিষ্প্রভ, আঁখি-পলকের মত!
মস্তকে হিমাদ্রি-বক্ষে গর্জ্জে বজ্র কি ভীষণ,
চরণে ভারতসিন্ধু করে কিবা গরজন!
শোভে ঊর্দ্ধে নীলাকাশ — নীল দর্পণের মত,
শোভে নিম্নে নীলসিন্ধু ধরি বক্ষে উর্ম্মি শত।
অনন্ত আকাশ শিরে, অনন্ত বারিধি পদে,
শোভে এ ভারতবর্ষ অতুলনীয় সম্পদে।
অনন্তবিস্তৃত বেলা দুই তীরে শোভাময়,
আসে শুভ্র ফেনপুঞ্জ যেন চারু পুষ্পচয়।
শত সর্পশিশু'নভ চঞ্চল ক্রীড়ায় রত
আসে ক্ষুদ্র উর্ম্মিমালা করি ফণা প্রসারিত।

কভু পুনঃ কল্লোলিনী বিধুনিত ঝটিকায়
ধরে কি ভীষণ মূর্ত্তি প্রলয়পয়োধিপ্রায়।
বিশাল তরঙ্গমালা আসে গর্জ্জি কি গভীর,
আঘাতে আঘাতে করি ভগ্ন চূর্ণ দুই তীর।
আবার কখন পুনঃ শান্ত স্থির অবিচল
নিদ্রিত শিশুর মত কি সুন্দর কি সরল!
ভারতের অঙ্গে অঙ্গে শোভে কিবা রত্নচয়,
বিশ্বের ঐশ্বর্য্যরাশি করি গর্ব্বে পরাজয়।
ভারতের ধূলি সনে হীরা, মণি, মরকত,
জগতে দুর্ল্লভ রত্ন অনাদরে শোভে কত।
খনির তিমিরগর্ভে অন্ধকারে দীপ্তিময়
পদ্মরাগ, নীলকান্ত, শোভে কত রত্নচয়।
ভারতসাগরগর্ভে প্রবাল, মুকুতারাশি,
বৈদূর্য্য আলোকময় শোভে অন্ধকার নাশি।
এ হেন সমৃদ্ধিপূর্ণ, ঐশ্বর্য্য অপরিমেয়,
শোভে যে ভারতবর্ষ সে কি, হায়, কভু হেয়?
এমন সুন্দর দেশ, এমন সমৃদ্ধিশালী,
প্রতি ধূলিকণা সনে শোভে যার রত্নাবলী,
জানি না তৈমুরলঙ্গ — মম পূর্ব্ববর্ত্তিগণ
কিরূপে ত্যজি এ দেশ স্বদেশে করে গমন।

নবম সর্গ

ধনস্পৃহা, সুখস্পৃহা, যত কিছু অভিনব
মানব আকাঙ্ক্ষা করে, পূর্ণ বিরাজিত সব
একাকী ভারতবর্ষে, বিশ্বের ঐশ্বর্য্যরাশি
পুঞ্জীকৃত এ ভারতে; শোভে ধূলি সনে মিশি
কত হীরা, মণি, মুক্তা; কি অভাব, কিবা ভয়?
ঘটে যদি মৃত্যু হেথা, মরণও সুখময়।
সর্ব্বরত্নবিমণ্ডিত এ ভারত একবার
অর্পিলে যখন, প্রভু, নিও না কখন আর।
বিশ্বের ঐশ্বর্য্যরাশি, অর্পিলে মোগলে যদি,
থাকে যেন এ বিভব, এই সুখ নিরবধি।"
অবরুদ্ধ চিন্তাস্রোতঃ, সম্রাট নিস্তব্ধ স্থির,
প্রশান্ত নয়নে মুগ্ধ চেয়ে পানে ধরণীর।
স্থানে স্থানে, দলে দলে, বসিয়া সৈনিকগণ
নীরব নিস্তব্ধ, কিবা চিন্তা-আকুলিত মন।
কি এক আশঙ্কা-আশা, এই আশা এই ভয়,
নয়ন-সম্মুখে সৃজি কিবা জয় পরাজয়!
বসিয়া অদূরে তার বিজন বিটপী-মূলে
মোগলসৈনিক দুই নীরব, স্থির, বিরলে।
তরুণ বয়স, স্নিগ্ধ নব যৌবনের ভাতি
অঙ্গে অঙ্গে সমুজ্জ্বল কি শান্তি করুণা-প্রীতি!

কি স্নেহমমতামাখা ক্ষুদ্র সুকোমল মুখ,
কি করুণা, কিবা স্নেহদয়াপরিপূর্ণ বুক!
কঠিন সমরবেশ-অন্তরালে লুক্কায়িত
কি লালিত্য কোমলতা, কি লাবণ্য উচ্ছ্বসিত!
কঠিন ধরণীবক্ষ-অন্তরালে নিরমল
যথা স্নিগ্ধ বারিরাশি কি মধুর কি শীতল!
পাষাণমূরতি সম শান্ত অবিচল স্থির
বসিয়া সৈনিকদ্বয় বাক্যহীন কি গম্ভীর।
কি গম্ভীর চিন্তা-ভয়-নিরাশায় পূর্ণ বুক,
কি ব্যথা, কি বিষণ্ণতা-ম্লান শুষ্ক ক্ষুদ্র মুখ!
শ্যামপত্র-অন্তরালে সূক্ষ্ম ক্ষীণ জ্যোৎস্নায়
ম্লান আভাহীন যেন ক্ষুদ্র কুসুমিকা প্রায়!
সহসা কহিলা উঠি ভাঙ্গি এই নিস্তব্ধতা
তাহাদের একজন — "সখি, প্রাণে এই ব্যথা
রাখিবে জাগ্রত হেন আর কতদিন, হায়,
কাটিবে কি এ জীবন হেন দুঃখ নিরাশায়?
জানি না — বুঝি না আমি একি ব্যবহার তব?
এ অদ্ভুত ছদ্মবেশ কেন আজি অভিনব?
কি যে ব্যথা প্রাণে তব, কি বিষাদ সুগভীর
আছে লুক্কায়িত প্রাণে পারি না করিতে স্থির।

নবম সর্গ

জিজ্ঞাসিলে কোন কথা পাই না উত্তর তার,
চেয়ে থাক মুখপানে মুগ্ধ নেত্রে অনিবার!
আমার নিকটে তব আছে কিবা গোপনীয়,
জানি না — বুঝি না — সব অদ্ভুত অচিন্তনীয়,
মাতা তব মৃত্যুকালে এই অভাগিনী-করে
অর্পিলেন ভার তব, কিন্তু ক্ষণিকের তরে
না পারিনু সে আকাঙ্ক্ষা করিতে পূরণ তাঁর
সারাটি জীবন ব্যাপী করি চেষ্টা অনিবার।
জান না কি, সখি, হায়, ছিলেন যে স্নেহময়ী
জননী তোমার, তিনি জননী করুণাময়ী
ছিলেন এ অভাগীর কিবা স্নেহপারাবার,
কি দয়ার প্রতিমূর্ত্তি, কিবা মূর্ত্তি করুণার!
পিতৃহীনা, মাতৃহীনা, অভাগিনী অনাথায়
তিনিই চরণে যদি না দিতেন স্থান, হায়,
পিতৃমাতৃঅঙ্কচ্যুতা, বৃক্ষচ্যুতা কলিকায়
না দিলে চরণে স্থান স্নেহে ও করুণায়
নিরাশ্রয়া এ দুঃখিনী না জানি কখন, হায়,
কোথায় যেতাম ভাসি সিন্ধুস্রোতেঃ তৃণপ্রায়।
না জানি কখন এই কুসুমকলিকা বৃক্ষচ্যুত
হইত পদদলিত, নিষ্পেষিত, বিচূর্ণিত।

আশ্রয়-ছায়ায় তাঁর না থাকিলে অনুক্ষণ
এ সংসার-মরুভূমে শুকাইত এ জীবন।
কত আশা ছিল প্রাণে — মাতৃহীনা বালিকায়
যে স্নেহ করুণা তিনি দিয়েছেন মাতৃপ্রায়,
তাঁহার কোমলঅঙ্কচ্যুতা তাঁর দুহিতায়
জীবনে করিয়া সুখী জীবন দানেও, হায়,
শোধিব সে স্নেহঋণ — কিন্তু, এই অভাগীর
পূরিল না সেই আশা, সে আকাঙ্ক্ষা দুঃখিনীর।'
থামিলা সৈনিক-বেশ-পরিহিতা সখী ধীরে,
ভাসিল কপোল বক্ষ উচ্ছ্বসিত অশ্রুনীরে।
অপর সৈনিক রাজপুত্রী কুলসম ত্বরা,
এক হস্তে বেষ্টি কণ্ঠ, অন্য হস্তে অশ্রুধারা
মুছায়ে কহিলা ধীরে — "সখি, সখি, প্রিয়তম,
ক্ষম এই বালিকায়, ক্ষম অপরাধ মম।
ভাবিও না, প্রিয়সখি, হয়েছে বিফল, হায়,
তোমার সকল চেষ্টা সাধনা ও অভিপ্রায়।
মাতার মৃত্যুর পরে, মৃত্যু পরে জনকের,
না থাকিতে তুমি যদি, না পূরাতে উভয়ের
অভাব এ অভাগীর, না করিতে স্নেহদান
না জানি তা হলে কবে শুকাইত এই প্রাণ!

কভু মাতা, কভু সখী, কভু ভগিনীর ন্যায়,
কখন দাসীর মত সেবায় ও শুশ্রূষায়,
দিবানিশি সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া ছায়ার মত
না করিলে স্নেহদান, করুণা অপরিমিত,
না জানি কখন তবে আশ্রয়বিহীনা লতা
শুকাইত এ ধরায়, হইত পদদলিতা।
কঠিন ধরণীবক্ষ-পরিবর্ত্তে যদি, হায়,
না দিতে কোমল অঙ্ক পাতিয়া এ অনাথায়
কোথায় কিরূপে তবে, প্রিয়সখি, কোন্‌দিন
না জানি অনন্ত তরে জীবন হইত লীন!
তোমার এ স্নেহঋণ, সেবা-শুশ্রূষার ধার,
পারিব কি কভু, হায়, শোধিতে জীবনে আর?
ভালবাসা, স্নেহাদর, যদিও দিয়েছ এত
তবু যে জীবন মম চিরদুঃখনিপীড়িত,
সে নহে স্নেহের ত্রুটি, ত্রুটি সেবা শুশ্রূষায়,
অদৃষ্ট অলঙ্ঘনীয় সে কেবল অনাথার!
কপালে যাহার দুঃখ বিশ্বের ঐশ্বর্য্য সুখ
পারে না করিতে সুখী, ঘুচাইতে তার দুঃখ।"
থামিলা সৈনিকবেশপরিহিত কুলসম,
বসিয়া নীরব পুনঃ পাষাণমূরতি সম।

সখী — একটি কথার, সখি, পাইব কি সদুত্তর ?
কুল — নিশ্চয় পাইবে, সখি, কি সে কথা গুরুতর ?
সখী — আমা হ'তে গোপনীয় কিছু কি আছে তোমার ?
কুল — কিছু নাই। কেন আজি এই প্রশ্ন পুনর্ব্বার ?
সখী — কেন এই পুরুষের ছদ্মবেশ রমনীর,
অবলার যোদ্ধৃবেশ — কি রহস্য সুগভীর ?
কুল — আমিও জানি না, সখি, কি বলিব তোমা আর ?
প্রথম যেদিন শুনি হবে যুদ্ধ পুনর্ব্বার
দিল্লী ও মিবারে, হিন্দু-ক্ষত্রিয়-মুসলমানে,
সেদিন অবধি, সখি, না জানি জাগিছে প্রাণে
কি আকাঙ্ক্ষা কি বাসনা অদম্য হেরিতে রণ,
হেরিতে সমর-দৃশ্য অদ্ভুত রোমহর্ষণ,
মানব হইয়া নাশে কিরূপে মানব-প্রাণ,
হেরিব সে দৃশ্য আজি থাকি যুদ্ধে বর্ত্তমান।
যে মানব ধরাতলে প্রতিমূর্ত্তি দেবতার,
স্নেহময়, দয়াময়, করুণার পারাবার,
হেরিব সমর-ক্ষেত্রে কিরূপে করে ধারণ
মানব — দানবমূর্ত্তি, রাক্ষসমূর্ত্তি ভীষণ।
কিরূপে সে স্নেহ দয়া, দেবত্ব পশুত্বে, হায়,
হইবে পরিবর্ত্তিত, বাসনা হেরিতে তায়।

কিরূপে ভ্রাতার রক্ত করে আজি ভ্রাতা পান,
হেরিব — কিরূপে বন্ধু হরিবে বন্ধুর প্রাণ।
জীবন ও মৃত্যু নিয়ে ধূলিখেলা এ ভীষণ
হেরিতে বাসনা আজি, তাই হেথা আগমন।

সখী — কি লাভ তাহাতে, সখি, নীরবে দাঁড়ায়ে দূরে
হেরি সে ভীষণ দৃশ্য স্তম্ভিত ভীত অন্তরে?
বরং পারিতে যদি থামাইতে এই রণ,
এই মৃত্যু-অভিনয় করিতে আজি বারণ,
তা হলে হইত লাভ তোমার ও জগতের,
হইত জীবন-রক্ষা অগণিত মানবের।

কুল — কোথায় সে শক্তি মম, সে ক্ষমতা অভাগীর?
সে যে ক্ষুদ্রা অবলার অতীত ক্ষুদ্র শক্তির।
দিলে যদি অভাগীর এই ক্ষুদ্র হেয় প্রাণ
থামে এই মহাযুদ্ধ, করিব হর্ষে প্রদান।

সখী — আমরা রমণীজাতি কুসুমকোমল প্রাণ
সে ভীষণ মৃত্যু-দৃশ্য হেরিয়া হারাব জ্ঞান।
আমরা পারি কি, সখি, হেরিতে সে অভিনয়
জীবন ও মরণের, এখনো কাঁপে হৃদয়
স্মরিলে সে বিভীষণ মৃত্যু-অভিনয়-কথা,
কি আতঙ্কে কাঁপে প্রাণ, হৃদয়ে পাই কি ব্যথা!

হেরি সে ভীষণ দৃশ্য পারিবে থাকিতে স্থির?

কুল — নাহি জানি, শক্তি প্রাণে কতখানি রমনীর।
তথাপি এটুকু জানি — ক্ষুদ্রা নারী শক্তিহীন
কুসুমকোমল কভু, কভু বজ্র সুকঠিন।
স্নেহ দয়া করুণায় কোমল ব্রততী প্রায়
যে রমণী, বজ্রাধিক কঠিন সহিষ্ণুতায়।

সখী — কি কাজ হেরিয়া দৃশ্য নাই যার প্রতিকার,
ততোধিক চল, হায়, ত্যজি এ পাষাণ-ভার
ত্যজি এই ধরাধাম নিষ্ঠুর ও নিরমম
বিজন অরণ্যে কোথা অরণ্যকুসুম সম।
বিরচি কুটীর ক্ষুদ্র, জীর্ণ পর্ণশালা এক,
থাকিব একাকী সেথা ত্যজি দৈন্য দুঃখ শোক।
ভুলিয়া অতীত স্মৃতি গাব সদা বিভুগান
হবে সুখপ্রফুল্লিত, প্রেমউচ্ছ্বসিত প্রাণ।
ভুলিয়া হৃদয়-ব্যথা, আশার ও নিরাশার
ভুলি গত প্রবঞ্চনা, প্রতারণা দুরাশার,
দুরাকাঙ্ক্ষা, অভিলাষ, উন্মত্ত বাসনা শত
অতৃপ্ত, অদমনীয়, ত্যজি জনমের মত
থাকিব বিরলে সেথা একাকিনী দুই জন
দুই সন্ন্যাসিনী যথা শান্তিপ্রীতিনিমগন।"

নবম সর্গ

বসিয়া নীরব সখী, কুলসম পুনরায়
নিস্তব্ধ, নিশ্চল, স্থির শৈল-প্রতিমূর্ত্তি প্রায়।
শুধু দূরে হয় শ্রুত সৈনিকের আলাপন
কদাচিৎ, কদাচিৎ অসির মৃদু ঝনন।
রাজকুমারীর কণ্ঠে উঠিল সঙ্গীত ধীরে
অতি ক্ষীণ, অতি মৃদু, অশ্রু-অবরুদ্ধ স্বরে।

গীত।

বর্ষাসিক্ত ম্লান বিজন সন্ধ্যায়
আঁধারআবৃত পথে
যেতে দাও আজি জনমের মত
নিয়ে স্মৃতিটুকু সাথে!
করিও না প্রাণে ওগো পুনর্ব্বার
জাগ্রত নবীন আশা,
সৃজিও না প্রেম-প্রণয় নবীন
নব স্নেহ ভালবাসা।
ধরিও না পুনঃ নয়ন-সম্মুখে
বিশ্ববিমোহন ছবি
করিয়া আকুল হৃদয় আমার
সৃজি অভিলাষ ভাবী।
চির অনাদরে, চির অবজ্ঞায়
বহিতেছি এ জীবন,

কি ফল করিয়া ক্ষণিকের তরে
নবীন আশা সৃজন?
নিরাশার চির অন্ধকারাবৃত
হৃদয়-আকাশে হায়,
কি ফল ফুটায়ে আশার কিরণ
ক্ষীণ ক্ষণপ্রভা-প্রায়?
খোল বাহুপাশ, স্নেহের বন্ধন,
রোধিয়া জীবন-পথ
দাঁড়ায়ো না পুনঃ ব্যথিত হৃদয়ে
নিরাশার মূর্ত্তি মত;
ফিরাও আনন, উদাস করুণ
অশ্রুপূর্ণ আঁখি দুটি,
আকুল পরাণে প্রসারিয়া বাহু
আসিও না কাছে ছুটি।
চিরদুঃখম্লান, শুষ্ক, আভাহীণ,
অশ্রুকলঙ্কিত মুখ
ধরিয়া সম্মুখে সৃজিও না প্রাণে
নবীন বেদনা দুঃখ।
অশ্রুপূর্ণ, দীন, উদাস, করুণ,
তুলিয়া নয়নদ্বয়

নবম সর্গ

চাহিও না ওগো মুখপানে আর
আকুল করি হৃদয়!
ভুলে যাও স্মৃতি, মুছ অশ্রুনীরে
অতীতের ছবি যত,
খুলিও না আর অতীতের দ্বার
আত্মবিস্মৃতার মত।
বসিয়া বিরলে কল্পনা-কুসুমে
গেঁথেছ একদা, হায়,
যেই প্রেম-মাল্য আশান্বিত প্রাণে
কর ছিন্ন আজি তায়।
চলিয়াছি কোন্ অজানিত দেশে,
না জানি কিরূপ তাহা,
কোন্ অজানিত সুখ-অন্বেষণে
এখনো পাইনি যাহা!
নৈরাশ্যকরুণ ক্ষীণ মৃদু কণ্ঠে
ডাকিও না ওগো আর
আসিতে ফিরিয়া স্নেহবক্ষে তব
এ জীবনে পুনর্ব্বার!
মুছ অশ্রুনীর, ত্যজ শোকভার,
বিরহবিধুর মুখ

কর প্রফুল্লিত, ভুলে যাও যত
অতীতের স্মৃতিটুক।
কোন্ অজানিত সুদূর প্রবাসে
খুঁজিতে কি এক সুখে
যেতে দাও আজি জনমের মত
পাষাণ বাঁধিয়া বুকে !

থামিল সঙ্গীত ধীরে, প্রভাত হইল নিশি,
ধীরে ধীরে নির্ব্বাপিত রজতচন্দ্রিকারাশি,
কল্পনে, অপর দৃশ্য, চল, করি নিরীক্ষণ
ওই হের সমবেত ক্ষত্রিয়সৈনিকগণ।
স্নিগ্ধ তরুছায়াতলে পর্ব্বত-অধিত্যকায়
দাঁড়ায়ে ক্ষত্রিয়-সৈন্য পাষাণমূরতি প্রায়
দাঁড়ায়ে সংগ্রামসিংহ মিবারের অধীশ্বর
নীরব, গম্ভীরমূর্ত্তি, চিন্তা-আকুলিতান্তর।
মালব ও আজমীর-অধিপতি বীরক্ষ
দাঁড়ায়ে অদূরে তার কি চিন্তাকুল হৃদয়।
পার্শ্বে তার দাঁড়াইয়া দলপতি ক্ষত্রগণ
করিছে সৈনিকগণে নীরবে পরিদর্শন।
কুমার উদয়সিংহ দাঁড়াইয়া দূরে তার
প্রতিভাপ্রদীপ্ত নেত্র, কিবা মূর্ত্তি গরীমার !

নবম সর্গ

কি প্রফুল্ল, কি উজ্জ্বল, মহিমামণ্ডিতানন,
কি গর্ব্ব, কি শৌর্য্যবীর্য্য-গৌরবদীপ্ত নয়ন!
দাঁড়ায়ে সকলে স্থির বাক্যহীন অবিচল,
পাষাণখোদিত মূর্ত্তি শোভে যেন অচঞ্চল।
ঝটিকার পূর্ব্বে যথা শান্ত মূর্ত্তি প্রকৃতির
গম্ভীর, নীরব, স্তব্ধ, শব্দমাত্রহীন, স্থির।
বীরেন্দ্র সংগ্রামসিংহ ক্ষত্রিয়-গৌরব-রবি
দাঁড়াইয়া তরুতলে যেন বীরত্বের ছবি।
চাহিয়া প্রকৃতি পানে ঈষৎ চিন্তিতমন
উঠিছে পূরবে ধীরে দিবাকর ফুল্লানন।
প্রভাত-তপন পানে শান্ত স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময়
চাহিয়া উঠিল প্রাণে কি চিন্তা-লহরীচয় —
"দিবাকর, ভারতের যে দৃশ্য করি দর্শন
করিতেছ ধীরে ধীরে নেত্র তব উন্মীলন,
কে জানে — সে আঁখি তব মুদিবে পুনঃ যখন
সেই দৃশ্য পুনর্ব্বার করিবে কি দরশন?
প্রভাত-আলোকে যাহা হেরিতেছ উদ্ভাসিত
হয়তঃ হেরিবে তাহা নিবিড়কালিমাবৃত
সন্ধ্যার আঁধারে, বিশ্ব পরিবর্ত্তনের স্থান
বিপরীত দৃশ্যাবলী একসাথে বর্ত্তমান।

এ আলোক, এই ছায়া ; এই সুখ, এই দুঃখ,
এ হাসি, এ অশ্রু ; এই আশা, এ নৈরাশ্যটুক !
বিশ্বের এ রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যের পরিবর্ত্তন
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কত করিতেছি দরশন।
অনন্ত কালের সাক্ষী যুগযুগান্তরব্যাপী
আছ তুমি বর্ত্তমান ভারত-সৌভাগ্যরূপী।
কত আর্য্য-বীরকীর্ত্তি, কত আর্য্য-অভ্যুদয়,
হেরিয়াছ এ ভারতে কত জয় পরাজয়।
তুমিই বলিতে পার — আরো কি হেরিবে পরে
কত দৃশ্য লুক্কায়িত ভবিষ্যৎ অন্ধকারে।”
থামি ক্ষণকাল, পুনঃ লাগিলা ভাবিতে — “হায়,
মানব যেরূপ ভাবে ঘটে না কেন ধরায় ?
ভেবেছিনু নবাগত দুর্ধর্ষ তাতারগণ
পরাজয়ি ইব্রাহিমে করিবে দেশে গমন।
ভারতের ধন রত্ন হরি যথা অভিপ্রায়
করিবে দেশে প্রস্থান পূর্ব্ববর্ত্তীদের ন্যায় !
ভেবেছিনু বাবরও তৈমুরলঙ্গের মত
ভারতে দুদিন থাকি কাবুলে যাবে নিশ্চিত,
ভেবেছিনু — অত্যাচারী পাঠানে দলি চরণে
স্বদেশে ফিরিবে যবে মোগল প্রফুল্লমনে

অনায়াসসাধ্য হবে পাঠানের পরাজয়,
সম্ভব হইবে পুনঃ ক্ষত্রিয়ের অভ্যুদয়।
বিফল হইল সব আশা ও অভিপ্রায়
বাবর, তৈমুরলঙ্গ — নহে একরূপ, হায়!
মানবশোণিতলুব্ধ ভীষণ শার্দ্দূল প্রায়
মোগল ভারতবক্ষে রবে অবিচল কায়।
কোথায় মোগলপদদলিত পাঠানগণ,
কোথা পুনঃ মোগল ও পাঠানের সম্মিলন।
এই সম্মিলিত স্রোতেঃ কে জানে ক্ষত্রিয়গণ
পারিবে কি মুহূর্ত্তও থাকিতে স্থির কখন।
ক্ষত্রিয়গৌরবরবি হয় হবে সমুদিত
এবার, অথবা হবে চিরতরে অস্তমিত।
যে অবধি ক্ষত্রশিশু একটি রবে জীবিত
ক্ষত্রিয় মোগল-করে হইবে না পরাজিত।"
সহসা উদয় আসি কহিলা — "মোগলগণ
সমবেত ফতেপুরে, বিলম্বে কি প্রয়োজন?"
অকস্মাৎ এক লম্ফে করি অশ্বে আরোহণ
কহিলা সংগ্রামসিংহ করি সৈন্যে সম্বোধন —
"ক্ষত্রিয়-সৈনিকগণ, ভীষণ পরীক্ষা-দিন
সমাগত, ক্ষত্রগর্ব্ব নাহি যেন হয় লীন।

জীবন ও মরণের আজি নব অভিনয়
ক্ষত্রিয় মোগলকরে মানিবে কি পরাজয়?
দেখাও ক্ষত্রিয়বীর্য্য, ক্ষাত্র তেজঃ অভিনব,
উঠুক কাঁপিয়া ভয়ে মোগল পাঠান সব।
অতীত গৌরব শৌর্য্য বীরত্ব বিশ্ববিশ্রুত
দেখাও মুসলমানে ক্ষত্রিয়দর্প অদ্ভুত।
আলাউদ্দিনের করে পদ্মিনীর অপমান,
দ্বাদশবর্ষীয় শিশু বাদলের আত্মদান,
রাজপুত রমণীর ভীষণ জহরব্রত
স্মর আজি পুনর্ব্বার অতীত কাহিনী যত।
মামুদঘোরীর হস্তে পৃথ্বীরাজ-পরাভব,
জয়চন্দ্র-নির্ব্বাসন, স্মর আজি সেই সব।
যুগে যুগে, কালে কালে, মুসলমানের করে
সহিয়াছ যে লাঞ্ছনা অপমান বারে বারে,
আজি সেই অপমান প্রতিবিধানের দিন
আগত, দেখাও বিশ্বে ক্ষত্রিয়-বীর্য্য নবীন।
বহুদিবসের যেই সঞ্চিত কালিমারাশি
অরাতি-শোণিতে আজি কর তাহা ধৌত হাসি।
অথবা সমরক্ষেত্রে আনন্দে করি শয়ন
জগত-সমক্ষে কর অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন।

হও অগ্রসর দ্রুত, ক্ষত্রিয়সৈনিকগণ।”
কহি এত দ্রুতবেগে ছুটাইলা তুরঙ্গম।
বিংশতি সহস্র সৈন্য ভীষণ হুঙ্কার রবে
কাঁপাইয়া বনভূমি ছুটিল গর্জ্জিয়া সবে।
পদভরে বসুন্ধরা হইল কম্পিত ঘন,
কাঁপাইয়া নভঃ উঠে সৈন্যকণ্ঠে গরজন।
মোগল-কামানশ্রেণী গর্জ্জিয়া উঠিল দূরে
ক্ষত্রিয়-কামান তার গরজিল প্রত্যুত্তরে।
এ ভীষণ দৃশ্য, এই হত্যাকাণ্ড-অভিনয়
না পারি হেরিতে যেন, অথবা পাইয়া ভয়,
কিম্বা ভাবি ভারতের পরিণাম ভবিষ্যৎ
মেঘ-অন্তরালে রবি লুক্কায়িত অকস্মাৎ।
নিবিড়নীরদমালা আবরিয়া নভস্তল
বিরাজিছে কৃষ্ণবর্ণ পুঞ্জীভূত অচঞ্চল।
নিস্তব্ধ প্রকৃতি, বিশ্ব প্রশান্ত, গম্ভীর, স্থির,
দাঁড়াইয়া তরুরাজি নিস্পন্দ উন্নতশির।
কাঁপে না একটি পত্র, বায়ুহীন ধরাতল,
একটি হিল্লোল নাহি সিন্ধুবক্ষে সমতল।
থেকে থেকে ক্ষণপ্রভা চমকে ধাঁধি নয়ন,
থেকে থেকে গর্জ্জে বজ্র বধির করি শ্রবণ।

কামান-গর্জ্জন সনে বজ্রধ্বনি ভয়ঙ্কর
করিছে বধির কর্ণ কম্পিত করি অন্তর।
কুমার উদয়সিংহ — উগ্র সিংহশিশু মত —
একাকী মোগল সনে ছিল যথা যুদ্ধরত,
ছুটিলা তথায় দ্রুত যুবরাজ হুমায়ুন
বিস্মিত, স্তম্ভিত, মুগ্ধ হেরি কুমারের রণ।
সহসা কহিলা ডাকি — "ধন্য শিক্ষা, যুবরাজ,
হেরি হেন বীরপনা সার্থক জীবন আজ।
আশা করি দ্বন্দ্বযুদ্ধে হইবেন অগ্রসর
কুমার"— ছুটিলা অশ্বে হুমায়ুন দ্রুততর।
"সর্ব্বান্তঃকরণে, সত্য কহি যদি, বীরবর,
ক্ষত্রিয়ের নাই অন্য অভিলাষ উচ্চতর।"—
কহিয়া উদয়সিংহ অশ্বপৃষ্ঠে দ্রুতগতি
হুমায়ুন-অভিমুখে ছুটিলা অনন্যমতি।
দুই বীর রাজপুত্রে বাধিল ভীষণ রণ,
কেহ কারো নহে ন্যূন, সমতুল্য দুইজন।
শোভে উভয়ের শিরে উষ্ণীষ হীরকময়,
শোভিছে বর্শা ও অসি দুইকরে দীপ্তিময়
অশ্বপদাঘাতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ উঠিছে ঘেরি
দুইজনে, চারিদিকে আলোক বিকীর্ণ করি।

নবম সর্গ

বীরত্বগর্ব্বিত, তেজঃপ্রদীপ্ত আননদ্বয়
শোভিতেছে উভয়ের কি শান্ত গরীমাময়।
সহসা করিয়া লক্ষ্য কুমার উদয়-শির
ত্যজিলা ভীষণ বর্ষা হস্তস্থিত হুমায়ুন।
চকিতে ফিরিতে বর্ষা ফুটিল অশ্বগ্রীবায়,
নিমেষে উদয়সিংহ নামিলা লম্ফে ধরায়।
সহসা বিদ্যুৎ তীব্র করি নেত্র ঝলসিত
উঠিল চমকি, বর্ষা ত্যজিলেন হস্তস্থিত
কুমার উদয় বেগে করিয়া লক্ষ্য মস্তক
মোগলের রোষভরে, সহসা সৈনিক এক
আসিল ছুটিয়া, বর্ষা ফুটিল হৃদয়ে তার
আমূল, পড়িল দেহ লুটিয়া বক্ষে ধরার।
উদয় ও হুমায়ুন থামিলেন দুইজন
সহসা স্তম্ভিতচিত্ত, বিস্ময়নিমগ্ন মন।
পতিত সৈনিক ধীরে কহিল করুণস্বরে —
"যুবরাজ, প্রিয় ভ্রাতা, ক্ষমিও এ অভাগীরে।
দিয়েছি অনেক দুঃখ, পেয়েছি অনেক, হায়,
দুঃখ ও যন্ত্রণা, ভ্রাতঃ, ক্ষমিও এ অবলায়।
কুমার, ভুলেনি দাসী জীবনদাতায় তার
পারিল না এ জীবনে শোধিতে সে ঋণভার।"

একলম্ফে অবতরি ভূতলে কহিলা ধীরে
হুমায়ুন, অঙ্কে তাঁর রাখি কুলসমশিরে —
"কুলসম, প্রিয়ভগ্নী, একি স্বপ্ন হেরি আজ,
রক্ষিতে নগণ্য প্রাণ করিলে কেন এ কাজ?
চাহিনা ভারতবর্ষ, দিল্লীর এ সিংহাসন,
চল, ভগ্নি, যাই ফিরে, শিবিরে করি গমন।
রক্ষিতে যাহার প্রাণ দিলে বলি আত্মপ্রাণ
জান না তাহার কাছে কত প্রিয় মূল্যবান
সেই প্রাণ এ জগতে"— অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠস্বর।
কহিলা উদয় ধীরে — "রাজপুত্রী, এ সমর
এরূপে হরিল যদি বিশ্বের অমূল্য ধন,
স্বরগের শ্রেষ্ঠনিধি — কি ফল করিয়া রণ?
বিদরে হৃদয় — একি ছিল পরিণাম তব,
করিয়াছি কোন্ পাপ জন্মান্তরে অভিনব,
নতুবা আমার হস্তে কেন তব এ মরণ,
হে বিধাতঃ, অদৃষ্টের নিষ্ঠুর একি লিখন!"
"করিও না কোন দুঃখ, জীবন সার্থক মম,
রক্ষিতে এহেন প্রাণ পেরেছে যে কুলসম।
জানিও ইহার চেয়ে অধিক আকাঙ্ক্ষনীয়
ছিল না মরণ মম ততোধিক বাঞ্ছনীয়।"

থামি ক্ষণকাল, পুনঃ কহিলা আবার ধীরে —
"কুমার এ শেষ ভিক্ষা — ক্ষমিও এ অভাগীরে।
অসম্ভব আশা প্রাণে রেখেছিনু এক, হায়,
বহিয়াছি এ জীবন তাই চির নিরাশায়!
উঃ কি বিষম জ্বালা!" — ক্ষিপ্রহস্তে হুমায়ুন
হৃদয় হইতে বর্শা করিলেন উত্তোলন।
ছুটিল শোণিত উষ্ণ তীব্রবেগে ইতস্ততঃ,
কুলসম ধীরে নেত্র করিলেন নিমীলিত।
একটি কুসুম, হায়, না হইতে প্রস্ফুটিত
ঝরিল ভূতলে ধীরে মহাবাত্যা-সঞ্চালিত।
একটি সঙ্গীত, হায়, না হইতে পূর্ণতান
থামিল অকালে করি আকুল সারাটি প্রাণ।
একটি তারকা ক্ষুদ্র কি শান্ত কি সমুজ্জ্বল
কোথায় পড়িল ঝরি ত্যজি নীল নভস্তল।
যাও, দেবী, যাও তবে শান্তিময় অমরায়,
পাইবে অনন্ত শান্তি, অনন্ত সুখ তথায়।
শতদুঃখপরিপূর্ণ নিষ্ঠুর এ ধরাতল,
নাই হেথা কোন সুখ, হেথা শুধু অশ্রুজল।
নহে তব বাসযোগ্য নিরমম এ সংসার
পবিত্র অমরাবতী — মিটিবে আশা তোমার।

সহসা বহিল বৃষ্টি ধরণী করি প্লাবিত
মুষলধারায়, যেন করিবারে তিরোহিত
এ করুণ ছবি, নেত্রসলিলধারায় ধরা,
থামিল সমর, স্তব্ধ, মন্ত্রমুগ্ধা বসুন্ধরা।
শত্রু, মিত্র, আত্ম, পর, স্বপক্ষ, বিপক্ষদল
অভিন্ন, নয়নে শুধু বহিতেছে অশ্রুজল।
সব ঈর্ষা, সব দ্বেষ, কোথায় গিয়েছে ভাসি,
বহিতেছে শুধু নেত্রে প্রকৃতির অশ্রুরাশি।
ভারতের শেষ আশা, শেষ আশা ক্ষত্রিয়ের,
পূরিল না, চিরলুপ্ত অভ্যুদয় আর্য্যদের।
ভারতের সিংহাসন, হীরা, মণি, মুক্তাচয়,
আর্য্যদের — সে ত স্বপ্ন, শুধু স্মৃতি সুখময়!

সম্পূর্ণ।